সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—সং ৪৪

কবি

ভবানীপ্রসাদ রায়-বিরচিত

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী-সম্পাদিত

২৪৩।১নং আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩২১

মূল্য— { মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥০
শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০
সাধারণপক্ষে ৷৷৴

সূচী

ভূমিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন ১৩০৬ সালের শেষভাগে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়ী হইতে উঠিয়া আসে, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুসন্ধান, সংগ্রহ, রক্ষা ও প্রকাশকল্পে দুইটি ক্ষুদ্র শাখা-সমিতি ছিল। একটির নাম "গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি" ও আর একটির নাম "প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি"। গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি হইতে প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা এবং প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি হইতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা, সংগ্রহ ও রক্ষার ব্যবস্থা হইত। এতদ্ব্যতীত কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামমোহনের রামায়ণ সম্পাদন করিয়া ঐ সকল বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ঐ সকল গ্রন্থের প্রত্যেকের নামে এক একটি স্বতন্ত্র সমিতি ছিল। ১৩০৭ সালের ২৮শে চৈত্র শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই ছয়টি সমিতি একত্র করিয়া "গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি" নামে একমাত্র শাখা-সমিতি গঠিত হয়। ঐ অধিবেশনেই শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্মতিতে নিয়মিতরূপে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য প্রকাশের জন্য 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' নামে অন্যূন ৮ ফর্ম্মা আকারে দুই মাস অন্তর এক এক সংখ্যা পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। উহার নিয়মাদিও ঐ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং যে সকল

পুস্তক প্রকাশার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকের সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক একজন স্বতন্ত্র সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩০৩ সালের ২৯শে ভাদ্র পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের 'দুর্গামঙ্গল' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই অবধি এই গ্রন্থখানির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় রসিক বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বৈমাসিক 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী' প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে পর, এই দুর্গামঙ্গল তাহার মধ্যে একখানি প্রকাশ্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় যে পুথিখানি দেখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পুথির অধিকারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে না পারায় রসিক বাবু স্বহস্তে সেই গ্রন্থের প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইয়া দেন। এই একখানি মাত্র প্রতিলিপি অবলম্বনে প্রাচীন পুথির সম্পাদন-কার্য্য অসম্ভব ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, পরিষৎ অন্য পুথি পাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কুচবিহার—দীনহাটা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের আর একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া দেন। রসিক বাবুর প্রতিলিপি ও নিবারণ বাবুর পুথি মিলাইয়া এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। রসিক বাবু ও নিবারণ বাবুকেই এই গ্রন্থের সম্পাদন-ভার দেওয়া হয়। রসিক বাবু তখন ময়মনসিংহে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হন। গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি রসিক বাবুর স্থানে আমাকে নিযুক্ত করেন। রসিক বাবুর প্রতিলিপিকে প্রথম পুথি ও নিবারণ বাবুর সংগৃহীত পুথিকে দ্বিতীয় পুথিরূপে

উল্লেখ করিয়া আমি ইহার সম্পাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। উভয় পুথিতে পাঠভেদ খুব অধিক পরিমাণে দেখা যায়; এমন কি, অনেক স্থলে প্রথম পুথি অপেক্ষা দ্বিতীয় পুথিতে অনেক অতিরিক্ত কবিতা পাওয়া গেল এবং তাহা স্থানে স্থানে এত বেশী যে, উভয় পুথিকে একই ব্যক্তির রচিত একই কাব্যের প্রতিলিপি বলিতে সন্দেহ হইল। তখন নিবারণ বাবুকে উভয় পুথি পাঠাইয়া দিয়া পাঠভেদ ও অতিরিক্ত পাঠ-নির্ণয় করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি কয়েক মাস পরিশ্রম করিয়া অতি দক্ষতার সহিত ঐ সকল পাঠভেদ নির্ণয় করিয়া দেন। তিনি এই পাঠ-নির্ণয় সম্বন্ধে যে ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"পরিষৎ হইতে প্রেরিত 'দুর্গামঙ্গলে'র হস্তলিখিত প্রতিলিপির সহিত মৎসংগৃহীত 'দুর্গামঙ্গলে'র পুথির পার্থক্য বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। পুথি দুইখানিতে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথমাংশে ও শেষাংশে পার্থক্যের বাহুল্য দেখিয়া যদিও উভয় গ্রন্থই যে একই অভিন্ন গ্রন্থের অনুলিপি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে, তথাপি মধ্যভাগে উভয় পুথির পাঠের সৌসাদৃশ্য দেখিলেই উক্ত সন্দেহ যে অমূলক এবং কেবল অনুলিপিকার মহাশয়দিগের রুচিগত পার্থক্যই যে উভয় পুথির পার্থক্যের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

পার্থক্য-স্থলে উভয় পুথির পাঠই উদ্ধৃত করত মন্তব্য-স্থলে যে কারণে যে পাঠ মূল গ্রন্থের পাঠ বলিয়া বিবেচিত হয় না, অনু-লিপিকার মহাশয়দিগের কাহারও কবিত্ব-শক্তির কণ্ডূয়নের ফল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা লিখিত হইল। উক্ত মন্তব্যসমূহ লিখিত

হইবার পর এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে যে, অসঙ্গত বোধে যে পাঠ পরিত্যাজ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠান্তররূপে টীকায় সন্নিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত; যেহেতু অনুসন্ধানদ্বারা আরও দুই একখানি দুর্গামঙ্গলের পুথি সংগৃহীত হইলে, এখন যে পাঠ পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহাই তখন পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা অপরিবর্ত্তিতভাবে গৃহীতব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত পাঠগুলির প্রতি কৃপাকরতঃ উহাদিগকে টীকায় স্থান দান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরিষৎ হইতে প্রেরিত ১নং পুথি এবং তাহার পাঠকে ১নং পুথির পাঠ (কুত্রাপি সংক্ষিপ্ত ১নং পাঠ) বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আর মৎসংগৃহীত পুথিকে ২নং পুথি এবং তাহার পাঠকে ২নং পুথির পাঠ (কুত্রাপি সংক্ষেপে ২নং পাঠ) বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন পুথির পাঠ-সংশোধন অতীব দুরূহ ব্যাপার। উহাতে যে সকল প্রাচীন কালোপযোগী শব্দ ও যেরূপ বর্ণবিন্যাস থাকাতে, বাঙ্গালা-ভাষা-স্রোতের উৎপত্তি ও পূর্ব্বপ্রকৃতি অনুসন্ধানের নিমিত্ত ঐ সকল পুথি আবশ্যক ও আদরণীয় হইয়া থাকে, সংশোধনে সেই সকল শব্দ বিলুপ্ত বা বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। এই কারণে প্রাচীন পুথি সকলের পাঠ অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া টীকায় ঐ সকল প্রাচীন কালোপযোগী শব্দের বর্ত্তমান সময়োপযোগী ব্যবহার্য্য শব্দের সন্নিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐরূপ ইচ্ছা থাকিলেও ২নং পাঠের যে যে স্থল এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্র অবিকলরূপে উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। অন্যের পঠন শ্রবণে এই সকল লিখিত হইয়াছে বলিয়া, পঠনকর্ত্তা

যে স্থলে প্রাচীন কালোপযোগী শব্দ বর্ত্তমান কালোপযোগী শব্দের ন্যায় পাঠ করিয়াছেন, তৎস্থলে বর্ণ-বিন্যাস বর্ত্তমান কালোপযোগী হইয়াছে। অন্যের পঠন অবলম্বন ব্যতীত অবিকলরূপে পাঠ উদ্ধৃত করিতে যে পরিমাণে সময়ক্ষেপ করা আবশ্যক, তত সময় ব্যয় করা আমার পক্ষে তখন সাধ্যাতীত ছিল। যাহা হউক, যে অংশের বিকৃত পাঠ দ্বারা প্রাচীন বঙ্গভাষার প্রকৃতি-নির্ণয়ের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পুনরায় পুস্তক দৃষ্টি করিয়া অবিকৃত করিয়া দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত যে সকল স্থলে সামান্য বর্ণ-বিন্যাসের বিকৃতি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীন বঙ্গভাষার প্রকৃতি-নির্ণয়ের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না বলিয়া বোধ হয়। যেমন প্রাচীন পুথিতে 'অগস্ত্য' শব্দ 'অগস্ত'রূপে, 'মনোহর' শব্দ 'মনহর'-রূপে, 'মৃণ্ময়ী' শব্দ 'ম্রণমহি' ও 'মৃণময়ী'রূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রাচীন বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত বলিয়া বোধ হয় না, উহা অনুলিপিকার মহাশয়দিগের অনভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই বিবেচিত হয়।

অবশেষে পৃথক্‌ভাবে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই পাঠনির্ণয়-কালে ২নং পুথির শেষাংশ বিশেষ যত্নসহকারে অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রাচীন বঙ্গভাষার প্রকৃতির সহিত অনুলিপি-কার মহাশয়ের অনভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক্ষণে গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য বোধ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

নিবারণ বাবুর নিকট এইরূপে সাহায্য পাইয়া দুর্গামঙ্গলের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ করি। নিবারণ বাবু আমারই মত রসিক বাবুর প্রতিলিপিখানিকে প্রথম পুথি বলিয়া গণ্য করায় উহাকেই আদর্শ

পুথিরূপে গ্রহণ করা হয়। সম্পাদনকালে দেখিলাম যে, নিবারণ বাবুর পুথির (দ্বিতীয় পুথির) তুলনায় ঐখানি অতি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ; সুতরাং নিবারণ বাবু যে ভাবে পাঠভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। রসিক বাবুর পুথি আদর্শ রাখিয়াই দ্বিতীয় পুথির অতিরিক্ত কবিতা-সকল তাহার মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি আর পাঠভেদ সকল পাদটীকায় উল্লেখ করা গিয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণ সম্বন্ধে দুইটি মত দাঁড়াইয়াছে। এক মত এইরূপ,—যখন সমস্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিতে, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কোন শব্দের বানানে কোনরূপ স্থিরতা দেখা যায় না, তখন আগাগোড়া সমস্ত পুথির প্রতিলিপিকারগণকে মূর্খাতিমূর্খ ঠাহরাইয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐ সকল বানান সংশোধন করিয়া ছাপিবার অধিকার কাহারও থাকা উচিত নহে; অতএব যে পুথিতে যে শব্দের যেমন বানান আছে, তাহা অবিকৃত রাখিয়া ছাপিয়া দিতে হইবে, নতুবা শব্দের প্রাচীনতম রূপ-নির্ণয়ে, গ্রন্থকারের প্রাচীনত্ব-রক্ষণে, তাঁহার সময়নিরূপণে, তাঁহার ভাষার প্রাদেশিকতা-নির্ণয়ে বিষম অন্তরায় ঘটিবে। দ্বিতীয় মত এই যে,—যখন পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, লিপিকরপ্রমাদেই প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বানান বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তখন লিপিকরের মূর্খতাজনিত অপরাধ গ্রন্থ-রচয়িতা কবির কৃত অপরাধরূপে চালাইয়া দিবার অধিকারও কাহারও নাই; অতএব সংস্কৃত শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মা-নুসারে এবং অন্যান্য শব্দের মধ্যে যেগুলির বানান প্রাকৃত

ব্যাকরণের নিয়মানুসারে শুদ্ধ বলিয়া রাখা যাইতে পারে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে শুদ্ধ হয়, তদনুসারে রক্ষা ও পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত আর যে শব্দগুলিকে ঐ সকল ব্যাকরণের কোন না কোন নিয়মের অধীনে আনিতে হইলে বহু গবেষণা ও বহু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, সেগুলিকে সম্পাদকের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

'প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী'র প্রধান সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং আমি প্রথম মতের সমর্থক। কিন্তু 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী'মধ্যে যখন এই দুর্গামঙ্গলের মুদ্রণ-ব্যবস্থা হয়, তখন গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির অধিকাংশ সদস্য দ্বিতীয় মতের পরিপোষক হওয়ায় দ্বিতীয় মতেই গ্রন্থ সম্পাদনের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। উহার আরও একটি কারণ ছিল। আদর্শ (১ম) পুথির প্রতিলিপিকার শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বিতীয় মতের অনুচিকীর্ষু হওয়ায় তদনুসারেই প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের অন্যবিধ ইচ্ছা থাকিলেও কিছু করিবার উপায় ছিল না। নিবারণ বাবু কোন্ মতের পরিপোষক, তাহা জানি না। তবে আমার অনুরোধে দ্বিতীয় পুথির পাঠ ও বানান প্রায়শঃ অবিকল রাখিয়াই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদন-কালে আদর্শ পুথির সহিত একরূপত্ব রাখিবার জন্য আমাকে তাঁহার সে পরিশ্রম নষ্ট করিয়া রসিক বাবুর আদর্শে সমস্ত বানান পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব মহাশয় একজন অভিজ্ঞ পুরুষ। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় এবং তাঁহার গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত প্রাচীন পুথির পাঠ-মুদ্রণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমি

যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকেও দ্বিতীয় মতের অনুচিকীর্ষু বলিতে হয়। তিনি বলেন,—পুঁথির বানান অবিকল রাখিয়া গেলে তাহা অপাঠ্য, দুর্বোধ্য ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। এই উভয় মতের সামঞ্জস্য বা মধ্যপন্থা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

১৩০৯ সালে 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী'তে দুর্গামঙ্গল প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। উহাতে ইহার অতি সামান্য অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩১১ সালে 'প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ বন্ধ হয়। তদবধি সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ইহার প্রকাশের চেষ্টা হইতে থাকে। ভগবানের কৃপায় আজ সে সংকল্প সম্পূর্ণ হইল। গ্রন্থমধ্যে যে সকল অপ্রচলিত, বিকৃত প্রাদেশিক বা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত শব্দ আছে, সেগুলির অর্থ পাদটীকায় কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক বা দুর্ব্বোধ্য না হওয়ায় শেষাংশে, পাদটীকায় তাহাদের অর্থ প্রকাশের ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবার গ্রন্থের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে পর রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি পাঠাইয়া দেন। তাহার অধিকাংশই দ্বিতীয় পুথির পাঠের অনুরূপ; তবে যে যে স্থলে তাহাতে পাঠ-ভেদ বা অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় 'তৃতীয় পুথির পাঠান্তর' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় পুথি-খানিতে মহিষাসুর বধের পূর্ব্বে দেবগণের তেজে দেবীর উৎপত্তি প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত আছে, তাহার পরে উহা খণ্ডিত; সুতরাং তাহার পরে এই গ্রন্থমধ্যে তৃতীয় পুথির পাঠান্তর বলিয়া আর কিছু দিতে পারা যায় নাই। দ্বিতীয় পুথিখানি সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু উহার শেষ পত্রটির অবস্থা অত্যন্ত গলিত হওয়ায় উহার প্রতিলিপির তারিখ ছিল

কিনা, তাহা জানা যায় নাই। প্রথম পুথিখানি সম্পূর্ণ এবং তাহাতে তাহার লিপিকালের উল্লেখও আছে। এই তিনখানির তুলনায় দ্বিতীয় পুথিখানিকে প্রাচীনতম বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থখানির নাম দুর্গামঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়,—মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্য। চণ্ডীর সকল প্রসঙ্গই ইহাতে আছে এবং চণ্ডীতে যে শৃঙ্খলায় প্রসঙ্গগুলি বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই শৃঙ্খলার অনুসরণ করা হইয়াছে। দুর্গামঙ্গল চণ্ডীর শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ নহে; তবে স্থানে স্থানে সেরূপ অনুবাদও দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর অবতরণিকা বিশেষ কিছুই নাই। ক্রোষ্টুকির প্রশ্ন অনুসারে মার্কণ্ডেয় মন্বন্তর-ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন। ঊনাশীতিতম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় বৈবস্বত মন্বন্তরের বিবরণ শুনাইয়া দিলে পর অশীতিতম অধ্যায়ে ক্রোষ্টুকি জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বায়ম্ভুবাদি সপ্ত মন্বন্তর শুনিলাম, এখন বর্ত্তমান কল্পের অন্য সপ্ত মন্বন্তরে যে সকল মনু, মুনি, দেবতা, রাজা হইবেন, তাঁহাদের বিষয় বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ছায়াগর্ভজাত সাবর্ণি অষ্টম মনু হইবেন। এই বলিয়া অষ্টম মন্বন্তরের ঋষি, দেবতা, গণ প্রজাপতি, ইন্দ্র প্রভৃতি পদে কে কে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিলেন। অবশেষে ঐ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ শ্লোকে সাবর্ণি মনুর পুত্রগণের নাম করিয়া অধ্যায় শেষ করিলেন।

তার পর একাশীতিতম অধ্যায়ে আর কাহারও প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া মার্কণ্ডেয় "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে দেবী-মাহাত্ম্য আরম্ভ করিলেন।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥

এবং দেবীমাহাত্ম্যের শেষে দেবী যেখানে সুরথ রাজাকে বর প্রদান করিতেছেন, সেখানকার—

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাৎ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুঃ ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥

এই তিনটি শ্লোকদ্বারা স্বারোচিষ মন্বন্তরে জাত সুরথ রাজাই যে ভবিষ্যতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইয়া জন্মিবেন, তাহা প্রমাণ করিয়া দেবীমাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু 'দুর্গামঙ্গলে'র মুখবন্ধ অন্যরূপ। কবি বাঙ্গালী; সুতরাং বাঙ্গালায় প্রচলিত দুর্গোৎসব প্রচলনের কিংবদন্তীটিকে তিনি আপন কাব্যে অবতরণিকাস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। শারদীয় দুর্গোৎসবের বোধন ব্যাপারে—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥

ইত্যাদি যে মন্ত্র পঠিত হয়, তদবলম্বনে কবি কৃত্তিবাস নিজ রামায়ণে শ্রীরামের দুর্গোৎসবের যে বিপুল বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ব্যাপারকেই এই দুর্গামঙ্গলের কবি ভবানীপ্রসাদও নিজ

কাব্যের অবতরণিকারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কথার আরম্ভটি এইরূপ ;—

বসিছেন রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ভাই ধনুর্ব্বাণ করে॥
রাম পাশে বসিয়াছে কপি-অধিপতি।
সমুখেতে স্তুতি করে পবন সন্ততি॥
সুগ্রীবের নিকটে অঙ্গদ বলবান্।
মন্ত্রীর প্রধান বটে মন্ত্রী জাম্বুবান্॥
নল নীল কেশরী কুমুদ শতবলী।
গয় গবাক্ষ বীর যুদ্ধেতে আকুলি॥
প্রচণ্ড বানর সব মহাপরাক্রম।
যুদ্ধেতে পশিলে যেন কালান্তক যম॥
যতেক বানরগণ সব দেবতার।
দেবতার অংশে জন্ম বীর বুঁলি আর॥
নীল পীত রক্ত গৌর শুক্লবর্ণ আর।
মহাপরাক্রম সব পর্ব্বত আকার॥
রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিছে বীরগণ।
আবাচে অবশ্য অঙ্গ রামগুণ গান॥
সুঠাম সুছন্দ রাগ-রাগিণী মিশায়া।
আনন্দে বিভোল কপি রাম-গুণ গায়া॥
চৌদিকে বানরমধ্যে বৈসে রঘুবর।
নক্ষত্র-বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
রামচন্দ্র বসিয়াছে পাড়ি মৃগছাল।
বীরগণ বসিলা ভাঙ্গিয়া বৃক্ষডাল॥

সুগ্রীবের স্থানে রাম জিজ্ঞাসে বচন।
সমুদ্র তরিতে মিতা করহ যতন॥
দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি কূল স্থল।
যথা দৃষ্টি চলে তথা দেখি মাত্র জল॥
দেবরথ নাহি চলে যাহার উপর।
কি মতে তাহাতে পার হইবে বানর॥
সমুদ্র নহিবে বান্ধা রাবণ সংহার।
করিতে না পারি আমি সীতার উদ্ধার॥
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিতে নারি।
অবশ্য তেজিব প্রাণ আনলেতে পড়ি॥
কোন্ সুখে যাব আমি অযোধ্যা নগরে।
কি কথা কহিব গিয়া ভরত গোচরে॥
লোকে মোরে জিজ্ঞাসিলে কি কথা কহিব।
সীতার উদ্দেশে প্রাণ অবশ্য তেজিব॥
শুনহ লক্ষ্মণ ভাই না কর অন্যথা।
অযোধ্যা চলহ ভাই ভরতের তথা॥
যুবরাজ হইয়া পালিবা বসুমতী।
চিরজীবী থাক ভাই লক্ষ্মণ ধানুকী॥
জননীকে কহিও আমার নিবেদন।
অপমানে রামচন্দ্র তেজিল জীবন॥
শুনহ সুগ্রীব মিতা বচন আমার।
দেশে চল লইয়া বানর পাটোয়ার॥
কুশলে থাকিও মিতা কিষ্কিন্ধ্যার দেশে।
আমি যে তেজিব প্রাণ সীতার উদ্দেশে॥

পূর্ব্বসূর্য্যবংশে ছিল সগর রাজন।
সমুদ্র তাঁহার কীর্ত্তি জানে সর্ব্বজন॥
তদন্তরে জন্মেছিল ভগীরথ রাম।
গঙ্গা আনি পৃথিবী করিলা পরিত্রাণ॥
অপরে জন্মিল গাধি রাজার নন্দন।
ক্ষত্রিয় শরীরে তেঁহো হইলা ব্রাহ্মণ॥
পৃথিবীবিখ্যাত সেহি বিশ্বামিত্র ঋষি।
তপোবলে চণ্ডালীকে কৈলা স্বর্গবাসী॥
দশরথ মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে।
শনিকে করিলা জয় নিজ বাহুরণে॥
সেহি বংশে জন্মিলাম মুই কুলাঙ্গার।
নারী রাখিবারে শক্তি না হৈল আমার॥
এহি কহি রামের চক্ষুর পড়ে ধারা।
মলয়া পর্ব্বতে যেন মুকুতা ঝরা॥
রামের বচন শুনি সুগ্রীব রাজন।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চিন্তয়ে মনে মন॥
কি দিবে উত্তর রাজা না দেখে ভাবিয়া।
হেন কালে জাম্বুবান্ কহে আগ হইয়া॥
যোড় হাত হৈয়া জাম্বুবান্ কহে বাদ।
নিবেদন করি প্রভু শুন রঘুনাথ॥
যেমতে সমুদ্র প্রভু হইবে দমন।
যেমতে হইবে রাম রাবণ নিধন॥
যেমতে করিবা তুমি সীতার উদ্ধার।
মন দিয়া শুন প্রভু রঘুর কুমার॥

২

মিত্র-বরুণের পুত্র অগস্ত্য মহামুনি।
শিশুকাল হৈতে তার গুণের বাখানি॥
কুম্ভেতে জন্মিলা নাহি বলের বাখান।
এহি ত সমুদ্র কৈল অঞ্জলিতে পান॥
তাহাকে আনিয়া কর সমুদ্র দমন।
অবহেলে লঙ্কা যায়া বধহ রাবণ॥
সীতার উদ্ধার প্রভু ভবে যেন হয়।
স্মরণ করহ মুনি আসিবে নিশ্চয়॥*

তাহার পর শ্রীরামের স্মরণে অগস্ত্য মুনি আসিলেন। রাম তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সমুদ্র পান করিতে বলিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—পুনরায় সমুদ্র পান করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। আপনি মহামায়ার আরাধনা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করুন। রাম তখন মহামায়ার মহিমার কথা এবং পূজার বিধান জানিতে চাহিলেন; অগস্ত্য দক্ষযজ্ঞের পর হিমালয় গৃহে সতীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবতীর লীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। কবি ভবানীপ্রসাদ এই স্থানে বাঙ্গালীর চিরপ্রবাদটিকে নিজ কাব্যের সূচনারূপে স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ "রাবণস্য বধার্থায়"

* এই অংশ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের প্রেরিত তৃতীয় পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। এই পুস্তকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠার উনবিংশ পংক্তি হইতে অষ্টম পৃষ্ঠার ষোড়শ পংক্তি পর্য্যন্ত অংশের সহিত এই উদ্ধৃত পাঠের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। দুর্গামঙ্গলের প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গেলে এই তৃতীয় পুথিখানি আমাদের হস্তগত হয়। কাজেই ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে এই পুথি হইতে যে সকল পাঠান্তর দেওয়া উচিত ছিল, তাহা দিতে পারা যায় নাই। এজন্য পরিশিষ্টে এই পুথির ঐ অংশ স্বতন্ত্র ছাপিয়া দেওয়া গেল।

যে শারদীয় দুর্গোৎসবের উৎপত্তি, বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহা ঐতিহাসিক শাস্ত্রকথারূপে জানা থাকিলেও, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে আগমনী-বিজয়ার উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ভগবতীর প্রতি যে মধুর বাৎসল্য ভাবের, যে মধুর ভক্তিকথার প্রবাদ প্রচলিত আছে, কবি ভবানীপ্রসাদ তাহাই এই সূচনায় বর্ণন করিয়াছেন। শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে লইয়া গেলে পর কিছুদিন অতীত হইলে মেনকা কন্যার অদর্শনে কাতর হইয়া পড়েন। তিনি কন্যা আনিবার জন্য গিরিরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন আশ্বিন মাস। গিরিরাজ পুত্র মৈনাককে কৈলাসে কন্যা আনিতে প্রেরণ করিলেন। মৈনাক কৈলাসে গিয়া শিবের নিকট নিজ প্রার্থনা জানাইলেন, শিব কোন উত্তর দিলেন না। মৈনাক কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়—

ঘরে থাকি দেখিলেন দেবী ভগবতী।
নিকটে মৈনাকে ডাকি আনিলা পার্ব্বতী ॥

কারণ,—

ভাই দেখি বাপ মাও পড়িল স্মরণ।
নিকটে বসায়া দেবী পোছেন কথন ॥

এই স্থানে কবি শ্বশুরগৃহস্থা বাঙ্গালী নবোঢ়া বধূর ভাবটি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার পর—

মৈনাক বোলেন দেবি কি কহিব আর।
তোমা বিনে গিরিপুর হৈয়াছে আন্ধার ॥
নিবেদন করি দেবি চরণে তোমার।
মাও দেখিবারে তুমি চল একবার ॥

যদি না যাইবা তুমি আমার ভুবন।
তোমা বিনে বাপ মাও তেজিবে জীবন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আসি তথা হইতে।
অবশ্য তোমারে নিব মায়ের সাক্ষাতে॥

তখন পার্ব্বতী বলিলেন,—

শঙ্করের বিনা আজ্ঞা যাইব কিমতে।

এটিও বাঙ্গালী বধূর আর এক ছবি। ইহা শুনিয়া,—

মৈনাক বোলেন আমি করিলাম স্তবন।
উত্তর না দিলা প্রভু দেব পঞ্চানন॥

তখন ভাই ভগিনীতে পরামর্শ হইল,—

দেবী বোলে তুমি কিছু না বলিহ আর।
শিবের চরণে আমি করি পরিহার॥

তাহার পর শিবের নিকটে গিয়া দেবী বলিলেন,—

আজ্ঞা কর যাই নাথ বাপের ভুবন।
তিন দিবসের পরে হবে দরশন॥
আমা লাগি জনক-জননী অজ্ঞান।
কেবল আছয়ে মাত্র কণ্ঠাগত প্রাণ॥
মৈনাকেরে পাঠাইল চরণে তোমার।
বিনা আজ্ঞা যাইতে শক্তি আছে কার॥

অভয়া যোড়হাতে এই সকল কথা বলিলেন; কিন্তু দেখিলেন,—শিব হাঁ হুঁ কিছুই বলিতেছেন না। কাজেই বুড় মানুষ শিবকে একটু পাপ-পুণ্যের ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—

বিদায় না দেও যদি আমারে যাইতে।
শাশুড়ীর বধ পাছে লাগিবে তোমাতে॥

শুনিয়া—

শঙ্কর বোলেন তোমায় না দিব বিদায়।
দক্ষ অপমান দেখি মোর মনে ভয়॥
আর বার যাইতে চাহ বাপের ভুবন।
কৈলাস ছাড়িবা দেবি হেন লয় মন॥

দেবী তখন দেখিলেন, শিব কিছুতেই ভয় পাইবার নহেন। তাঁহাকে আসল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে তিনি রাজি হইবেন না। গৌরী তখন বলিলেন,—

শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূজা লইবার যাই পিতার ভুবন॥
তথা থাকি ত্রৈলোক্যের লইব পূজন।
যাওয়ার কারণ এহি শুন পঞ্চানন॥

দেবতাদের পূজা প্রচারের লোভটা বড় বেশী। এই পূজা না পাওয়াতেই শিব ইতিপূর্ব্বে অতবড় দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের ব্যাপারটা ঘটাইয়াছিলেন। এখন গৃহিণী ত্রৈলোক্যের পূজা লইতে যাইতেছেন, শুনিয়া শিব আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সিংহরথে চড়িয়া গৌরী মৈনাকের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ, জয়া বিজয়া, চৌষট্টি যোগিনী প্রভৃতি সকলেই চলিল। তাঁহাকে আদর করিয়া লইবার জন্য হিমালয়ে কদলীতরুশ্রেণী রোপিত হইল, আম্রপল্লব দিয়া সফল কুম্ভ স্থাপিত হইল, রত্নদীপ জ্বালা হইল। ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মেনকা রাণী গৌরীকে কোলে লইলেন। তার পর শ্বশুরগৃহ হইতে প্রত্যাগতা কন্যাকে (সে সন্তানের জননী হইলেও) বাঙ্গালীর ঘরে মা যে ভাবে চখের জল ফেলিতে ফেলিতে আদর করে, কত দিন তোর

চাঁদমুখে মা বলা শুনি নাই বলিয়া আক্ষেপ করে, সেই ভাবে মেনকা গৌরীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর কবি ভবানীপ্রসাদ বলিতেছেন,—

এতি মতে আছে গৌরী বাপের নিবাস।
সুগন্ধি চন্দনে কৈল গৌরী অধিবাস॥
পূজা প্রকাশিতে ইচ্ছা করিলা পার্ব্বতী।
দশভুজা মূর্ত্তি তবে হইলা ভগবতী॥
হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রৈলোক্যের পূজা॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরি।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে চলিলা মহেশ্বরী॥

এই আগমনী-বিজয়া-ঘটিত দুর্গোৎসবের কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব সামগ্রী। ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে বলিয়া জানা নাই। বাঙ্গালী কবি নিজের গৃহ-চিত্রের ভিতর দিয়া বাৎসল্য-ভক্তিরসে এই যে হর-পার্ব্বতী-লীলা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ইহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। অন্য দেশের সাহিত্যের কথা চুলায় যাউক, ভারতের অপর কোন প্রদেশের সাহিত্যেও এমন সুন্দর কাব্যকথা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কবি ভবানীপ্রসাদ বাঙ্গালী, তায় চণ্ডীমাহাত্ম্য লিখিতে বসিয়াছেন, কাজেই তাঁহার কাব্যের মুখবন্ধে তিনি সুকৌশলে শ্রীরামের দুর্গোৎসব ও আগমনী-বিজয়ার অংশ জুড়িয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীরামের দুর্গোৎসবের ব্যাপার বাল্মীকির রামায়ণাতিরিক্ত ব্যাপার হইলেও পুরাণাতিরিক্ত কথা নহে, তাহা বোধন-মন্ত্রেই ধরা পড়ে; কিন্তু আগমনী-বিজয়ার ব্যাপার একবারে পুরাণাতিরিক্ত এবং বাঙ্গালী

কবির নিজস্ব বলিয়াই আমার ধারণা। কবি ভবানীপ্রসাদের এই চণ্ডী অনুবাদের মধ্যেও এক স্থানে আমরা আর একটু মৌলিক রচনার পরিচয় পাইয়াছি। সর্ব্বদেবতেজে যখন দেবীর উৎপত্তি হইল, তখন হিমালয় বিবিধ রত্ন ও বাহনার্থ সিংহ দান করিলেন—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইটুকু আছে, কিন্তু আমাদের কবি সেখানে পুরাণান্তর হইতে আর একটি প্রসঙ্গ আনিয়া জুড়িয়া দিয়া দেবী-মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে দেবীবাহন সিংহের মহিমাও বাড়াইয়া দিয়াছেন; দেবতাগণের স্তব-স্তুতির পর সেটুকু এইরূপ,—

এতেক শুনিয়া দেবী দিল অট্টহাস।
অবশ্য অসুর আমি করিব বিনাশ॥
ভগবতী বোলে হরি অবধান কর।
যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর॥
পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল।
কিমতে অসুর সঙ্গে করিব সমর॥
ধরিবারে আমারে পারহ কোন জন।
অসুর বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম॥
এতেক শুনিয়া তবে বোলেন শ্রীহরি।
অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্ত্তি ধরি॥
এ বোলিয়া সিংহমূর্ত্তি ধরিলা নারায়ণ।
বক্র নখদন্ত হৈল বিকট ভূষণ॥
শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার।
মহাপরাক্রম বীর কি কহিব আর॥
এহিমত শ্রীহরি মূর্ত্তি করিলা প্রচার।
মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার॥ (৭৩।৭৪ পৃঃ)

উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা হইতে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম,—কবি ভবানীপ্রসাদ বিবিধ পুরাণের বিভিন্ন বিষয়াদির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। শুনিয়া শুনিয়া তিনি যে সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত এবং বুদ্ধিবলে তিনি প্রয়োজন-মত আবশ্যকীয় স্থলে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এখানে মৎস্যপুরাণ হইতে ভগবান্ হরির পশুরাজ হরিরূপ ধারণ ব্যাপারটি কেমন সুসঙ্গতরূপে জুড়িয়া দিয়া তাহার নজীর পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়—পশুরাজ সিংহ বুঝিতে আভিধানিকেরা "হরি" শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে, সাহিত্যে তদর্থে তৎশব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'হরি' শব্দে সিংহ বুঝিবার হেতু কি এই মৎস্যপুরাণের উপাখ্যান নাকি?

কবি এইরূপে তাঁহার কাব্যে আর কোথাও কিছু নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন কি না, তাহার উল্লেখ আর কোথাও দেখা যায় না।

এইরূপে বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর কল্পিত দুর্গোৎসব বর্ণনা করিয়া কবি মহিষমর্দ্দিনী রূপের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কবির উদ্দেশ্য-মত আসল কাব্য-কথার সুসঙ্গত অবতরণিকা হইল না বলিয়া, কবির ইচ্ছায়—

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
দশভুজা মূর্ত্তি দেবী হৈলা কি কারণ॥

*　　　*　　　*　　　*

অষ্টভুজা চতুর্ভুজা দ্বিভুজা মূরতি।
মতান্তরে শতভুজা আছে ভগবতী॥

দশভুজা মূর্ত্তি কভু না শুনি শ্রবণে।
বিশেষিয়া মহামুনি কহ মোর স্থানে ॥

অগস্ত্য তখন বলিলেন,—

যেহি মত শুনিয়াছি মার্কণ্ডপুরাণে।
সেহি কথা রাম কহি তোমা বিগুমানে ॥

এই বলিয়া কবি "নমশ্চণ্ডিকায়ৈ, মার্কণ্ডেয় উবাচ," চণ্ডীর এই মুল কথারম্ভ হইতে নিজের গ্রন্থ পত্তন করিলেন।

চণ্ডীর চরণে করি শত নমস্কার।
কহিছে মার্কণ্ড মুনি করিয়া বিস্তার ॥
সাবর্ণিক নাম হইল রবির তনয়ে।
অষ্টম মন্বন্তরা সেহি মন্বাধিপ হয়ে ॥

তাহার পর প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ, উপাখ্যানের পর উপাখ্যান, শ্লোকের পর শ্লোক অনুসরণ করিয়া কবি ভবানীপ্রসাদ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীখানি বাঙ্গলা কবিতায় বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন এবং চণ্ডী সমাপ্তির পর তিনি চণ্ডীপাঠের ফল, সপ্ত-শতী-প্রশংসা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া তাঁহার কাব্য যে ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই ভাবে সমাপ্তিরও বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তশতী-প্রশংসা শুনিবার পর রাম আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—

করিব দেবীর পূজা আজ্ঞায় তোমার।

কিন্তু প্রতিমা গড়িব কিরূপে? মুনি বলিলেন,—তুমি মণ্ডপ উঠাও, আমি প্রতিমার ব্যবস্থা করিতেছি। রাম লক্ষ্মণের উপরে সমস্ত আয়োজনের ভার দিলেন। লক্ষ্মণ বানর-দলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের মধ্যে কে প্রতিমা গড়িতে পারিবে?

বানরে বোলে নীল বিশ্বকর্ম্মার কুমার।
সেহি বিনে গঠিতে না পারে কেহ আর ॥

নীল তখন বলিল,—"মূর্ত্তি কখন নয়নে দেখি নাই, কিরূপে গড়িব?" মন্ত্রী জাম্বুবান্ পরামর্শ দিলেন,—'পুত্রের দ্বারা হইবে না। পিতা বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ কর।' স্মরণমাত্র বিশ্বকর্ম্মা আসিলেন এবং সমুদ্রের তীরে সমণ্ডপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া রাম মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

করিলেন রামচন্দ্র পূজার আয়োজন।
পুরোহিত হইয়া ব্রহ্মা আসিল তখন ॥
কৃষ্ণপক্ষ নবমীর পঞ্চদশ দিনে।
পূজা আরম্ভিলা রাম অকাল বোধনে ॥

এইখানে কবি প্রতিমা-বর্ণনায় বেশ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা ধরিয়াছে পুথি পূজা করে রাম।

সুতরাং কিছু অশাস্ত্রীয় হইবার উপায় নাই। ষষ্ঠীতে বোধন, বিল্ববরণ, অধিবাস. সপ্তমীতে পত্রিকা-প্রবেশ, মাষভক্তবলির বিধান, সূত্র দ্বারা ফলযুক্তা প্রতিমা বেষ্টন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদির পর রীতিমত পূজা চলিল। ছাগ, মহিষ, মেষ বানরেরা বলি দিতে লাগিল, লক্ষ্মণ পশু শির আনিয়া দিতে লাগিলেন, সমাংস রুধিরপাত্র সুগ্রীব যোগাইতে লাগিলেন। চণ্ডী-পাঠাদি হইল। রামচন্দ্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র লক্ষ বার জপ করিলেন; দেবী দর্শন দিলেন। রাম লাচাড়ী ছন্দে দীর্ঘ স্তুতি করিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র সীতাহরণবার্ত্তা জানাইয়া বলিলেন,—

তোমার চরণে এহি মাগি পরিহার।
রাবণ মারিয়া করি সীতার উদ্ধার ॥

দেবী একটু ফাঁপরে পড়িলেন।

দেবী বলে শুন রাম বচন আমার।
প্রিয় পুত্র হয় দেখ রাবণ আমার॥
কঠোর তপস্যা করি আমা আরাধিল।
আমার বরেতে দিগ্বিজয়ী হইল।
এমত সেবক হয় রাজা লঙ্কেশ্বর।
তাহাকে জিনিতে আমি কি মতে দিব বর॥

তখন রাম নিজের ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া বলিলেন,—

আর বরে নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় বধিব আমি লঙ্কার রাবণ॥

তাহার পর রাম কৌশল করিয়া আর একটি বর প্রার্থনা করিলেন যে,—

এহি যে করিলাম পূজা অকালে আশ্বিনে॥
ভক্তি করি এহি পূজা করিবে যেহি জন।
যার যেহি বাঞ্ছা সিদ্ধি হইবে তখন॥

তৎপরে পূজকের আরও পাঁচটা সুবিধার বর প্রার্থনা করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় মিনতি জানাইলেন। তখন ভগবতী সে সকল বর ত স্বীকার করিলেনই, অধিকন্তু বলিলেন,—

তোমার স্তবনে প্রীতি হইল আমার।
তুষ্ট হইয়া দিলাম বর লঙ্কা জিনিবার॥

তাহার পর ভগবতী নল নীলের সাহায্যে কিরূপে সাগর বান্ধা যাইবে, তাহার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাম নির্ম্মাল্য-

বাসিনীর পূজা করিয়া ঘট চালনা করিলেন এবং অপরাজিতা পূজার পর মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলেন। রামের দুর্গোৎসব শেষ হইল; কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব শেষ হইল না। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব—"আগমনী"তে তাহা আরম্ভ হইয়াছে, বিজয়ায় তাহার সমাপ্তি হইবে। গিরিপুরের বর্ণনা শেষ না হইলে সে দুর্গোৎসব শেষ হইবে না বুঝিয়া কবি রামচন্দ্রকে দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করাইলেন,—

কৈলাস ছাড়িয়া দেবী আসিলা হিমালয়।
কি মতে চলিয়া গেলা শিবের আলয়॥

অগস্ত্য কাজেই পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীর দিন।
তিন দিন ছিলা দেবী বাপের ভুবন॥
নবমী যামিনী যদি হৈল অবসান।
কৈলাসেতে উচ্চাটন শঙ্করের প্রাণ॥

তাহার পর বাঙ্গালীর চিরপরিচিত বিজয়ার বর্ণনা আরম্ভ হইল। নন্দী বৃষ সাজাইয়া আনিল। শিব সাজ-সজ্জা করিয়া তাহাতে উঠিলেন। ভূত-প্রেত, দানা-দৈত্য লইয়া শিব শ্বশুরালয়ে গৌরী আনিতে চলিলেন। চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া গিরিরাজ জামাতার অভ্যর্থনা করিলেন; অন্তঃপুরে মায়ে ঝিয়ে রোদনের রোল তুলিলেন। পার্ব্বতী—

বৎসর অতীত পরে আসিব আবার।

মাতাকে এই আশ্বাস দিয়া স্বামীর সহিত কৈলাসে চলিয়া গেলেন। তাহার পর দুর্গামঙ্গল পঠন-পাঠনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের কথাবস্তুর পরিচয় এইরূপ। গ্রন্থের কবিত্ব-পরিচয় আমরা স্বতন্ত্র করিয়া আর দিব না। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া সে পরিচয় দিতে হইলে, গ্রন্থের রসভঙ্গ হইবে মাত্র। যাঁহারা সেরূপে গ্রন্থের কবিত্ব-রসাস্বাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত "অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ" নামক প্রবন্ধ পড়িতে পারেন।

অতঃপর গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া আমরা এই মুখবন্ধ শেষ করিব। গ্রন্থের মধ্যে কবি নিজের পরিচয়সূচক যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই এক স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(ক) নিবাস কাটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥
জন্মকাল হইতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত ॥
মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান ॥
জ্ঞাতি-ভ্রাতা আছে আমার নামে কাশীনাথ।
তাঁহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ ॥
জ্ঞাতি-ভাই করি তেঁহো করেন আপ্যিত।
তাঁহার তনয়-গুণ কহিতে অদ্ভুত ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবনবিদিত।
পর-নারী পরদ্রব্যে সদায় পীরিত ॥
বিদ্যা উপার্জ্জন তার নাহি কোন লেশ।
পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকেশ ॥

দীর্ঘটানে সদা তেঁহো থাকেন মগন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥
তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা।
খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা॥
এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিল সদায়।
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥
দুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥
আমি অঙ্গক্রিয়াহীন না দেখি উপায়।
শরণ লইয়াছি মাতঃ তব রাঙ্গা পায়॥ (২০০ পৃ)

অন্যত্র,—

(খ) ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥
কাটালিয়া গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি।
নয়ানকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥
কেবল ভরসা কালি চরণ তোমার।
বন্ধুহীন হইয়াছি করহ উদ্ধার॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিলাম আমি অন্য নাহি জানি॥ (১৫৪ পৃ)

অন্যত্র,—

(গ) ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈরাছ আমায়॥

এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধে কর পরিত্রাণ॥ (১১৩ পৃ)

আর এক স্থলে আছে,—

(ঘ) শ্লোক ভাঙ্গি লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপ কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয়॥
জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥
ভবানীর পাদপদ্ম করিয়ে মস্তকে।
বুদ্ধি অনুসারে কবিত্ব করিলাম পুস্তকে॥
মোর দোষগুণ সবে না করিবে মনে।
প্রণতি করিয়ে আমি সবার চরণে॥ (১৩৭ পৃ)

পুনশ্চ,—

(ঙ) ভবানীপ্রসাদ রায় কাঠালিয়াবাসী।
অভয়ার পাদপদ্মে সদা অভিলাষী॥ (২৩২ পৃ)

দ্বিতীয় পুথির এক স্থলে পাওয়া যায়,—

(চ) জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন বটি জন্ম অন্ধ।
শরীরেত নাহি মোর শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ভাল মন্দ দোষ-গুণ নাহিক বিচার।
স্বপনে কহিলা মাতা ভাষা রচিবার॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিনু আমি অন্য নাহি জানি॥
ভবানীপ্রসাদে বোলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীকৃষ্ণমোহনে দয়া কর ভদ্রকালি॥

(১১৪ পৃ, পাদটীকা)

প্রথম পুথির সর্ব্বশেষে আছে,—

(ছ) কাটালিয়া গ্রামে পরগণে আটিয়া।
তথায় বসতি করি * * *॥
নয়ানকৃষ্ণ রায় নামে ছিল মহাশয়।
চক্ষুহীন আমি ছার তাঁহার তনয়॥
মাতা পিতা রহিত হইল অল্পকালে।
এহি মতে বিধি বড় ফেলিল জঞ্জালে॥

উপরে যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে আমরা কবির পরিচয় নিম্নলিখিতরূপ পাইতেছি,—ভবানীপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য, উপাধি কর; কিন্তু তাঁহাদের বংশে রায় খেতাব চলিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না,—হইবার উপায়ও ছিল না। তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা কাশীনাথ রায় তাঁহাকে যত্ন করিতেন, কিন্তু কাশীনাথের পুত্র দুইটি—বিশেষতঃ কনিষ্ঠটি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র হওয়ায় জন্মান্ধ জ্ঞাতি-পিতৃব্যের প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিত। এই দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভবানীপ্রসাদ মা ভগবতীকে যে ভাবে জানাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। তিনি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু মূর্খ ছিলেন না; কারণ, পূর্ব্বে উদ্ধৃত (ঘ) কবিতা হইতে জানা যায় যে, তিনি চণ্ডীর শ্লোকগুলির সহিত পরিচিত ছিলেন অর্থাৎ তিনি মুখে মুখে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র যে মূল চণ্ডীর অনুবাদ করেন নাই, তাহাও ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

স্থানে স্থানে তিনি যে একেবারে শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ করেন নাই, এমনও নহে। আমরা দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা প্রমাণিত করিতে চাহি না। তাহাতে কবির ন্যায় আমাদেরও আশঙ্কা,—অনর্থক ভূমিকা বাড়িয়া যাইবে। যাঁহারা ইহার প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা ১২১ পৃষ্ঠায় সুপ্রসিদ্ধ "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" চরণবিশিষ্ট দীর্ঘ স্তবটির অনুবাদ লক্ষ্য করিবেন। কবি আপনার অন্ধতা ও নিরক্ষরতার জন্য কাব্যের সর্ব্বত্র দীনতা ও বিনয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কবির ভাষা সর্ব্বত্র অতি সরল, ভক্তিপ্রবণ এবং দীনতাব্যঞ্জক। তিনি কবি-যশের লোভে কাব্য রচনা করেন নাই। অন্ধ এবং অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় বিবিধ সাংসারিক কষ্টভোগে তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি আত্মনিবেদনের ছলে এই দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ বা সন্তানাদি হইয়াছিল কি না, তাঁহার কাব্য হইতে তাহার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে পূর্ব্বোদ্ধৃত (চ) চিহ্নিত কবিতাগুলির শেষে যে কৃষ্ণ-মোহনের নাম উল্লিখিত দেখা যায়, তাঁহাকে কবির পুত্র বলিয়াই সন্দেহ হয়। কবি জন্মান্ধ হইয়া যেরূপে এতবড় কাব্যখানি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কবি নিজের বাসগ্রামের সম্পূর্ণ পরিচয় নিঃসংশয়িতরূপে দিয়া গিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই; কিন্তু তিনি বন্দনা-শ্লোকগুলির মধ্যে সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী-বন্দনার পর যে বলিয়াছেন,—

গুপ্তকাশীরূপে বন্দ শ্রীনাথ নগর।
সতত যথা বসে নিরন্তর ॥ (৩ পৃ, ১৭।১৮ প)

এই 'শ্রীনাথ নগর' ও তাহার অধিবাসী 'শ্রীনাথ' কোথায়; এবং কে, তাহা বুঝা গেল না। 'শ্রীনাথ' যদি নারায়ণ হইতেন, তাহা হইলে 'শ্রীনাথ নগর' 'গুপ্তকাশী' না হইয়া 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বা 'বৈকুণ্ঠ' হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন এই নগর ও নগরাধিষ্ঠাতার আরও পরিচয় আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

গ্রন্থের নাম

১৩০৩ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় যখন অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—"রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ভারতমঙ্গল * প্রভৃতি নাম দেখিয়াই বোধ হয়, ভবানীপ্রসাদ চণ্ডীর অনুবাদের নাম 'চণ্ডী' না রাখিয়া 'দুর্গামঙ্গল' রাখিয়াছেন।" রসিক বাবুর এরূপ বলিবার একটু হেতু আছে। তিনি গ্রন্থমধ্যে কয়েক স্থলে নিম্নলিখিতরূপ ভণিতাগুলি পাইয়াছেন;—

(ক) ভবানীপ্রসাদ বলে দুর্গার মঙ্গল ॥—(৫ম পৃ)

(খ) রচিলা প্রসাদরায় দুর্গার মঙ্গল ॥—(১৫৫ পৃ)

(গ) দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥—(২০০ পৃ)

---

* রসিক বাবু "ভারতমঙ্গল" নামে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ আর কোথাও দেখা যায় নাই বা তিনিও প্রকাশ করেন নাই। 'হেলেনা' কাব্য-রচয়িতা কবি আনন্দ-চন্দ্র মিত্র 'ভারতমঙ্গল' নামে রাজা রামমোহন রায়ের লীলা-কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। ভবানীপ্রসাদের তাহা দেখিবার সম্ভাবনা কিছুতেই কল্পনায় আসে না।

(ঘ) পুরাণপ্রণীত ভণে দুর্গার মঙ্গল ॥—(২৯২ পৃ)

(ঙ) রচিল ভবানী রায় দুর্গার মঙ্গল ॥—(২৯৪ পৃ)

এই সকল ভণিতায় "দুর্গার মঙ্গল" কথাটি পাইতেছি, কিন্তু "দুর্গা-মঙ্গল" পুস্তকের কোথাও নাই। পরন্তু নিম্নলিখিত—

(ক) প্রকাশিলা ভবানীমঙ্গল ॥—(৯৩ পৃ)

(খ) যাহার ভবনে গায় ভবানীমঙ্গল ॥—(২৯৩ পৃ)

(গ) যেবা পড়ে যেবা শুনে ভবানীমঙ্গল ॥—ঐ

(ঘ) এহি মতে সাঙ্গ হইল ভবানীমঙ্গল ॥—ঐ

চরণগুলিতে যে 'ভবানীমঙ্গল' নাম পাওয়া যাইতেছে এবং যে ভাবে যে সকল কার্য্যের উল্লেখকালে এই নামটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার মতে কাব্যখানির কবি-সংকল্পিত নাম "ভবানীমঙ্গল" বলিয়াই বোধ হয়। রসিক বাবু সম্ভবতঃ তাড়াতাড়িতে ইহাকে "দুর্গামঙ্গল" নামে পরিচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। পরিষৎও প্রাচীন গ্রন্থাবলী-প্রকাশের সময় রসিক বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া এই কাব্যের দুর্গামঙ্গল নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ বারে মুদ্রণের সময়ে আমিও সেই নামই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ, এই গ্রন্থখানি আজ ১৭ বৎসর কাল 'দুর্গামঙ্গল' নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে; অতএব কোথাও কোন কৈফিয়ত প্রকাশ না করিয়া হঠাৎ পরিচিত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করা আমি যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া মনে করি নাই। ভবিষ্যতে যিনি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারই উপর ইহার নাম-পরিবর্ত্তনের ভার রহিল।

পুথির পরিচয়

আমরা এই কাব্য-প্রকাশে তিনখানি পুথির সাহায্য লইয়াছি। প্রথম পুথিখানি শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কর্ত্তৃক ময়মনসিংহে প্রাপ্ত, দ্বিতীয়খানি কুচবিহারবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, (প্রাপ্তিস্থান কোথায়, তাহা জানা নাই), আর তৃতীয়খানি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্‌এ, বিএল্‌ মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুর হইতে প্রেরিত। প্রথম দুইখানি সম্পূর্ণ, তৃতীয়খানি অর্দ্ধেকের উপর খণ্ডিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পুথি মিলাইয়া যেরূপে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি, কিন্তু পুথিগুলির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তৃতীয় পুথি বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় তাহার প্রথমাংশের সহিত পাঠ মিলাইবার সুবিধা হয় নাই; এজন্য তাহার কিয়দংশ (যে অংশ পর্য্যন্ত পাঠ মিলাইতে পারা যায় নাই, সেই অংশ) পরিশিষ্টরূপে ছাপিয়া দেওয়া হইল। এই অংশে পুথির বানান অবিকল রাখা গেল।

প্রথম পুথির পরিচয়—এখানি ময়মনসিংহের পুথি; কিন্তু ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাদেশিক কোন শব্দ দেখা যায় না, অথচ বহু বিকৃত বানানও আছে। পুথির অবিকল প্রতিলিপি ছাপা হইলে, সেগুলি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইবার সুবিধা হইত, কিন্তু রসিক বাবু প্রতিলিপিকালে সেই সকল বানানের অধিকাংশ আধুনিক বানানে পরিবর্ত্তন করায়, তাহা দেখাইবার সুবিধা নাই, তথাপি তিনি যে সকল বানান অবিকৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কতকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

এহি—এই (এইরূপ 'সেহি', 'যেহি')

ই—এ ('ই তিন ভুবনে')

হৈল—হইল। (এইরূপ, 'হৈয়া', 'হৈতে' ইত্যাদি)

হ্আ—হইয়া। (এইরূপ 'লআ', 'পাআ', 'খাআ')

ব্রহ্মাএ—ব্রহ্মাতে (কর্ত্তায় সপ্তমী, যেমন—'লোকে বলে')

উপজএ—উপজয় (এইরূপ 'করএ', 'ধরএ', কিন্তু 'করয়', 'ধরয়' আকৃতিও বিরল নহে)

বেদেত—বেদেতে (এইরূপ বাঙ্গালা সপ্তমী বিভক্তির আধুনিক সাহিত্যিক রূপ 'তে' স্থানে 'ত'এর প্রয়োগ বহু আছে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গসুলভ কথ্য ভাষায় সপ্তমী বিভক্তির স্বাভাবিক রূপ বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা 'তে' বিভক্তির প্রাচীন রূপ 'ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষার সহিত সম্যক্ পরিচয় নাই বলিতে পারা যায়। এইরূপ 'আশ্বিনেত', 'কুম্ভেত', আবার 'মুখেতে' (১৭ পৃ, ৫ প), 'ঘরেতে' (১৮ পৃ, ৪ প) এরূপ পদও বিরল নহে।

মৈল—মরিল। এইরূপ 'পৈল'—পড়িল।

সভার—সবার (অর্থ—সকলের)

আল্য—আইল। (এইরূপে শেষ বর্ণে য-ফলা দিয়া বানান লেখা পূর্ব্ববঙ্গের প্রথা নহে। ইহা রাঢ়ের প্রথা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রথায় 'আইল' লিখিতে হয়। ১৩ পৃ, ৬ প দেখ।)

নঞান—নয়ন (২০ পৃ, ৪ প) ইহা রাঢ়ীয় বানান। আবার 'নয়ানকৃষ্ণ রায়ে' ঞ-স্থলে য়-ও দেখা যায়।

লোটায়ে—(২১ পৃ, ২ প) আবার ২১ পৃ, ৯ পংক্তিতে 'লোটায়্যা' পদও পাওয়া যায়। প্রথম রূপটি পূর্ব্বঙ্গ-সুলভ এবং দ্বিতীয় রূপটি রাঢ়সুলভ পদ।

এথাতে—ইহার আধুনিক রূপ 'হেথা' হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দুইটিই প্রাদেশিক শব্দ বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'হেথা' রাঢ়ীয় শব্দ, 'হেথাতে', 'হেথায়' ইত্যাদি স্থলে রাঢ়ীয় কথ্য ভাষার রূপ 'হ্যাথাকে' আজিও শুনিতে পাওয়া যায় এবং রাঢ়ের কাব্যে 'হেথাকে'র দর্শনও পাওয়া যায়।

বোলে—বলে। এইরূপ 'বোলিয়া'ও দেখা যায়। এই 'বল' ধাতু ব্যবহারের সময় এই ও-কার যুক্ত পদের প্রয়োগ এই পুথিতে সর্ব্বত্র দেখা যায়; কিন্তু কর, ধর প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারে ও-কার-যুক্ত পদ একটিও নাই।

এড়াইয়া—অতিক্রম করিয়া অর্থে এড়্ ধাতুর ব্যবহার পূর্ব্ব-বঙ্গের পুথিতে প্রায় পাওয়া যায় না। ত্যাগ করিল অর্থে 'এড়িল' পদ কৃত্তিবাসের রামায়ণে বিস্তর পাওয়া যায়।

বিরাজএ—বিরাজে। এইরূপ 'পড়এ', 'ধরএ', 'করএ', 'বাড়এ'। বিরাজে, পড়ে, ধরে, করে প্রভৃতি পদের অক্ষর-বিস্তৃতির জন্য বিভক্তির এ-কারটিকে স্বতন্ত্র করিয়া লেখাই সে কালের বানান-বিধিতে চলিত ছিল; কিন্তু এ কালে ঐ এ কারের স্থলে 'য়'র ব্যবহার হইয়া থাকে,—বিরাজয়, ধরয়, পড়য়, করয়, বাড়য়—আদর্শ পুথিখানিতে এরূপ বানান দুএকটি আছে কি না, বলা যায় না; কিন্তু রসিক বাবুর কৃত প্রতিলিপিখানিতে কএক স্থানে আছে। রসিক বাবু কতটা সাবধান হইয়া এই দ্বিবিধ বানানের রূপ স্বীয় প্রতি-লিপিতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। এই প্রাচীন এ-কার স্থানে আধুনিক য়-কারের পরিবর্ত্তন অসাবধানতায় হইয়া থাকিলে, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই পরিবর্ত্তনে শব্দের ইতিহাসটুকু (যাহা প্রাচীন রূপে কেবল চর্ম্ম-

চক্ষেই ধরা পড়িত) লোপ পাইয়াছে। এই ‘এ’ লোপ হওয়ায় এখনকার বানানে আবার স্থানে স্থানে য়-তে এ-কার যোগ করিয়া আর এক প্রকার পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে ; যেমন—পূর্ব্বোক্ত লোটায়ে, করয়ে (২৬ পৃ, ৬ প), বিরাজয়ে (২৭ পৃ, ৩ প) ইত্যাদি। এগুলিতে অর্থের ঈষৎ বৈষম্য অনুমিত হইলেও পূর্ব্বকালের লোটাএ, করএ রূপের পুনরাবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ২৭ পৃ, ৩ পংক্তির ‘বিরাজয়ে’ এবং ২৭ পৃ, ৪ পংক্তির ‘বিরাজে’ পদের অর্থ তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

হৈলা—হইল। এইরূপ দিলা, করিলা, ধরিলা ক্রিয়াপদের শেষে এই পদান্ত আকারটির ব্যবহার কি রাঢ়ীয়, কি বঙ্গীয়, কি গৌড়ীয়, সকল পুথিতে দেখা যায়। ইহার ব্যবহারের কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা এখনও ধরিতে পারা যায় নাই। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, এক সময়ে ওড়িয়া ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদের প্রভাব পশ্চিম-রাঢ়ের ভাষায় বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তদনুসারে স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়ায় এই আকার প্রয়োগের প্রথা চলিত হয়, শেষে ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। হৈলা, করিলা, মরিলা, বুইলা, মৈলা ইত্যাদি রূপগুলি এক সময়ে কর্ত্তৃপদের স্ত্রীত্বজ্ঞাপক ছিল বলিয়া আমার অনুমান হয় ; কিন্তু এ বিষয়ে আমি এখনও বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রাচীন সাহিত্যের রহস্য অনুসন্ধিৎসুগণ এই অনুমানটি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

আল্যা—আইলা (২৮পৃ, ১১প), (এইরূপ ‘দেখাল্যা’—দেখাইলা ৬৬ পৃ, ২ প), পূর্ব্বে ১৩ পৃ, ৬ পংক্তিতে ‘আল্য’ পদের উল্লেখ করা গিয়াছে। সেটির কর্ত্তা পুরুষ—‘আমার সঙ্গেতে আল্য

সুগ্রীব রাজন'—আর এখানে কর্ত্রী স্ত্রী, যথা,—'গৌরী আল্যা তব দ্বারে' ক্রিয়াপদের অন্তে আ-কার যোগে যে ক্রিয়ায় লিঙ্গভেদের কথা সূচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেই তাহার অন্ততঃ একটি উদাহরণ সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল। ৩০ পৃ, ৪ পংক্তিতে 'নিকটে মৈনাকে ডাকি আনিলা পার্ব্বতী'—এখানে 'আনিলা' পদে স্ত্রীত্ব সূচিত, কিন্তু ৩০ পৃ, ১।২ পংক্তিতে 'এহি মতে স্তব যদি মৈনাক করিলা। মৌন হৈয়া শূলপাণি উত্তর না দিলা'—এখানে 'করিলা' ও 'দিলা' পদে লিঙ্গ-বোধার্থ আকার প্রয়োগের নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, এখানে কর্ত্তৃপদ পুরুষ। এই আকার প্রয়োগের এখানে কোন প্রয়োজনও দেখা যায় না, অথচ যখন হইয়াছে, তখন ইহার কারণ গ্রন্থকারের বা লিপিকরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। এরূপ প্রয়োগ বহু বহু আছে।

পোছেন—প্রশ্নার্থ পুছ ধাতুর প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট দেখা যায়। আধুনিক গদ্য সাহিত্যে এই ধাতুটির প্রবেশ নিষিদ্ধ; অপরাধ—লেখকেরা ইহাকে গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট মনে করেন। এ একটি সাহিত্যিক রহস্য বটে!

নিব—'অবশ্য তোমাকে নিব মায়ের সাক্ষাতে' (৩১ পৃ, ১০ প) 'লইব' অর্থে 'নিব' রাঢ়ে, আর 'লইয়া যাইব' অর্থে 'নিব' পদের প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। এইটিতে কবির দেশ-সুলভ পদপ্রয়োগের উদাহরণ সুস্পষ্ট।

শোন—শুন। উভয়বিধ রূপেরই প্রয়োগ আছে। 'শোন' গৌড়ের ও মধ্য-রাঢ়ের (কলিকাতা অঞ্চলের) প্রয়োগসিদ্ধ, পশ্চিম-রাঢ়েও পূর্ব্ববঙ্গে 'শুন' পদেরই প্রচলন দেখা যায়। কথ্য ভাষায় আজিও এই পার্থক্য বর্ত্তমান।

ভায়—ভাই। (৩২ পৃ, ১ প) শব্দের এ প্রকার পরি-
বর্ত্তনের মূল কি, জানি না।

ত্রিলক্ষর—ত্রৈলোক্যের (৩৩ পৃ, ৩ প) এইরূপ বানান-
বিকারগুলির কারণ নির্দ্দেশকালে, সকলেই পুথির প্রতিলিপি-
করের মূর্খতার উপর দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। এখানে
সেরূপ দোষারোপ সুসঙ্গত; কারণ কবি ভবানীপ্রসাদ সংস্কৃত শাস্ত্রে
ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তাঁহার এরূপ ভুল হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে
জন্মান্ধতাবশতঃ যাঁহাকে দিয়া লিখাইয়াছেন, তিনি যেমন বানান
লিখিয়াছেন, সেইরূপ বানান আমরা পাইতেছি; কিন্তু একটা
কথা আছে, সংস্কৃতে জ্ঞান থাকিলেই সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে
বাঙ্গালা কাব্যে সকলে পদপ্রয়োগ করিতেন কি না? যে কাব্য
'প্রাকৃত জনার' জন্য লিখিত হইত, সে গ্রন্থে কবিরা কি প্রাকৃত
জনের সদা-শ্রুত বিকৃত উচ্চারিত সংস্কৃত পদগুলিই লেখা যুক্তিযুক্ত
বলিয়া মনে করিতেন না? প্রতিলিপিকারকেরা 'যথা দিষ্টং তথা
লিখিতং' বলিয়া যে প্রতি পুথির শেষে হলফান এজেহার লিখিয়া
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কি কোন মূল্য নাই? সংস্কৃতজ্ঞ কবির
সম্বন্ধে না হয়, এরূপ সন্দেহ করার কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু
যেখানে 'শ্রুত মাত্র লিখি আমি রচিয়া পয়ার'এর ন্যায় স্বীকারোক্তি
পাওয়া যায়, সেখানে সন্দেহ করিবার হেতু কিছু থাকে কি?

নিছিয়া—(৩৬ পৃ, ১৪ প) 'নিছনি', 'নিছিয়া' প্রভৃতি পদের
অর্থ-নির্ণয়ের জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ
গোস্বামী প্রভৃতি মনস্বীরা এক সময়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন।
এখানে কিন্তু 'মুছিয়া' অর্থ সুস্পষ্ট।

পোড়ে—পুড়ে। ধাতুর উকার স্থানে ওকারের পরিবর্ত্তন

মধ্যরাঢ়, গৌড় ও বঙ্গেই দেখা যায়। রাঢ়ের অন্য অংশে উকারই থাকে। এ পুথিতে উভয়বিধ পদেরই প্রয়োগ দেখা যায়।

দিছে—দেছে, দিয়াছে (৪৪ পৃ, ৩ প) ধাতুর ইকার স্থানে একারের পরিবর্ত্তন গৌড় ও বঙ্গে হয় না।

সন্দ—(৪৯ পৃ, ১২ প) সন্দেহ। এই সঙ্কুচিত রূপ রাঢ়-সুলভ। বঙ্গে এরূপ সঙ্কোচের বহু বিস্তৃতি নাই।

মাগি—(৫৫ পৃ, ২ প) প্রার্থনা অর্থে 'মাগ' ধাতুর প্রচলন রাঢ়েই অধিক। বঙ্গে বা গৌড়ে ইহার দর্শন কচিৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'মাঙ্গ' রূপেরই চলন অধিক। সে রূপও এ পুথিতে আছে, কিন্তু বিরল (৭৮ পৃ, ৫ প দেখ)।

যুঝার—যোদ্ধা। প্রাচীন সাহিত্যে এই পারিভাষিক বাঙ্গালা শব্দটির দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা রাঢ়ের, না গৌড়ের, না বঙ্গের শব্দ, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যুদ্ধচর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে লোপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধীয় শব্দগুলির পরিচয় লোপ ত হইয়াছেই, শব্দ-গুলিও প্রায় যাইতে বসিয়াছে।

পানি—জল। এইরূপ কতকগুলি মুসলমান-ব্যবহার-সুলভ শব্দও এ গ্রন্থে আছে।

অখনি—এখনই। এইটি বঙ্গপ্রচলিত শব্দ, রাঢ়ীয় ও গৌড়ীয় গ্রন্থে ইহার প্রবেশ নাই বলিলেও চলে।

নাচারি—লাচাড়ী—এই দুই আকারেই এই পদটিকে এই পুথিতে পাওয়া যায়। ত্রিপদীগুলিকেই নাচারি পদে পরিচিত করা হইয়াছে। 'ল'-স্থানে ন-কারের প্রয়োগ রাঢ়ের এবং 'ন'-স্থানে ল-কারের প্রয়োগ বঙ্গের উচ্চারণসুলভ ব্যবস্থা। গৌড়ের কোনও পুথিতে 'লাচাড়ী' পদ আছে, কি 'নাচারি' পদ আছে, তাহা স্মরণ

নাই ; সুতরাং পদটির আসল রূপ কি, তাহা বলিতে পারি না ; তবে 'লাচাড়ী' রূপের প্রয়োগ বেশী দেখা যায়।

বঞান—বয়ানে, বদনে। (৯১ পৃ, ২ প) নঞান-এর ন্যায় এই আর একটি খাঁটি রাঢ়ীয় বানান এ পুথিতে আছে।

আগুয়ান—এটিও রাঢ়ীয় পুথিসুলভ পদ।

করুণামহি—(১০৭ পৃ, ২ প) করুণাময়ী। ইহা এহি, সেহি, যেহির সঙ্গে পড়িয়া বৃথা অনুকরণে কোমল স্বরের স্থানে কঠিন স্বর গ্রহণ করিয়াছে। 'করুণাময়ী' রূপও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। (১১২ পৃ, ১৫ প দেখ)

১১৩ পৃষ্ঠায় মহিষাসুর-বধ পর্য্যন্ত এই পুথিখানিতে যে সকল বিশেষত্ব পাইলাম এবং তৎসম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিলাম। ইহাতে করিলাম, পাইলাম, যাইলাম প্রভৃতি স্থলে—করিলাঙ্, পাইলাঙ্, যাইলাঙ্ ইত্যাদি রাঢ়সুলভ ক্রিয়ারূপ কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু কহিনু, বলিনু, চলিনুর প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। করিবু, খাইবু অথবা চলিমু, বলিমু, শুনিমু প্রভৃতি রূপের একটিও নাই। করিবুঁ, বুলিঁ, খাঞা, পাঞা রূপও নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমার অনুমান এই যে, এই পুথিখানিতে রাঢ়ীয় প্রভাব বড় বেশী মাত্রায় কার্য্য করিয়া পুথির আসল পাঠ নষ্ট করিয়াছে।

দ্বিতীয় পুথির পরিচয়,—এই পুথিখানি কুচবিহার-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংগৃহীত। ইহার প্রাপ্তিস্থান জানা নাই। ইহার যে সকল কবিতা পাদটীকায় পাঠান্তররূপে এবং যে সকল কবিতা অতিরিক্ত পাঠরূপে মূলের মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম পুথির প্রতিলিপির

আদর্শ অনুসারে অধিকাংশ শব্দের বানান আধুনিক আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। রসিক বাবু প্রথম পুথির প্রতিলিপিতে দুই চারিটি প্রাচীন বানানের রূপ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যাকরণঘটিত পদ ছাড়া দ্বিতীয় পুথির উদ্ধৃতাংশে কোথাও পুথির বানান রাখা হয় নাই। নিম্নে দ্বিতীয় পুথির কতকগুলি অসঙ্গত বানানের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল,—

সৈত্য – সত্য, জৈজ্ঞ—যজ্ঞ, প্রনমীঞা—প্রণমিয়া, য়বতার—অবতার, য়গস্ত—অগস্ত্য, য়স্ব—অশ্ব, য়জুত—অযুত, য়ামী—আমি, য়াজ্ঞা—আজ্ঞা। এইরূপ পদ সকল আধুনিক বানানেই লিখিত হইয়াছে। এই পুথিতে সৈত্য (সত্য), জৈজ্ঞ (যজ্ঞ), রৈক্ষা (রক্ষা), কুটী (কোটী), বুইলা (বলিয়া), অবিষ্ট (অভীষ্ট), স্বোরোনে (স্মরণে), তড়িত (ত্বরিত), বেহার (বিহার), কৈন্ত্যা (কন্যা), জাএয়া (যাইয়া), সন্য (সৈন্য), সুনগ (শুন গো), বেবহার (ব্যবহার), জাউক (যাক), বিহা (বিয়া), য়খনে (এক্ষণে), মাহিত্য (মাহাত্ম্য) ইত্যাদি শব্দে যে বানান দেখা যায়, সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় উচ্চারণ-সুলভ বানান এবং ছাঞা (ছায়া), পাঞা, (পায়া, পাইয়া), প্রনমীঞা (প্রণমিয়া), ছিষ্টি (সৃষ্টি), জিনিঞা, (জিনিয়া), মানিঞা, (মানিয়া), নাঞী (নাহি), ভ্রমীঞা (ভ্রমিয়া), জেন (যেমন), তেন (তেমন) প্রভৃতি শব্দে যে বানান দেখা যায়, তাহা রাঢ়ের কথ্য ভাষার উচ্চারণ-সুলভ বানান হইলেও এগুলি অবিকল রাখা হয় নাই, আধুনিক বানানের নিয়মে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমপিত্য (সম্পত্তি), ভকতবশ্ছলা (ভকতবৎসলা), ইশ্ছা (ইচ্ছা), ব্যভার (ব্যবহার), তুশ্ছ (তুচ্ছ),

মানিক্ষ (মাণিক্য), মুনি (মণি), অমুল্ব (অমূল্য), ম্রত্তিকা (মৃত্তিকা), সমুশ্চয় (সমুচ্চয় বা সমুদয়), শ্রীষ্টীকর্ত্তা (সৃষ্টিকর্ত্তা), পদ্মে (পদ্ম), বিদ্যুত (বিদ্যুৎ), জির্গাসা (জিজ্ঞাসা), প্রিতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞা), ত্রলক্ষ (ত্রৈলোক্য), হাবিলাসী (অভিলাষী) প্রভৃতি পদে যে বানান দেখা যায়, সেগুলি একবারে বানান-বিকার মাত্র; সংস্কৃত বা প্রাকৃত কোন ভাষারই বানান নহে। এরূপ বানান-বিভ্রাটের কারণ সম্বন্ধে সকলেই লিপিকরের বা গ্রন্থরচয়িতার মূর্খতাকেই দোষী করেন; কিন্তু এ স্থলে কবি যে মূর্খ নহেন, পরন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে লিপিকরের অজ্ঞতাকে আমরা কারণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি; কিন্তু সকল পুথিতেই যখন আমরা কঠিন সংস্কৃত শব্দগুলিতেই এইরূপ বানান বিভ্রাট দেখিতে পাই, তখন আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা দেশের কৃতবিদ্য সমাজের নিকট তাঁহাদের কথোপকথনে দেশের প্রাকৃত জন সর্ব্বদা যে সকল বড় বড় সংস্কৃত কথা শুনিতে মাত্র পায়, সে সকলের আকৃতি তাহারা দেখিতে পায় না, কাজেই লিখিবার সময় পূর্ব্বশ্রুত শব্দের ধ্বনির স্মরণে নিজেদের স্মৃতিতে অবশিষ্ট রূপের উচ্চারণ যেমন তেমন করিয়া, যা-তা অক্ষর যোজনদ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়। যেমন 'অমূল্য' শব্দ শুনিয়া তাহার বানান দেখা না থাকিলে 'অমুল্ব' লেখা কিছু অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। 'মৃত্তিকা' শুনিবার পর তাহার ধ্বনি যখন কতকটা ভুল হইয়া যায়, তখন পূর্ব্বশ্রুত ধ্বনির অর্দ্ধস্মরণে 'ম্রত্তিকা' লেখাও আশ্চর্য্য কথা নহে, অধিকন্তু প্রাকৃত জন চির-দিন তাহার কথ্য ভাষাতে 'মাটী'কেই চিনে, সে তাই লিখিতে জানে, পণ্ডিতের মুখে 'মৃত্তিকা' শুনিয়া লোভে পড়িয়া তাহা

লিখিতে গেলে ঐরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া মাটি হইবে না ত কি ?

আমী সব (আমরা সব), হইবার পারে (হইতে পারে), তোরে এমত সাহস (তোর এমন সাহস), যুদ্ধেত (যুদ্ধেতে), আপনে (আপনি) এই সকল পদে ব্যাকরণগত বিভক্তি-ব্যবহারে নানারূপ রহস্য বর্ত্তমান, এরূপ পদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এই সকল স্থলে বিভক্তির এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া এই দ্বিতীয় পুথিখানিকে পূর্ব্ববঙ্গের পুথি বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয় ; তবে ইহাতে যে বহু পদে রাঢ়ীয় উচ্চারণ-সুলভ অনুনাসিক পদান্ত র-স্থানে ঞ-র প্রাবল্য দেখা যায়, তাহা বোধ হয়, কোন রাঢ়ীয় পুথির অনুকরণে ঘটিয়া থাকিবে।

তৃতীয় পুথির পরিচয়,—তৃতীয় পুথিখানি খণ্ডিত, অতি অল্পাংশই আছে। রঙ্গপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্‌এ, বিএল মহাশয় এখানি রঙ্গপুরেই সংগ্রহ করেন। এখানিতেও অপর দুইখানির ন্যায় সকল প্রকার বানান-বিভ্রাটই আছে, তবে পোতি (পতি), পদ্দজোনি (পদ্মযোনি), ভগবোতি (ভগবতী), বোরুণ (বরুণ), বিদ্দাধর (বিদ্যাধর), কোরিয়া (করিয়া), সোচি (শচী), কোপি (কপি), য়োধিপতি (অধিপতি) প্রভৃতি শব্দে রাঢ়ীয় উচ্চারণ অনুসারে বানান দেখিতে পাওয়া যায়। বধিছিলোঁ (বধিয়াছিল), গেলোঁ (গেল), বুলোঁ (বল), বুঁলে (বলে), বুঁদ্ধি প্রভৃতি পদে পশ্চিমরাঢ়ের আনুনাসিকতার দ্যোতক চন্দ্রবিন্দুর অনর্থক প্রয়োগ দেখা যায়। বসিচেন, বসিয়াচে, মৃগচাল, জপিচে, পায়াচিলু, করিচিলা, আচে, হোয়াচি, গিয়াচেন, গাইচে, এইরূপ ক্রিয়াবাচক পদে ছ-স্থানে চএর প্রয়োগ এবং সুছরে

(সুন্দরে), ছরণ (স্মরণ), সমাছার (সমাচার), ছাতি ([illegible]), ছুরি (চুরী), ছান্দমুখ (চাঁদমুখ) এইরূপ নানাপদে প্রধানতঃ 'স' ও 'চ'এর স্থানে 'ছ'এর প্রয়োগ এই পুথিখানির একটি বিশেষত্ব। শেষের কয়টির উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ জেলা কয়টির উচ্চারণ অনুসারে লিখিত। ত্রিপুরা, নওয়াখালী, চট্টগ্রামে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে কথ্য-ভাষায় প্রায় বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ উচ্চারিত হয়। আবার ইহার বিপরীত উদাহরণ—কিচু (কিছু), চাই (ছাই) ইত্যাদিও আছে। খেত্রিয় (ক্ষত্রিয়), জুগিগনে (যোগিগণে), পুন্ন—(পুণ্য, পূর্ণ), কুন (কোন) প্রভৃতি শব্দেও রাঢ়ের উচ্চারণ-সুলভ বানান বর্ত্তমান। মৈধ্যেত (মধ্যেতে) এইটি এবং এরূপ আর দুই একটি পদ ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গ-সুলভ উচ্চারণমূলক বানান এ পুথিতে প্রায় দেখা যায় না।

'পাটয়ার' শব্দ 'যোদ্ধা' অর্থে এই পুথিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সোরিল' ও 'সোড়ির' শরীর অর্থে ব্যবহার রাঢ়ের কথ্য ভাষায় যথেষ্ট শুনা যায়। 'শিবেতে বিনয় করি আনিবা কুমারী'—এ স্থলে 'শিবকে' এই অর্থে 'শিবেতে' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ কিন্তু আর কোথাও নাই। গিড়িরাজ (গিরিরাজ), কড়ি (করি), স্মড়ি (স্মরি) প্রভৃতি পদে র-স্থানে ড় ও 'জোর হাতে', ছিরিল (ছিড়িল), বারে (বাড়ে) প্রভৃতি ড়-স্থানে রএর প্রয়োগ এ পুথিতে অনেক দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া এ পুথিখানিকে রঙ্গপুরে পাওয়া গেলেও রাঢ়ীয় পুথি না বলিয়া পারা যায় না।

এই তিনখানি পুথির পরিচয় যাহা উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, একই পুথি বিভিন্ন দেশে নকল হইবার কালে, নকলকারীর দেশের ভাষার প্রভাব তাহাতে না আসিয়া

থাকিতে পারে না। ইহা অতর্কিত ভাবেই যে হয়, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। নকলকারী হয় ত নকল করিবার সময় মনে করে, যদি পুথির ভাষাই বুঝা না গেল, তবে নকল করিয়া লইয়া ফল কি? এই তিনখানি পুথি সম্বন্ধে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে,— প্রথম পুথিখানির বর্ণনা অনেক স্থলে অনেক সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়খানি তদপেক্ষা বিস্তৃত এবং তৃতীয়খানি দ্বিতীয়-খানি অপেক্ষাও বিস্তৃত। এই সঙ্কোচ-সম্প্রসারণের দায়ী কে? এতটা দায়িত্ব কি লিপিকরের ঘাড়ে ফেলিতে পারা যায়?— নতুবা বলিতে হইবে, তিনখানি পুথিই তিনটি স্বতন্ত্র সংস্করণ!— কিন্তু করিল কে? কবি নিজে যে নহে, তাহা ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণনার বিভিন্নতা দেখিয়া বলা যাইতে পারে। তাহার পর, আদর্শ পুথির সহিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুথির যে সকল পাঠান্তর দেখান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশকেই পাঠান্তর বলা যায় না,—'পাঠান্তর' শব্দের যে অর্থ, সেই পারিভাষিক অর্থই সুসঙ্গত হয় না, কারণ, তাহার অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র ভাব, মোটের উপর স্বতন্ত্র আকারে রচিত নূতন কবিতা। ইহারই বা কৈফিয়ত কি? তৃতীয় পুথিখানির যে অংশ পরিশিষ্টে ছাপা হইল, সেটুকুর সহিত অপর দুই পুথির সেই সেই অংশ মিলাইয়া দেখিলেই এই সকল বিষয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে।

গ্রন্থকারের কালনির্ণয়

রসিকবাবুর সংগৃহীত পুথিখানি সংক্ষিপ্ততম হইলেও উহাতেই আমরা কবির পরিচয়সূচক কবিতাগুলি পাই, অন্য পুথিতে সেগুলি নাই বলিলেই চলে। এতদ্ভিন্ন কবির কালনির্ণয়েও এই পুথিখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুথিখানিতে কাল-নির্ণায়ক কবিতা আছে, অন্য কোন পুথিতে নাই। কবিতাটি এই,—

> "চন্দ্র মুনি * * আর দিক্ নিয়া সাথে।
> রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ করিতে॥—২৯৪ পৃ, ৫।৬ প।

এই কবিতার প্রথম চরণে দুইটি বর্ণের লোপ হইয়াছে। আদর্শ পুথিতে ঐ স্থান গলিত বা পোকায় কাটা থাকায় রসিক বাবুর প্রতিলিপিতে ঐ স্থানে তারা-চিহ্ন দেওয়া আছে। রসিক বাবু ১৩০৩ সালে যে প্রবন্ধ পড়েন, তাহাতে এই অসম্পূর্ণ কবিতা হইতেই ১০৭১ সন বাহির করিয়াছেন, 'দিক্' শব্দে তিনি 'দশ দিক্' হইতে দশ সংখ্যা ধরিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি না। তারা-চিহ্ন স্থানে যে কোন অঙ্কবোধক শব্দ ছিল না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আর তাহা যে কোন অঙ্কবোধক হইলেই 'দিক্' শব্দে দশ সংখ্যা ধরা চলিবে না, তখন দিক্ শব্দে 'চতুর্দ্দিক্' হইতে চারি সংখ্যা ধরাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। রসিক বাবু ১০৭১ সন ধরিয়া কবিকে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক ধরিয়াছেন; কিন্তু উহা সন, কি শকাব্দ, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় তারা-চিহ্ন স্থানে কোন অঙ্কবোধক শব্দ ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলে, উহাকে শকাব্দার অঙ্ক না বলিয়া পারা যাইবে না। যদি আমরা রসিক বাবুর ১০৭১

সনকে তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া না লই, তবে উহাকে শকাব্দার অঙ্ক বলিতে হয়, কিন্তু ১০৭১ সন ধরিলে সমান শকাব্দার বৎসর ১৫৮৬ হয়। এই অঙ্কে কিন্তু দিক্ শব্দে ৪ অঙ্ক এবং 'চন্দ্র মুনি' হইতে ৭১ অঙ্ক লইতে হইলে, তাহা পাওয়া যাইতেছে না, তাহা পাইতে হইলে, অন্ততঃ কবিকে ১৪৭১ শকাব্দায় তুলিতে হয়। তাহা হইলে কবি চৈতন্যযুগের প্রথম শতাব্দীতে গিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার চৈতন্য-বন্দনাও অসংলগ্ন হয় না। রচনার রীতি দেখিয়া কবিকে চৈতন্যযুগের প্রথম শতাব্দীতে স্থান দিতে যে একবারে পারা যায় না, এমনও নহে। যাক্, এ সকল আনুমানিক সিদ্ধান্ত লইয়া কোন ফল হইবে না।

উপসংহার

ইংলণ্ডের অন্ধ-কবি মিল্‌টনের অস্তিত্বে ইংলণ্ডের যে গৌরব, জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারে বঙ্গদেশের সেরূপ গৌরব কতকটা যে হইবে না, তাহা ত বলিতে পারি না! মিল্‌টনের মৌলিক রচনা জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য—'Paradise Lost' কাব্যজগতে যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, ভবানীপ্রসাদের "ভবানী-মঙ্গল" (দুর্গামঙ্গল) সে আসন পাইতে পারে না, কিন্তু সে জন্য উভয় কবির অবস্থা-গতিকে গৌরবের বিশেষ তারতম্য না হওয়াই উচিত।

এই গ্রন্থসম্পাদন-ব্যাপারে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের আদর্শ লিপিখানি আমাদের প্রধান অবলম্বন। তিনি ইহার জন্য

আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুথিখানি এবং প্রথম লিপির সহিত তাহার তুলনা করিয়া তিনি যে অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত টীকা-টিপ্পনী ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট আরও বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সহায়তা না পাইলে, আমাদের এ গ্রন্থ এত সুপ্রণালীতে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত কি না, সন্দেহ। প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদকের করণীয় প্রধান কার্য্যাংশ তিনিই সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকেও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার টীকা-টিপ্পনীতে তিনি একটি প্রণালী অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। উভয় পুথির পাঠ তুলনা করিয়া, অসঙ্গত ও অনর্থক পাঠের অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্গত পাঠ গ্রহণ করিয়া এবং অতিরিক্ত পাঠ যথাস্থানে সংযোগ করিয়া তিনি সমগ্র গ্রন্থের একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিয়া লইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। দুই-খানি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি নাই। তৃতীয় পুথির আবিষ্কারে আমাদের সেরূপ করা যে সঙ্গত নহে, এই অনুমান আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পুথিতে দ্বিতীয় পুথির অতিরিক্ত ও বিভিন্ন পাঠ অনেক পাওয়া গিয়াছে ; কাজেই আমরা অনন্যগতি হইয়া দুইখানি পুথিরই পাঠ-ভেদ সঙ্গত-অসঙ্গত-নির্ব্বিশেষে পাদটীকায় দিয়া গিয়াছি। তবে তাঁহার যুক্তিই আংশিক অনুসরণ করিয়া অতিরিক্ত অংশসকল আদর্শ পুথির পাঠের মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত স্থলে বসাইয়া দিয়া প্রসঙ্গ বা উপাখ্যানের পূর্ণতা সাধন করিয়া দিয়াছি এবং তাহা সহজে চিনিবার

জন্য উপযুক্তরূপে চিহ্নিত ও কোন্ পুথির পাঠ, তাহা পাদটীকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আশা করি, ইহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, ভারতের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি দেবীমাহাত্ম্যপ্রকাশক গ্রন্থগুলি কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত ঘনিষ্ঠ নহে। ভবানীপ্রসাদের ভবানীমঙ্গলকে প্রকৃত প্রস্তাবে চির-বিশ্রুত দেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীরই অনুবাদ বলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কবিজন-সুলভ কবিত্ববলে ভবানীপ্রসাদ দেশপ্রিয় ভবানী-লীলার দুইটি প্রধানাংশ 'রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব' এবং "আগমনী-বিজয়া-ঘটিত হিমালয় লীলা" ইহার ভূমিকায় ও উপসংহারে সুশৃঙ্খলে জুড়িয়া দিয়া বাঙ্গালীর রুচির তৃপ্তিসাধন ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর এই অপ্রকাশিত, অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাব্যখানিকে প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী জন্মান্ধ কবির অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
চৈত্র, ১৩২০

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

শ্রীরামঃ ॥ শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ ॥

বন্দ দেব গণপতি সম্পুটে করি প্রণতি
প্রণমহ ভবানী-নন্দন ।*

*　　*　　*　　*

ভক্তি মুক্তি নরে জ্ঞান　　দেহ এহি বরদান
তোমাপদে থাকে যেন মন ।
বন্দিয়া শিবের পায়,　　নিবেদি প্রসাদ রায়
কৃপা কর দেব পঞ্চানন ॥
জয় জয় শ্রীগুরুচরণে নমস্কার ।
যাহার কৃপায় খণ্ডে ভব-অন্ধকার ॥
নম নম চরণে আরতি তোমার ।
যাহার প্রসাদে হয় এ ভব-নিস্তার ॥
(প্রণমহ শ্রীগুরুচরণ † * * * *

---

* এই বন্দনার অধিকাংশ আদর্শ পুথিতে নাই ।

† বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

যে জন পরম ব্রহ্ম অনাদি-নিধন।
ভবসিন্ধু তরিতে তরণী ও চরণ ॥
পিতামাতা জন্মদাতা সংসা * * *
কর্ম্মকাশ ধর্ম্ম * * * *
জ্ঞানদাতা ধর্ম্ম সংসারের নতি (১)।
গুরু সে জগতনাথ অগতির গতি ॥
অজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রেত প্রতীক্ষা।
দীন হীন অকিঞ্চন কর প্রভু কৃপা ॥
জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন না জানি ভজন।
কেবল ভরসামাত্র ও রাঙ্গা চরণ ॥
প্রণমহ ভগবতী বিক্রম-নাশন।
একদন্ত লম্বোদর গজেন্দ্র-বদন ॥
নম নম লক্ষ্মীপতি নম পদ্মযোনি।
প্রণমহ অনাদি-নিধন শূলপাণি ॥
নম নম ভগবতী সিন্ধ(মু)খে স্থিতি।
প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী ॥
নম নম সাবিত্রী গায়ত্রী বেদ-মাতায়।
প্রণমহ ইন্দ্র আদি যতেক দেবতায় ॥
পবন বরুণ-আদি দেব হুতাশন।
দিনকর নিশাপতি যত দেবগণ ॥

১। নতি—পতি (?)

গন্ধর্ব্ব কিন্নর-আদি বিত্যাধরীগণ।
একত্র বন্দিয়ে দশ দেবের চরণ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন।
তিন রাম বুদ্ধ কল্কী এহি দশজন॥
প্রণমহ ঋষি মুনি আর যত সিদ্ধা।
একবার প্রণমহ দশ-মহাবিত্যা॥
কালী তারা ধূমাবতী ভৈরবী বগলা।
মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ত্রিপুরা কাত্যানি (১)॥
ছিন্নমুণ্ডা মহাবিত্যা এহি দশজন।
প্রণাম করিয়ে গলে বান্দিয়া * * * ॥
পিতামাতা সমগুরু * * * * *।
প্রণাম করিএ তার চরণ কমলে॥
প্রণমহ ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যত।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দি যতেক পণ্ডিত॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী অবন্তিকা।
দ্বারাবতী কাঞ্চী সপ্ত যে মোক্ষদায়িকা॥
গুপ্ত-কাশীরূপে বন্দ শ্রীনাথ-নগর।
শ্রীনাথ সতত যথা বসে নিরন্তর॥

১। কাত্যানি—কাত্যায়নী। "কমলা" হইলে পত্তের মিল হয় এবং দশমহাবিত্যার নামও মিলে। ত্রিপুরা—ষোড়শী (?)

দশভুজা চরণ বন্দিব সাবধানে।
মঙ্গল উদয় হয় যাহার স্মরণে ॥
গুপ্ত-বৃন্দাবন বন্দিলাম নবদ্বীপ-পুরী।
যথায় অবতীর্ণ রূপ হৈল গৌরহরি ॥
জগত নিস্তারিতে শচীর কুমার।
নদীয়া-পুরে আসি কৈল জগত উদ্ধার ॥)
জয়যুক্ত জগতের কল্যাণ কারিণী।
কালী ভদ্রকালীরূপে তুমি কপালিনী ॥
দুর্গা শিবা নামে তুমি ক্ষমা রাত্রি।
*   *   *   *(ক)
স্বাহা স্বধারূপে, তব পদে নমস্কার।
দুর্গার মঙ্গল কিছু করিব প্রচার ॥
যেরূপে আরম্ভে পূজা অকালে আশ্বিনে।
মন দিয়া সেই কথা শুন সর্ব্বজনে ॥
যেমতে আসিলা গৌরী বাপের নিবাস।
ই তিন ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ ॥
সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভ-বিনাশ।
মৈষাসুর-বধ দেবীমাহাত্ম্যে প্রকাশ ॥
রক্তবীজ-বধ শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিধন।
দেবতায় স্তুতিবাণী সুরথ-মোক্ষণ ॥

(ক) এই স্থানে মেলকের চরণটি পুথিতে নাই।

যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দশভুজারূপে পূজা করিলা চণ্ডীরে॥
নিদ্রা হৈতে ভগবতীকে চৈতন্য করিয়া।
লঙ্কাজয়ী হৈল রাম তোমাকে সেবিয়া॥
গিরিপুরী হৈতে দেবী চলিলা কৈলাস।
যেরূপে রহিলা দেবী শিবের নিবাস।
ই সব মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রকাশ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভবানীপ্রসাদ বলে দুর্গার মঙ্গল॥

কথারম্ভ

(প্রণমহ রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার।
নররূপে খণ্ডাইল পৃথিবীর ভার॥
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন।
নররূপে চারি অংশ হৈল নারায়ণ॥
কৌশল্যার চরণ বন্দ রামের জননী।
যোড়হাত হঞা বন্দ চরণ-দুখানি॥
আদি-কবি বাল্মীকির বন্দিব চরণ।
শ্লোক রচিল যেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ॥

রাম-নাম দু অক্ষর বেদে অগোচর।
যে নামে বি-ভোল সদা শঙ্করীশঙ্কর।
এক প্রাণী বধ কৈল্যে যত পাপ হয়।
ব্রহ্মাএ কহিতে নারে করিয়া নির্ণয়॥
দশ প্রাণী বধি যত পাপের উদয়।
এক নারী বধ কৈল্য * * * *॥
দশনারী বধি পাপ উপজএ যত।
এক ব্রাহ্মণ বধি তত কহিছে বেদেত॥
শত শত ব্রাহ্মণ বাল্মীকি বধিছিল।
রাম রাম বলিআ মুনি ভবে তরিয়া গেল॥
হেন রামনাম যার নিস্বরে বদনে।
অনায়াসে যায় সেহি বৈকুণ্ঠভুবনে॥
রাম-নাম বল ভাই বার এহি বার।
মনুষ্য-দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর॥
না পায় গুণের অন্ত শঙ্করশঙ্করী।
জড়বুদ্ধি আমি তাথে কি বলিতে পারি॥
ভবানীপ্রসাদে বলে বন্দিআ শ্রীরাম।
অন্তকালে মুখে যেন আইসে রামনাম॥)*
* * রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
সমুখে লক্ষমণ ভাই ধনুর্ব্বাণ করে॥

---

* বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

দক্ষিণে সুগ্রীব রাজা বামে জাম্বুবান।
* * * * (ক)
বানরে জানায় আসি রাজার সদন।
কোন মতে নহিলেক সমুদ্র বন্ধন॥
শুনিয়া সুগ্রীব কহে রাজার গোচর।
বানরে বাঁধিতে নারে অলঙ্ঘ্য সাগর॥
সাত দিবস হৈতে পাথর ফেলায় জলেতে।
তথাপি না ভাসে পাথর দেখিল সাক্ষাতে॥
গাছ পাথর ফেলি যত সব হয় তল।
তাহা দেখি বানরগণ হইল বিকল॥
গাছ পাথর যত ফেলাইল বানরগণ।
সকল হইল গোসাঞি মহেশের ভোজন॥
সুগ্রীবের মুখে শুনি এতেক বচন।
বিষাদ ভাবিয়া কহে দেব নারায়ণ॥
রাম বলে শুন মিতা সুগ্রাব রাজন।
এতেকে না হইল বুঝি সমুদ্র বন্ধন॥
আর না হইল বুঝি সীতার উদ্ধার।
আমার বংশেতে বড় রহিবে খাখার॥
বিদায় দিলাম চল দেশে আপনার।
তুমি দেশে যদি যাহ মরণ আমার॥

(ক) এই স্থানে মেলকের চরণটি পুথিতে নাই

আর না যাইব আমি অযোধ্যা নগর।
সীতার শোকেতে হবে মরণ আমার॥
চলহ লক্ষ্মণ ভাই দিলাম মেলানি।
নিশ্চয় সীতার শোকে প্রাণ ছাড়ি আমি॥
আছিল ভরত ভাই রাজা অযোধ্যার।
যুবরাজ হও যেয়ে লক্ষ্মণ তাহার॥
মাতৃগণ স্থানে কহিও আমার সংবাদ।
সীতার শোকেতে মৈল তোমার রঘুনাথ॥
এহি মতে বিষাদিত হইয়া শ্রীরাম।
হেন কালে আগু হৈয়া কহে জাম্বুবান॥
কি কারণে চিন্তা কর রাম নৃপবর।
স্মরণ করহ গোসাঞি অগস্ত্য মুনিবর॥
মিত্র-বরুণের পুত্র অগস্ত্য মহামুনি।
শিশুকাল হৈতে তার গুণের বাখানি॥
কুম্ভত জনম হৈল বলের বাখান।
এহিত সমুদ্র মুনি গণ্ডূষে কৈল পান॥
তুমি প্রভু নারায়ণ বিষ্ণু-অবতার।
স্মরণে নিকটে মুনি আসিবে তোমার॥
জাম্বুবান মুখে শুনি এতেক বচন।
অগস্ত্য মুনিরে রাম করিলা স্মরণ॥
অগস্ত্য জানিল মোকে ডাকে নারায়ণ।
অবিলম্বে মুনিবর করিলা গমন॥

শিরেতে পিঙ্গল জটা লম্বমান দাড়ি।
পরিধান কৃত্তিবাস চর্ম্ম করী মারি ॥
দীর্ঘ নখ গোঁপ দাড়ি দেখিতে সুন্দর।
তেজঃপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় যেন দিবাকর ॥
রুদ্রাক্ষ-ভূষিত অঙ্গ মন্দ মন্দ হাস।
হৃদয়ে জপিছে মুনি সদা কৃত্তিবাস ॥
সূর্য্য যেন ভ্রমিয়া যাইছে শূন্যপথে।
হেন যাইছে মুনি রামের সাক্ষাতে ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি দিন রাতি।
ভবানীপ্রসাদ বলে মধুর ভারতী ॥
(সমুদ্রের তীরে আছেন রাম রঘুমণি।
হেনকালে তথাতে আইল অগস্ত্য মহামুনি ॥)*
মুনি দেখি রামচন্দ্র সম্ভ্রমে উঠিলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম মুনিকে পূজিলা ॥( )
ব্রহ্মা-আদি দেবে যার অন্ত নাহি পায়।
হেন প্রভু শোকাকুলী বনেতে বেড়ায় ॥
বিনয় করিয়া দিলা বসিতে আসন।
মুনি বলে কহ শুনি রাম-নারায়ণ ॥

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে অধিক আছে।

১। মুনিকে দেখিয়া রাম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনিক বসাইল যতনে।

পাঠান্তর।

আজি কেন হৈল মোর ভাগ্যের উদয়।
কি হেতু স্মরণ কৈলা রাম-দয়াময়॥
চারি বেদে আগমে পুরাণে গুণ গায়।
ব্রহ্মা আদি দেব যার অন্ত নাহি পায়॥
আপনে শঙ্কর যার নাই পাল্য সীমা।
একমুখে কত কব তোমার মহিমা॥
দেবের দেবতা তুমি দেব-অবতার।
নররূপে খণ্ডাইলা পৃথিবীর ভার॥
(আজি বড় অসম্ভব দেখি কি কারণ।
রাজার নন্দন তুমি ফির কেন বন॥
লইয়া বানর সৈন্য সমুদ্রের তীরে।
কি কারণে বসিয়াছ কহো গদাধরে॥)*
মুনির মুখেতে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-নারায়ণ॥ (১)
(পালিতে পিতার সত্য আসিলাম বনে।
সঙ্গতি আসিল তাথে অনুজ লক্ষ্মণে॥
পঞ্চবটী বনে যাইয়া করিলাম ধাম।
কি কব দুঃখের কথা বিধি হৈল বাম॥)†

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। রাম বলে শুন মুনি মোর নিবেদন।
বিধাতা করিল মোরে যত বিড়ম্বন। পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

তুমি কিনা জান মুনি যত সমাচার।
বনবাসে এক দিন আশ্রমে তোমার॥
অতিথি হইয়া আমি ছিলাম একদিন।
পঞ্চবটী বনে বাসা করিলাম তিন জন॥
শূর্পণখা নামে এক রাবণ-ভগিনী।
পুরুষের মন মোহে হইয়া রমণী॥
রতি-লোভে আসি চাহে সীতাকে খাইতে।১
নাক কাণ কাটি তারে ঘুচাই তথা হৈতে॥২
শূর্পণখা গেল৩ খর দূষণের স্থানে।
কহিলেক সব সত্ত্ব তার বিদ্যমানে॥
শুনিয়া রাক্ষস দুই হইল ক্রোধিত।
মহা ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস চলিল ত্বরিত॥
চৌদ্দ সহস্র বীর আসিলা তখনে।
যুদ্ধ করিবার বীর বারি অধিষ্ঠানে॥
তা সভার সঙ্গে আমি করিলাম৪ সমর।
একেবারে৫ সব বীর গেলা যম-ঘর॥

১। খাইতে জানকী। পাঠান্তর
২। কাটে তার লক্ষ্মণ ধানুকী। ,,
৩। সেহি মতে গেল। ,,
৪। করিলাম। ,,
৫। বাণে বাণে। ,,

তবে শূর্পণখা গেল রাবণ গোচর।
শুনিয়া জ্বলিল তবে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
শূর্পণখার কাটিলাম নাক কাণ।
হেনহেতু গেল সেই রাবণ বিদ্যমান॥
মারীচ সহায় করি আসিলা রাবণ।
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার ভুবন॥
সীতার কারণ আমি ভ্রমি বনে বনে।
ঋষ্যমুখে দেখা হৈল সুগ্রীবের সনে॥
(সীতা-শোকে দুই ভাই হৈলাম বনচারী।
রাত্রি দিবা ভ্রমি অরণ্যেতে ফিরি॥)*
সুগ্রীবের সঙ্গে আমি করিয়া মিতালি।
কিষ্কিন্ধ্যাতে বধিলাম২ বানর-রাজ৩ বালি॥
(বালি মারি সুগ্রীবেরে দিনু রাজ্যভার।
সসৈন্য সাজিল মিতা লইয়া পাটোয়ার॥
পৃথিবীর বানর করিয়া এক স্থান।
ভালুকের অধিপতি মন্ত্রী জাম্বুবান॥
মহা মহা বীর সব বলে বলবান্।
সীতা-বার্ত্তা আনাইল পাঠাইয়া হনুমান্॥

১। ধাইল। পাঠান্তর।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। বধিনু। পাঠান্তর।
৩। বানর রাজা।

রাবণ ধরিতে কিছু না দেখি উপায়।
সম্মুখে সমুদ্র দেখি আকুল হৃদয়॥
দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি পারাপার।
বানরের সাধ্য কি সমুদ্র তরিবার॥)*
সকল বানর সঙ্গে করিয়া সাজন।
আমার সঙ্গেতে আল্য সুগ্রীব রাজন॥
সীতার বার্ত্তা জানিলেক পবন-কুমার।
বানরেক কহিলাম সমুদ্র বাঁধিবার॥
যতেক পাথর জলে ফেলায় বানর।
বন্ধন না হয় সেত জলে হয় তল॥
এতেক না হৈল মুনি সমুদ্র বন্ধন।
সেহি সে কারণে তোমা করিল স্মরণ॥
(এক নিবেদন কহি শুন যোগেশ্বর।
পুনরাও করাব গণ্ডূষে সংহার॥)†
পূর্ব্বে তুমি জলনিধি করেছিলা পান।
আজি তুমি কর পান আমার কারণ॥১
অন্যথা না কর মুনি না ভাব সংশয়।
সীতার উদ্ধার কর মুনি মহাশয়॥২

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। আজি নিধি পান কর হইয়া সাবধান। পাঠান্তর।
২। মুনি তবে বোল হয়।

রামের মুখেতে[১] শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা তবে অগস্ত্য[২] তপোধন॥
অভয়ার পাদপদ্মে মজাইয়া মন।
ভবানীপ্রসাদ বলে অভয়া-কারণ॥
মুনি বলে শুন প্রভু আমার বচন।
উপদেশ কহি রাম তাহে দেহ মন॥[৩]
পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়।
অপরাধ বিনে কিছু পুণ্য নাশ হয়॥[৪]
(উপদেশ কহি শুন রাম দয়াময়।
যে মতে করিবা তুমি লঙ্কাপুরী জয়॥
সমুদ্রে বন্ধন হয় রাবণ-সংহার।
যে মতে করিবা তুমি সীতার উদ্ধার॥)*
তুমি প্রভু নারায়ণ বিষ্ণু-অবতার।
অল্প তপস্যায় সিদ্ধি হইবে তোমার॥

১। শ্রীরামের মুখে। পাঠান্তর।
২। মুনি। "
৩। আমি কথা কহি যে তাহাতে দেহ মন॥ "
৪। উচ্ছিষ্ট সমুদ্র যে কিমতে ভক্ষিব।
বিনা অপরাধে পুনঃ কিমতে দণ্ডিব॥ পাঠান্তর।
* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে অধিক আছে।

পরাৎপর পরব্রহ্ম১ দেবী মহাশয়া২ ।
ভজহ ভবানী-পদ ঐকান্তিক হৈয়া ॥
করিলে অম্বিকা পূজা সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ।
হেলায় বান্ধিবে সেতু লঙ্কা হবে জয় ॥
(সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি করে কাম ।
ভাবিলে ভবানীপদ পূরে মনস্কাম ॥
প্রাতে উঠি দুর্গানাম যে করে স্মরণ ।
সর্ব্ব কাজ সিদ্ধি তার শুন নারায়ণ ॥
দুর্গানাম দুরিত-ভঞ্জন দেবে কয় ।
লইলে দুর্গার নাম শত্রু হয় ক্ষয় ॥
শুন রাম তর আর চরণ ক * * ।
রাবণ বধিয়া কর সীতার উদ্ধার ॥) *
মুনির মুখেতে মুনি এতেক বচন ।
পুনরপি কহে রাম মুনির সদন ॥৩
রামচন্দ্র বোলে মুনি কহ সমাচার ।
কিরূপে করিব পূজা কোন্ ব্যবহার ॥৪

১ । ব্রহ্ম দেখ । পাঠান্তর ।
২ । মহামায়া । ”
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।
৩ । রামচন্দ্র কথা কহে শুন মহামুনি ।
কহ কহ ভবানী-মহিমা-গুণ শুনি ॥ পাঠান্তর ।
৪ । ভবানী-মহিমা শুনিতে শ্রদ্ধা বড় মনে ।
কি মতে করিব পূজা কি মত বিধানে ॥ ”

কত কত নাম আছে অনন্ত মূরতি।
কিরূপে করিব পূজা কহ মহামতি ॥
এতেক শুনিয়া মুনি কহে পুনর্ব্বার।
পূজার বিস্তার শুন রঘুর কুমার ॥১
বসন্তে করিল পূজা সুরথ রাজনে।
সেইরূপে২ কর পূজা অকাল আশ্বিনে ॥
(দশভুজারূপ নারী মহিষমর্দ্দিনী।
সেইরূপে পূজা তুমি কর নারায়ণী ॥)*
পূজার বিধান কহি তোমার গোচর।
আশ্বিনেতে৩ পূজা আছে তিন মতান্তর ॥
কৃষ্ণপক্ষে নবম্যাদি পঞ্চদশ দিন।৪
এহি মত আছে বিধি, শুন নারায়ণ ॥
প্রতিপদ আদি কল্প পূজে কোন জনে।
দুই মতান্তর এহি কহি তোমা-স্থানে ॥
ষষ্ঠী আদি কল্প আছে পূজার বিধান।
এই তিন মত পূজা শুনহ শ্রীরাম ॥

১। মুনি বোলে রঘুনাথ শুন সমাচার।
পূজার বিধান কহি করিয়া বিস্তার ॥ পাঠান্তর।
২। সেই মতে। ”
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। আশ্বিনের পূজা। পাঠান্তর।
৪। নবমী পঞ্চদশ দিন। ”
৫। তিন মতে পূজা আছে। ”

প্রতিমা করিয়া পূজা করে কোন জন।
কেহ কেহ করে পূজা কুম্ভেত১ স্থাপন ॥
পত্রিকা স্থাপিয়া কেহ পূজে নারায়ণী।
তিন মত২ কহিলাম শুন রঘুমণি ॥
মুনির মুখেতে শুনি এতেক বচন৩।
কহিতে লাগিল রাম মুনির সদন ॥
রামচন্দ্র বলে মুনি কর অবধান।
ভবানী মহিমা কথা অপূর্ব্ব বাখান ॥৪
তাহার মহিমা কিছু করিয়া বিস্তার।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি কৃপায় তোমার ॥
মুনি বলে রঘুনাথ কর অবধান।
কহিব মহিমা কিছু তোমা বিদ্যমান ॥৫
(চারি বেদ আগম পুরাণে বেদ গায়।
আপনে শঙ্কর তার ভেদ নাহি পায় ॥)*

১। কুম্ভেতে। পাঠান্তর
২। পূজা এহি। „
৩। মধুর আখ্যান। „
৪। ভবানীর মাহাত্ম্য কহ মুনি তপোধন।
দুর্গার মাহাত্ম্য শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ „
৫। মুনি বোলে অবধান কর নৃপবরে।
দেবীর মাহাত্ম্য কেবা বুঝিবারে পারে ॥ „
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

দেবীর মহিমা কেবা কহিবারে পারে।
সংক্ষেপে কহিব কিছু বুদ্ধি অনুসারে ॥১
দক্ষ অপমানে দেবী ছাড়ি নিজকায়া।২
হিমালয়-ঘরেতে জন্মিলা মহামায়া ॥৩
দিনে দিনে বাড়ে দেবী উদয় যৌবন।
শিবকে করিল গিরি কন্যা সমর্পণ ॥
বিবাহ করিয়া শিব চলিলা কৈলাস।
তদবধি আছে দেবী শিবের নিবাস ॥
(একদিন নিশিশেষে মেনকা সুন্দরী।
স্বপন দেখায় বসি শিয়রেতে গৌরী ॥
কাঞ্চন-প্রতিমা গৌরী শিয়রে বসিয়া।
বিধুমুখে আধস্বরে ডাকে মা বলিয়া ॥
কেন গো জননী আছ নিদয়া হইয়া।
তনয়া বলিয়া কিছু নাহি মায়া দয়া ॥
যত দুঃখ পাই আমি হর-নিকেতন।
ক্ষুধায় না পাই অন্ন নাহিক বসন ॥
বসন-ভূষণ বিনা হইয়াছি উলঙ্গ।
পিশাচ বেতাল ভূত দানাগণ সঙ্গ ॥

১। নাভিপদ্মে প্রজাপতি ভাবএ যাহারে।
কিঞ্চিৎ কহিব কিছু বুদ্ধি অনুসারে ॥ পাঠান্তর।

২। কাএ।

৩। মাএ।

রাজার নন্দিনী হইয়া এত দুঃখ পাই।
তৈলের অভাবে মা গো অঙ্গে মাখি ছাই॥
বছর হইল গত হর-নিকেতনে।
মা বিনে সন্তাপ দুঃখ জানে কোন্ জনে॥
এতেক কহিয়া গৌরী করিল পয়ান।
স্বপনে দেখিল রাণী ও চাঁদ-বয়ান॥
মেলি আঁখি শশিমুখী না দেখি অভয়া॥
পড়য় চক্ষের জল উদর বাহিয়া॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি সজল নয়ন।
মূর্চ্ছিত ধরণীতলে পড়িয়া অজ্ঞান॥
পুনঃ সচেতন রাণী পুনঃ অচেতন।
ছিঁড়িল গলার হার ভাঙ্গিল কঙ্কণ॥
বিগলিত বসন গলিত কেশ-পাশ।
গৌরী নাম ছাড়ি রাণী ঘন ছাড়ে শ্বাস॥)*
একদিন মেনকা রাণী গৌরী করি মনে।
কান্দিতে লাগিল রাণী গিরি বিদ্যমানে॥
হায় গৌরী প্রাণ গৌরী তুমি সে জীবন১।
কত কাল হইতে মায়ের নাহি দরশন॥
(কৃপা করি অখনি শিয়রে ছিলা বসি।
না জানি হইলা আমি কিবা দোষের দোষী॥

স্বপনেতে পাইয়া নিধি হারাইল জাগিয়া।
বিধাতা বঞ্চনা কৈল হাতে নিধি দিয়া ॥
বিধির সনে ছিল বাদ সে বাদ সাধিল।
নঞান-পুতলি গৌরী অদর্শন হৈল ॥
গৌরী ধন গৌরী প্রাণ গৌরী সে জীবন।
গৌরী সে গলার হার নঞানের অঞ্জন ॥
বসন-ভূষণ গৌরী কর্ণের কুণ্ডল।
গৌরী বিনা বসনে ভূষণে কিবা ফল ॥
জনমে জনমে কত করি দেবার্চ্চন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া ভোজন ॥
ক্ষীর নীর ভক্ষি শেষে আহার মারুত।
হেন মতে কৈনু তপ বৎসর অযুত ॥
তাহার ফলে পাইয়াছিনু কন্যা গুণনিধি।
পাছে কোন দোষ জানি হইনু অপরাধী ॥)*
দিবারাত্রি দেখি মোর চক্ষুর পুত্তলী।
তথাচ আছয়ে প্রাণ তোমা পরিহরি ॥
না দেখি তোমার মুখ না রহে জীবন।১
কত কালে দেখিব২ আমি ও চাঁদবদন ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। শিয়রে কঙ্কণ হানি করিছে রোদন। পাঠান্তর।
২। কত দিনে হবে দেখা। „

মেনকার ক্রন্দনে কান্দয়ে হিমগিরি।
ভূমেতে লোটায়ে কান্দে মেনকা সুন্দরী ॥
(গৌরী গৌরী বলি রাণী লোটায় ধরণী ॥)*

* * *(ক)

হেনকালে চৈতন্য পাইলা হিমালয়।
দেখে রাণী গৌরী বলি ভূমেতে লোটায় ॥
কি হল কি হল বলি ভাবে হিমালয় ॥
মেনকার ক্রন্দনে কান্দএ হিমগিরি।
অবনী লোটায়্যা কান্দে গৌরী মনে করি ॥
রাজা রাণী দুইজনে লোটায়ে ভূমিতল।১
হেনকালে আইলা তথা মৈনাক শিখর ॥২
দেখে ভূমে পড়ি আছে জনকজননী।
মৈনাক পুছেন কথা৩ যোড় করি পাণি ॥
কি কারণে দুইজনে পড়ি আছ ভূমিতলে।
কিসের অভাব তব সংসার ভিতরে ॥
আপনে শঙ্কর হয় যাহার জামাতা।
স্বয়ং লক্ষ্মী ভগবতী তোমার দুহিতা ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
(ক) মেলকের চরণটি নাই।
১। ভূতলে। পাঠান্তর।
২। বার্ত্তা পাইয়া মৈনাক আসিল হেন কালে ॥
৩। তবে।

আমিহ তোমার পুত্র ভুবন-বিজয়।
ত্রিভুবনে আমার নাহিক পরাজয় ॥
কি লাগিয়া ভূমিতলে পড়িয়াছ পিতা।১
যে আজ্ঞা করিবা তাহা পালিব সর্ব্বথা ॥
মেনকা বোলেন পুত্র২ শুন তার কথা।
গৌরী বিনে প্রাণ মোর কান্দে যে সর্ব্বদা ॥
[গৌরী সে আমার প্রাণ গৌরী সে জীবন।
গৌরী বিনে অন্ধকার দেখি এ ভুবন ॥
কত কাল হতে আছে শিবের ভুবন।
না দেখি গৌরীর মুখ না রহে জীবন]* ॥
কহিয়া গিয়াছে গৌরী৩ আমার সাক্ষাতে।
বৎসর অন্তর মাতা আনিহ এথাতে৪ ॥

১। অনুশোচ করহ পিতামাতা। পাঠান্তর।

২। বাছাধন

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে ঃ—
"প্রাণ বাহিরায় মোর গৌরীর কারণ।
ধন জন জীবন গৌরী ধন।
কিমতে বাচিবে প্রাণি গৌরী অদর্শন ॥
বৎসর পূর্ণিত হইল গিছেন গৌরী।
কি মতে বঞ্চএ বাছা আহা মরি মরি ॥"

৩। উমা—পাঠান্তর।

৪। আসিব য়েথাতে—পাঠান্তর।

[তুমিহ চলহ বাছা গৌরীকে আনিতে।
* আমার আজ্ঞাতে যাহ শিবের সাক্ষাতে ॥]*
এত শুনি মৈনাক পক্ষ দিল ঝারা।
প্রবীণ শরীর করি সমুখে হৈল খারা ॥
সুর সুমেরু তরু লতা দেখিতে সুন্দর।
খেট বিট কটক বোল দেখিতে সুন্দর ॥
মল্লিকা মালতী আদি যত১ পুষ্প আছে।
* * * তার সঙ্গে সাজে২ ॥
দেখিয়া বোলে৩ তবে হিমগিরিরাজ।
বিরহ নায়ক মূর্ত্তি৪ শুন যুবরাজ ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে.—
চলহ মৈনাক তুমি আনিবার গৌরা।
শিবেতে বিনয় করি আনিবা কুমারা ॥
যাবৎ আসিবা তুমি গৌরীকে লইয়া।
তাবৎ থাকিব আমি পথ নিরখিয়া ॥
তান নিবচন শুনি মৈনাক কুমার।
* * * ॥
(এই পংক্তি ছিঁড়িয়া গিয়াছে।)

১। পারিজাত—পাঠান্তর।

২। ২য় পুথিতে এইরূপ পাঠ আছে,—
"ক্ষুদ্র কত ওলি (অলি ?) গিয়া তাহার সঙ্গে সাজে।"

৩। বোলএ—পাঠান্তর। ৪। বেস (বেশ)

এহি মত বেশে যদি যাইবা কৈলাস১ ।
বলবীর্য্য তোমার নাশিবে কৃত্তিবাস ॥
বাপের মুখেতে শুনি এতেক বচন ।
হইলা সুন্দর২ বেশ মদনমোহন ॥
প্রণাম করিয়া যায়৩ জনক-জননী ।
গৌরী আনিবার তখন চলিলা আপনি৪ ॥
কৈলাসে চলিলা যদি মৈনাক শিখর ।
সঙ্গতি চলিলা তার অষ্টকুলাচল ॥
নদনদী এড়াইয়া৫ দেখি৬ সরোবর ।
বায়ুবেগে চলি গেলা কৈলাস-শিখর ॥
চারিদিকে সুধা সিন্ধি৭ পরিখা বেষ্টিত ।
তাহার মধ্যেতে গিরি চন্দ্রেত শোভিত৮

১। হেন বেসে যাবা যদি শিবের কৈলাস—পাঠান্তর।
২। কুমার। ”
৩। চলে। ”
৪। জাএ সুমঙ্গল কৈলা দুর্গানাম ধ্বনি। ”
৫। এড়াইল। ”
৬। দিঘী। ”
৭। সুধাসিন্ধু। ”
৮। রজতনির্ম্মিত। ”

কিবা সে কৈলাস-গিরি রজতের আভা।
ঝলমল বিচিত্র অঙ্গ অনুপম শোভা ১॥
স্থিরছায়া বৃক্ষ সব দেখিতে সুন্দর ২।
পারিজাত-পুষ্প আদি শোভিত কমল ৩॥
মন্দাকিনী ভাগীরথা ভোগবতী৪ আর।
অলক্ষিতে ৫ কৈলাসে বহিছে তিন ধার॥
(জাতি যূথি মালতী কুসুম নানাজাতি।
পারিজাত শ্বেতপদ্ম বকুল প্রভৃতি।)*
পুষ্প-উদ্যানমধ্যে আছে নন্দন-কানন।
যাহার রক্ষক সদা উন্মত্ত পবন ৬॥
অখণ্ড পূর্ণিমা-শশী সতত উদয়।
সতত বসন্ত কাল তথা বিরাজএ॥
(কুহু কুহু কোকিলেরা কয় ঘনে ঘন।
উড়ে পড়ে নৃত্য করে খঞ্জনী খঞ্জন॥

১। দেবেন্দ্র মহেন্দ্র যোগীন্দ্র মনোলোভা—পাঠান্তর।
২। অতি মননীত ... ... „
৩। ফলে ফুলে নম্রমান ধরণীলোলিত— „
৪। ভগবতী—পাঠান্তর। (ইহা অশুদ্ধ পাঠ)
৫। অনুক্ষণ—পাঠান্তর। (ইহা যুক্তিসঙ্গত পাঠ নহে
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৬। মদন—পাঠান্তর।

সারী শুক পিয়াসুখে পীয়া-মুখ চাএ।
ভ্রমর ভ্রমরী তথা নাচিয়া বেড়াএ॥
নন্দন-কানন বটে আনন্দের ধাম।
নপুংসক জনার হৃদয়ে বাড়ে কাম॥)*
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আছয়ে তথাতে।
সতত করয়ে ১ স্তুতি বেদবিধি মতে॥
[উর্ব্বশীতে নৃত্য করে কিন্নরে গীত গায়।
ইন্দ্র আদি দেবে স্তুতি করয়ে সদায়॥]†
মধ্যখানে বিরাজিত শ্রীমণিমন্দির।
চাহিলেহি দেখা যায় অন্তর বাহির॥
মণিময় দর্পণ শোভিত তদন্তর।
ফটিকের স্তম্ভ তথা অতি মনোহর॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। অনুক্ষণ করে—পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন দেবগণ।
অনুক্ষণ কৈলাসে বিরাজে সর্ব্বজন॥
গীত গায় গন্ধর্ব্বে নারদে ফুকে বেনি।
(বীণা না বেণু ?)
সুবেশ করিয়া নাচে উর্ব্বশী মাইলানী॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মিলাইয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে হরগুণ গাইয়া॥

(মনোহর বেদিকা শোভিত তার মাঝে।
কমল সহস্রদল তাহাতে বিরাজে ॥)*
জয় রাজ ১ বিরাজয়ে বেদিকা ২ উপর।
তাহাতে বিরাজে সদা ভবানী ৩ শঙ্কর ॥
বিস্তারিয়া লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
আগম ভাবিয়া মাত্র উপলক্ষ হয় ॥
চারিদিকে সুধাসিন্ধু পরিখা সহিত।
দেখিয়া মৈনাক গিরি হৈলা চমকিত ॥
বহির্দ্বারে উপনীত হৈয়া গিরিবর।
দেখে দ্বারে দ্বারে আছে দেবতা সকল ॥
ভূমেতে পড়িয়া করে দণ্ড পরণাম।
মনে মনে জপে গিরি হরগৌরী-নাম ॥
অভয়া চরণে ইত্যাদি।†

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। জএে রঙ্গে বিরাজিত—পাঠান্তর।
২। কমল ... ... „
৩। শঙ্করী ... ... „
† এই ভণিতার সম্পূর্ণ বাক্য কোন পুথিতে নাই।

ধূঁ [দেবদেব মহেশ্বর তুমি প্রভু মহাদেব
শঙ্কর।
করযোড়ে প্রণাম করি নিবেদি মৈনাক গিরি
শুন প্রভু দেব মহেশ্বর ॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি পাতাল সরগভূমি
তুমি প্রভু প্রকৃতির পর।
যত দেখ চরাচর নাহি তব অগোচর
তুমি প্রভু জগত-ঈশ্বর ॥
সৃষ্টিস্থিতি উৎপত্তি তুমি দেব পশুপতি
সংহার-কারণ মহেশ্বর।
বিবাহের সুপ্রকারে গৌরী আল্যা তব দ্বারে
জননীর পোড়য়ে অন্তর ॥
না দেখে গৌরীর মুখ বিদরয়ে মায়ের বুক
গৌরী মাকে নিতে চাহি ঘর।
যদি কৃপা নাহি কর জননী মরিবে দঢ়
পিতা মোর হেম১ নগেশ্বর ॥
কে বোঝে তোমার মায়া শশুরে কর দয়া
গৌরী ছাড়ি দেহ মহেশ্বর।
সপ্তমী অষ্টমী দিনে নবমীর অবসানে
দশমীতে আসি তব ঘর ॥

১। হেম—হিম—পাঠান্তর।

তোমার চরণ সার ভরসা নাহিক আর"
কহিছে মৈনাক গিরিবর।
শুনিয়া মৈনাক-বাণী মৌন হৈলা শূলপাণি
প্রসাদ বলে না দেন উত্তর ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সম্পুটে প্রণাম করি বোলএ মৈনাক গিরি
শুন প্রভু দেব মহেশ্বর।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সে সভার গুরু
স্থাবর জঙ্গম মহীধর ॥
সৃষ্টি স্থিতি সংহার ... ...
তুমি প্রভু অনাদি-নিধন।
তুমি প্রভু মহেশ্বর বিধি বিষ্ণু-অগোচর
তুমি প্রভু তারণ কারণ ॥
বিবাহের সূত্র করে গৌরী আল্যা তব ঘরে
না দেখিয়া মরে হিমগিরি।
না দেখিয়া চাঁদ-মুখ বিদরে মায়ের বুক
গৌরী ছাড়ি দেও শূলপাণি ॥
যদি নহে কৃপা কর শুন প্রভু মহেশ্বর
তবে মরে জনক-জননী।
শাশুড়ীকে কৃপা করি অভয়াকে দেও ছাড়ি
আশুতোষ পুরে মনস্কাম ॥
সপ্তমী অষ্টমী দিনে নবমীর অবসানে
দশমীতে আসিবে কৈলাস।

পদবন্ধ*

[এহি মতে স্তব যদি মৈনাক করিলা।
মৌন হৈয়া শূলপাণি উত্তর না দিলা॥
ঘরে থাকি দেখিলেন দেবী ভগবতী।
নিকটে মৈনাকে ডাকি আনিলা পার্ব্বতী॥
ভাই দেখি বাপ মাও পড়িল স্মরণ।
নিকটে বসাইয়া দেবী পোছেন কথন॥]†

শুন প্রভু গুণধাম পূর্ণ কর মনস্কাম
ছাড়ি দেও যাই গৌরী লইয়া।
জনক-জননী তথা ধরণী লোটায় মাথা
আছে যত্র পথ নিরখিয়া॥
ভবানীচরণযুগে ভবানীপ্রসাদ মজে
পুরাও মা গো এহি মনস্কাম।
প্রাণ পয়ানের কালে মরি যেন গঙ্গাজলে
মুখে যেন আইসে দুর্গা-নাম॥

* পদ্যবন্ধ ?

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মৈনাকের স্তব শুনিয়া মহেশ্বর।
মৌন হইয়া রহিল কিছু না দিল উত্তর॥
হেনকালে ভগবতী মৈনাক দেখিয়া।
কুশল জিজ্ঞাসে মাতা নিকটে বসাইয়া॥
ভাইক দেখি মনে পৈল জনক জননী।
মৈনাকের হাতে ধরি বলে প্রিয়বাণী॥

কহত ১ মৈনাক ভাই কহ সমাচার।
কুশলে আছেন ২ পিতা জননী আমার॥
মৈনাক বোলেন দেবি কি কহিব আর।
তোমা বিনে গিরিপুর হইয়াছে আন্ধার॥
[নিবেদন করি দেবি চরণে তোমার।
মাও দেখিবার তুমি চল একবার॥
যদি না যাইবা তুমি আমার ভুবন।
তোমা বিনে বাপ মায় তেজিবে জীবন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আসি তথা হৈতে।
অবশ্য তোমাকে নিব মায়ের সাক্ষাতে॥
মৈনাকের মুখে শুনি এতেক বচন।
জনক-জননী দেখি করিল মনন॥
পার্ব্বতী বোলেন ভাই শোন সমাচার।
আমার হইল ইচ্ছা মাতা দেখিবার॥
শঙ্করের বিনা আজ্ঞা যাইব কিমতে।]*

১। কহ রে ... ... পাঠান্তর।
২। কুশলে নি আছে ... ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তুমি লক্ষ্মী বিহনে হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
পর্ব্বতনিবাসী যত জীবিতে হৈছে মরা॥
জনক জননী দোহায় হইয়া অজ্ঞান।
কৃপা করি দেখা দিয়া রাখহ পরাণ॥

স্বরূপে মৈনাক ভায়১ কহিলাম২ তোমাকে ॥
মৈনাক বোলেন আমি করিলাম স্তবন।
উত্তর না দিলা কিছু দেব পঞ্চানন ॥
দেবী বোলে তুমি কিছু না বলিহত আর।
শিবের চরণে আমি করি পরিহার ॥
[মৈনাকেরে কহি তবে এতেক বচন।
শিবের সাক্ষাতে দেবী করে নিবেদন ॥]*
আজ্ঞা কর যাই নাথ বাপের ভবন। ৪
তিন দিবসের পরে হবে দরশন ॥
(আমা লাগি জনক জননী অজ্ঞান।
কেবল আছয়ে মাত্র কণ্ঠাগত প্রাণ ॥

যদি তুমি না যাইবা আমার আলয়।
জননী তেজিব প্রাণ নাহিক সংশয় ॥
মৈনাকের কথা শুনি কহে নারায়ণী।
আমার হইল ইচ্ছা দেখিতে জননী ॥
শিব-আজ্ঞা না হইলে যাইব কিমতে।

১। ভাই ... ... পাঠান্তর।
২। কহিব ... ... "
৩। বলিঅ ... ... "

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
এত বলি যাএ দেবী শিবের সদন।
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন ॥

৪। পিতার ভুবন—পাঠান্তর।

মৈনাকেরে পাঠাইল চরণে তোমার।
বিনে আজ্ঞা যাইতে শক্তি আছে কার॥
অভয়া কহেন কথা যোড় করি পাণি।
দয়া কর দয়াময় দেখি এ জননী॥
বিদায় না দেও যদি আমারে যাইতে।
শাশুড়ীর বধ পাছে লাগিবে তোমাতে॥)*
শঙ্কর বোলেন তোমায়১ না দিব বিদায়।
দক্ষ-অপমান দেবি মোর মনে ভয়॥
আর বার যাইতে চাহ বাপের ভুবন।
কৈলাস ছাড়িবা দেবি ২ হেন লয় মন॥
[দেবী বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূজা লহিবার যাই পিতার ভুবন॥] †
তথা থাকি ত্রিলক্ষর ৩ লইব পূজন।
যাওয়ার কারণ এহি শুন নারায়ণ৪॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। তোমাক ... ... পাঠান্তর।

২। বুঝি ... ... „

† বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে;—

দেবী বুঁলে শুন প্রভু নিবেদন করি।
পূজা লোইবারে জাব হেমন্তের বাড়ী॥

৩। ত্রিলক্ষর—ত্রৈলোক্যের।

৪। পঞ্চানন ... ... পাঠান্তর।

ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে।
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে ॥১
এতেক কহিয়া শিবে ২ লইলা বিদায় ।
সিংহ-রথে চড়ি দেবী হিমালয় যায় ॥
[মহা কালান্তক রথ সর্ব্বদেবে বয় ।
কেহ চাকা কেহ ধ্বজা পতাকা উড়য় ॥
নন্দী ভৃঙ্গি চলে আর বেতাল ভৈরব।
গাল বাজাইয়া করে হর হর রব ॥
প্রমথ বেতাল ভূত গুহ্যক সকল]। *
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর অপ্সর কিন্নর ॥

১। কৈলাসে আসিব প্রভু দশমী বিকালে—পাঠান্তর।
২। মাতা ... ... ,,
*। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কিবা মনোহর রথ অপূর্ব্ব দেবমএ ।
কেহ ধ্বজ চাকা কেহ পতাকা উড়ায় ॥
নন্দী মহাকাল চলে ভৃঙ্গী মহাকাল।
সাজিয়া চলিলা সব ভৈরব বেতাল ॥
চলিলা পিশাচ ভূত করি কলরব।
(ইন্দুরে কাটিছে পুথি, তাহার নিমাত্রে লিখি ভক্তক হইল অকারণ॥—২য় পুথিতে এই স্থলে লেখক অপ্রাসঙ্গিকরূপে পুথি নকলের কারণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে কালের লোকের এই এক অদ্ভুত সরলতা।)

(শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিক মূষিকে গজানন।
জয়া বিজয়া আদি যত সখীগণ)* ॥
চলিলা ডাকিনী আর যতেক শাখিনী।১
সঙ্গতি চলিলা তবে চৌষট্টি যোগিনী ॥
(নাচিয়া গাইয়া চলে বেতাল ভৈরব।
গাল বাজাইয়া করে হর হর রব ॥)†
[ডিমি ডিমি ডমুর বাজে ভুবনে নিশঙ্কা।
ঝম্প সুভ দামা বাজে দুর্গা নামে ডঙ্কা।‡]
এহিমতে ভগবতী করিলা গমন।
সঙ্গতি ২ মৈনাক ভাই কুলাচলগণ ॥
[এথাতে করিছে গিরি মঙ্গল আচার।
গৌরী আগমন হেতু মঙ্গল ব্যবহার ॥
বিচিত্র চান্দোয়া সব টাঙ্গি স্থানে স্থানে।
পালঙ্গ উপরে দিলা নেতের বসনে ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। চলে ডাকিনী যোগিনী আদি সাকিনী হাকিনী—
পাঠান্তর।
†। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
‡। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দামা ডুম্বেরু বাজে ভুবনে নিশঙ্কা।
ঝুমারু ঝুমারু বাজে দুর্গানামের ডঙ্কা ॥
২। সংহতি—পাঠান্তর।

কদলীর বৃক্ষ সব রোপে সারি সারি।
স্থানে স্থানে জ্বালিলেন রতন-দিয়ারি ॥
আম্র-পল্লব দিয়া কুম্ভের স্থাপন।
সঙ্গতি লইল গিরি কতেক ব্রাহ্মণ ॥
কুলাচলগণ সঙ্গে কুলপুরোহিত।
অনুব্রজি আঁনিবার চলিলা ত্বরিত ॥
অনুব্রজিয়া নিলেন দেবী ভগবতী।
বাপের ভুবনে দেবী আল্যা শীঘ্রগতি ॥
আসিলা পার্ব্বতী দেবী পিতার আলয়।
দেখিয়া গৌরীর মুখ আনন্দহৃদয় ॥
নগরনাগরী সব লইয়া সুন্দরী।
মৈনাক চলিলা তবে অর্ঘ্য হাতে করি ॥
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া রাণী বরিলেন গৌরী।
আচলে নিছিয়া মুখ গৌরী কোলে করি ॥
মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া চুম্বিলা বদন।
আকাশের চন্দ্র যেন পাইলা তখন ॥] *

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে :—
একজনে জানাইল যথা হেমগিরি।
মৈনাক লইয়া আইল তোমার কুমারী ॥
গৌরী আইল হেন কথা মেনকা শুনিয়া।
আরোপিল পূর্ণকুম্ভ দূর্ব্বা ধান্য লইয়া ॥

রামরম্ভাতরু যে রোপিল থরে থরে।
চান্দোয়া টানাইল চাতরে চাতরে ॥
বহুদিনে দেখিলাম গৌরীর বদন।
নির্জ্জীব শরীরে যেন সঞ্চারে জীবন ॥
(যে অবধি হরনিকেতনে গেলা চলি।
তদবধি আছি মা গো মা ডাকের কাঙ্গালি ॥
পুন যদি দয়া করি আসিলা অভয়া।
জনম সফল কর ডাক মা বলিয়া ॥
এত বলি গৌরীকে লইয়া নিজ ঘরে চলে।
খট্টাতে বসিয়া চাঁদ-মুখ নেহালে ॥)*

প্রতি ঘরে আলিপন সুগন্ধি চন্দন।
সুগন্ধি ষড়ঙ্গ ধূপে কৈল আমদন ॥
ঘরের উপরে সব নেতের পতাকা।
দেখি আনন্দ বড় হইল মেনকা ॥
ষোড়শী বয়সী যত পর্ব্বত-কুমারী।
থরে থরে দাঁড়াইল হইয়া সারি সারি ॥
কার হাতে আছে চন্দনের খুরি।
কাহার হাতেতে জলে রতন-দিয়ারি ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সুমঙ্গলধ্বনি।
রমণীমণ্ডলে সব আনন্দিত হইয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সব আনন্দিত হইয়া ॥
গিরিপুরবাসী হইল আনন্দ অপার।
সংপতি লইয়া গিরি যতেক ব্রাহ্মণ।
কুলপুরোহিত আর কুলাচলগণ ॥

*বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

এহিমতে আছে গৌরী বাপের নিবাস।
সুগন্ধি চন্দনে কৈল গৌরী অধিবাস ॥
পূজা প্রকাশিতে ইচ্ছা করিলা পার্ব্বতী।
কত কত দশভুজা ১ হইলা পার্ব্বতী ॥
(হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রলক্ষের ২ পূজা ॥)*
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীরূপধারি।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে চলিলা মহেশ্বরী ॥
[অভয়ার পাদপদ্ম ভাবি দিবা রাতি।
ভবানীপ্রসাদ বলে মধুর ভারতী ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
দশভুজা-মুর্ত্তি দেবী হৈলা কি কারণ ॥]†
ভবানী-মাহাত্ম্য কহ বিস্তার করিয়া।
তোমার কৃপায়ে শুনি শ্রবণ ভরিয়া ॥

১। দশভুজা মূর্ত্তি তবে—পাঠান্তর।
২। ত্রলক্ষের—ত্রৈলোক্যের।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভবানীপ্রসাদ মনে এই আশা করি।
অন্তকালে গঙ্গাজলে দুর্গা বৈলা মরি ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি কহ সমাচার।
দুর্গার মহিমা কহ করিয়া বিস্তার ॥

শুনিতে দুর্গার গুণ ইচ্ছা বড় মনে।
দশভুজা মূর্ত্তি দেবী হইলা কি কারণে ॥
অষ্টভুজা চতুর্ভুজা দ্বিভুজা মূরতি।
মতান্তরে শতভুজা আছে ভগবতী ॥
দশভুজা মূর্ত্তি কভু না শুনি শ্রবণে। ১
বিশেষিয়া মহামুনি কহ মোর স্থানে ॥ ২
কেমন মহিমা তাঁর কিমত আচার।
বিশেষিয়া কহ মুনি করিয়া বিস্তার ॥
অনন্ত বলেন শুন রঘুর কুমার। ৩
দেবীর মাহাত্ম্য কহে শক্তি আছে কার ॥ ৪
[চারি বেদে আগমে পুরাণে গুণ গায়।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার অন্ত নাহি পায় ॥]*
(বিধি বিষ্ণু-অগোচর ত্রিগুণ-জননী।
নিরাঞ্জন নিরাকার সাকাররূপিণী ॥)†

১। সংসারে ... ... পাঠান্তর।
২। সবিশেষ বিস্তারিয়া কহ মুনিবরে ... „
৩। রঘুবংশপতি ... ... „
৪। কাহার শকতি ... ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চারি বেদ পুরাণে আপনে নাহি অন্ত।
অনন্ত মহিমা দেবী আপনে অনন্ত ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

মনোভূত দর্পহরি দিতে নারে সীমা।
কি কহিতে পারি আমি তাঁহার ১ মহিমা॥
যেহিমত শুনিয়াছি ২ মার্কণ্ড পুরাণে।
সেহি কথা রাম কহি ৩ তোমা বিদ্যমানে॥
চণ্ডীর ৪ চরণে শত করি নমস্কার।
কহিছে মার্কণ্ড ৫ মুনি করিয়া বিস্তার॥
[সাবর্ণিক নাম হইল সূর্য্যের তনয়।
অষ্টম মন্বন্তরে হৈল সেই মহাশয়॥]*
শুন শুন মুনিগণ উৎপত্তি তাহার।
কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার॥
[সাবর্ণিক নামে মনু রবির তনয়।
মহামায়া প্রাদুর্ভাব মনু সেহি হয়॥]†

১। দুর্গার ... ... পাঠান্তর।
২। যেমত শুনেছি রাম ... ... ,,
৩। কহি কিছু ... ... ,,
৪। অভয়রি ... ...
৫। অগস্ত ... ... ,,

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সাবর্ণিক নামে হইল রবির তনয়ে।
অষ্টম মন্বন্তরা সেহি মন্বাধিপ হয়ে॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহামায়া আবির্ভূত জগত সংসার।
দেবীর কৃপায় হৈল মনু নাম তার॥
মহামায়া প্রাদুর্ভাবে সাবর্ণি মন্বন্তর।
যেহি মত হইল তাহা অবধান কর॥

মহামায়া অদ্ভুত জগত সংসার।
দেবীর কৃপায় হয় মনু নাম তার॥
মহামায়া প্রাদুর্ভাবে সাবর্ণি মন্বন্তর।
যেন মতে হৈল তাহা অবধান কর॥
চৈত্রবংশসমুদ্ভূত ১ সুরথ রাজন।
সকল পৃথিবীপতি মহাপরাক্রম॥
কুলে শীলে দান ধর্ম্মে অতি অনুপম।২
পুত্রের সমান রাজা পালে প্রজাগণ॥
মহাসুখে আছে রাজা পুরে আপনার।
[পরদলে নিয়া গেল রাজ্য অধিকার॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা কি কহিব আর।]*
অমাত্য সকলে চাহে রাজা মারিবার॥
(জীবন উপায় রাজা না পায়ে ভাবিয়া।
মরণ নিকট দেখি ব্যাকুল কান্দিয়া॥)†

১। কুলোদ্ভব ... ... পাঠান্তর।
২। দানে সেই ধর্ম্মপরায়ণ ... ... „
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহা সুখে আছে রাজা আপন পুরীতে।
তাহাতে হৈল তারে বিধাতা বঞ্চিতে॥
* * *
ধন জন সব গেল প্রাণ মাত্র সার॥
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

কি মতে রাখিব প্রাণ ভাবেন রাজন।
ঘোটকে চড়িয়া যায় গহন কানন ॥
রাজা হৈয়া পলাইতে উপযুক্ত নয়।
মৃগয়ার ছলে বনে গেলা মহাশয় ॥
একাএকি অশ্ব চড়ি চলি গেলা বন।
প্রবেশ করিলা রাজা গহন কানন ॥
[দুঃখিত হইয়া রাজা ফিরে বনে বন।
স্ত্রীপুত্র কারণে প্রাণ কাঁদে অনুক্ষণ ॥
অমাত্য সকলে দিছে রাজাকে খেদাইয়া।
তা সবার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া ॥
তা সবার লাগি সদা অস্থির রাজন।
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হৈল দরশন ॥
বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করে সুরথ রাজন।
আদি হৈতে কহে বৈশ্য আত্মবিবরণ ॥] *

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহা দুঃখে বনে বনে ফিরে নৃপবর।
স্ত্রী পুত্র কারণে সদা দগধে অন্তর ॥
অমাত্য সকলে রাজাক দিছে খেদাইয়া।
অনুক্ষণ কাঁদে প্রাণ অমাত্য লাগিয়া ॥
তা সভার লাগি সদা অস্থির রাজন।
কাঁদিয়া আকুল সব অমাত্য কারণ ॥

তাহা শুনি অসম্ভব হৈল নৃপবর।
আপনার দুঃখ কহে বৈশ্যের গোচর॥
যেমত দুঃখের দুঃখী সুরথ রাজন।
সেইমত দুঃখ কহে বৈশ্যের নন্দন॥
[যার যার দুঃখ যত কহে দুই জনে।
দোহার মিলন হৈল সেই ঘোর বনে॥
রাজা বলে শুন বৈশ্য বচন আমার।
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়ে সদাকাল॥

মহাদুঃখে মহারাজা ফিরে মহাবন।
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হৈল দরশন॥
বৈশ্যকে দেখিয়া রাজা করিলা জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথাতে যাও কহ সত্য ভাষা॥
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈয়া ফির বনে বন।
কহিতে লাগিলা বৈশ্য নিজ বিবরণ॥
বৈশ্য বলে মহারাজ করি নিবেদন।
বিধাতা করিল মোরে যত বিড়ম্বন॥
জনম অবধি যত উপার্জ্জন করিনু।
তাহা দিয়া দারাসুত আমাত্য তুষিনু॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু খণ্ডন না যায়।
আমাত্য বিপক্ষ হইয়া মারিবারে চায়।
তাহা দেখি প্রাণভয়ে হইনু হুতাশী।
পলাইয়া বোনে ফিরি হইয়া বনবাসী॥

বৈশ্য বোলে মহারাজ করি নিবেদন।
আমার কান্দিছে প্রাণ স্ত্রীপুত্র কারণ ॥] *
ভাই বন্ধু সবে মোরে দিছে খেদাইয়া।
তা সবার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া ॥
[কি করিব কোথা যাব স্থির নহে পাই।
দুই জনে উঠে গেলা মেধসের ঠাই ॥]†
ফলে ফুলে শোভিয়াছে মুনির কানন।
পৃথিবীর যত সুখ আছে সেহি বন ॥
(তপোবন-শোভা তবে দেখেন রাজন।
ফলে ফুলে নম্রমান যত তরুগণ ॥
নানা জাতি পক্ষী তথা কলবর করে।
কোকিল কুহরে সদা ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে :—
যার যার দুঃখ তবে দুজনে কহিল।
সম দুঃখের দুঃখী দোহে মিলন হইল ॥
রাজা বলে শুন বৈশ্য আমার বচন।
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়এ এখন ॥
বৈশ্য বোলে মহারাজা কর অবধান।
আমার কাঁদিছে প্রাণ সবার কারণ ॥
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে পায়।
দুই জন চলিয়া গেলা মেধস যথায় ॥

তপোবনমধ্যে আছে দিব্য সরোবর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষী জলচর ॥
টলটল করে জল সুশীতল অতি।
মল্লিকা মালতী আদি পুষ্প নানা জাতি ॥
পৃথিবীতে যত সুখ আছে সেই বনে।
তা দেখি বিস্মিত হইলা দুজনে॥)*
ধ্যানযোগে মহামুনি আছেন তথায়।
নৃপতি যাইয়া প্রণমিল সেহি পায় ॥
মুনি বলে কহ তুমি১ সুরথ রাজন।
একেলা হইয়া কেন আসিয়াছ বন ॥২
রাজা বলে মুনিবর কি কহিব আমি।৩
পরদলে নিল রাজ্য শুন মহামুনি ॥
(অশন বসন দিয়া যত বন্ধুগণ।
জনম অবধি যত করিনু পালন ॥
তাহারা বিপক্ষ হৈয়া প্রাণ লইতে চায়।
ভাবিয়া না দেখি কিছু জীবন উপায় ॥)†

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। শুনি কহ ... ... পাঠান্তর।
২। একা এহি বনে বনে ভ্রম কি কারণ— "
৩। মুনি প্রণমিয়া রাজা কহিয়াছে বাণী— "
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

[মৃগয়ার ছলে আমি পলায়া আসি বনে ।
রাজ্য ছাড়ি পলাইলাম ভয় পাইয়া মনে ।]*
অমাত্য সকলে মোরে দিছে খেদাইয়া ।
[তা সবার লাগি প্রাণ উঠয়ে কান্দিয়া ॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথি আছে কোন স্থানে ।
ঐরাবত হস্তী ঘাস দিবে কোন্ জনে ॥
কোথাতে রহিলা মোর উচ্চৈঃশ্রবা হয় ।
স্বপুত্র সহিত তারা কেমনে আছয় ॥
আমার অনুগত ছিল যত সহচরী ।
কি মতে আছয়ে তারা আমা পরিহরি ॥
এহি মতে প্রাণ মোর পোড়ে অনুক্ষণ ।]†

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মৃগয়ার ছলে আমি আসিয়াছি বনে ।
রাজ্য ছাড়্যা পলাইলাম ভয় পাইয়া মনে ॥
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তা সবার কারণে মন উঠিছে কাঁদিয়া ।
হস্তী ঘোড়া আদি করি যত রথরথী ।
কোথা বা আছএ মোর সৈন্য সেনাপতি ॥
কোথা বা রহিল মোর রতন-ভাণ্ডার ।
জ্ঞাতি পুত্র বান্ধব করি যত পরিবার ॥
আমার অনুগত ছিল যত সহচরী ।
কোথা বা কি মতে আছে আমা পরিহরি ॥
এহি বলি প্রাণ মোর কাঁদে সর্ব্বক্ষণ ।

সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হৈল দরশন ॥
যেহি দুঃখে বনে বনে ফিরি একেশ্বর ।১
সে সব দুঃখের দুঃখী এহি বৈশ্বানর ॥২
(রাজা বোলে নিবেদন শুন মহাঋষি ।
যাহার কারণে আমি হইনু বনবাসী ॥) *
তা সবার লাগি প্রাণ কান্দে কি কারণ ।
বুঝিতে না পারি মুনি ইহার কারণ ॥
যদি কৃপা করত মোরে মুনি জগেশ্বর ।
ইহার বৃত্তান্ত কহ আমার গোচর ॥
[মুনি বলে মহারাজ কর অবধান ।
ইহার বৃত্তান্ত কহি হও সাবধান ॥]†
মহামায়া অনুভূত৪ জগত সংসার ।
সেহি অনুক্রমে৫ মন কাঁদে সবাকার ॥

১। যেন মত দুঃখে মোর পোড়এ অন্তর—পাঠান্তর ।
২। বৈশ্যবর ... ... „
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।
৩। কৃপাদৃষ্টি হইয়া—পাঠান্তর ।
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মুনি বলে কহি কথা শুন নৃপবর ।
সেহি কথা কহি রাজা তোমার গোচর॥
৪। আবির্ভূত ... ... পাঠান্তর ।
৫। অনুসারে ... ... „

(জগত সংসার দেখ দেবীর মায়ায়।
মায়াতে মোহিত জীব নানা পথে ধায়॥
ভাই বন্ধু দারাসুত আমার বলিয়া।
মায়াতে মোহিত জীব আছে বন্দী হইয়া॥
মদে মত্ত জীব সব করে অহঙ্কার।
অনিত্য মানিয়া নিত্য ভ্রময়ে সংসার॥)*
শয়নে নিদ্রাতে যেমন দেখায় স্বপন।
জাগিলে সকল মিথ্যা শুনহ রাজন॥
(কেবা কার মাতা পিতা কেবা জ্ঞাতি হয়।
পথিক জনার সঙ্গে যেন পরিচয়॥
তেমত জানই রাজা যত পরিবার।
ভাবিয়া দেখয় রাজা কেবা হয় কার॥)†
(অনিত্য সংসার সব নিত্য কেহ নয়।
ই সব দেবীর মায়া কহিলাম তোমায়॥)‡
কোন জীব দিবা অন্ধ কেহ ত রজনী।
দিবারাত্রি তুল্যদৃষ্টি কোন প্রাণী॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

অনিত্য সংসার রবে নিত্য কিছু নয়।
সকলি দেবীর মায়া শুন মহাশয়॥

(দিবা জলপান করে রাত্রিতে ভুজন।
কোন প্রাণী চতুষ্পদে করিছে গমন ॥
শূন্যপথে উড়িয়া বেড়ায় কোন জন।
কেহ নীচ কেহ উচ্চ কেহ মহামানী ॥
মুনি বোলে মহারাজ শুন সমাচার।
দেবীর মায়াতে মোহ জগত সংসার ॥
এহি মতে আবির্ভূত দেবি ভগবতী।
দেবীর মায়াতে মোহ প্রাণী যত ইতি ॥
মায়াতে মোহিত প্রাণী ভাসিয়া বেড়ায়।
আপ্ত পর নাহি বুঝে দেবীর মায়ায় ॥
মুনি বোলে কহিলাম মায়ার প্রচার।
ইহাতে কিঞ্চিত সন্দ না ভাবিও আর ॥
রাজা বোলে কহ মুনি করিয়া বিস্তার।
দেবী কেন আবির্ভূত জগত সংসার ॥
কিরূপে হইল জলে পৃথিবী প্রচার।)*

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দিবাতে ভোজন করে কেহ রাত্রিতে ভোজন।
জলের মধ্যেতে বাস করে কোন জন ॥
অরণ্যেতে বাস করে কেহ বা মন্দিরে।
কোন জীব নরপতি কেহ ভিক্ষা করে ॥
কোন জীব চতুষ্পদে করয়ে গমন।
শূন্যপথে উড়িয়া ভ্রময়ে কোন জন ॥

বিশেষিয়া কহ মোরে শুনি মহাশয়।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি ঘুচিবে সংশয় ॥১

কেহ নীচ কেহ উচ্চ কেহ মহামানী।
আপনাকে স্থুর হেন মানে কোন প্রাণী॥
এহি মত সৃষ্টি মহামায়ার মায়ায়ে।
মায়াতে মুহিতো জীব ভ্রমিয়া বেড়ায়ে॥
কতেক জন্ময়ে জীব কত মরি যায়ে।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ে দেবীর মায়ায়ে॥
মহামায়া আবির্ভূত যত জীবগণ।
মায়াতে মুহিত হইয়া না চিনে আপন॥
ত্রিগুণজননী দেবী সৃষ্টিস্থিতি লয়ে।
ইচ্ছাএ সাকার হইয়া দেহার করএ॥
মুনি বোলে মহারাজা শুন সমাচার।
দেবীর মায়ায়ে মোহ জগত সংসার॥
কহিনু তোমারে দেবীর মায়ার প্রচার।
ইহাতে কিঞ্চিৎ সন্দ না ভাবিও আর॥
সুরথে বোলয়ে মুনি করি নিবেদন।
অসম্ভব শুনি বড় তোমার বচন॥
বিস্তারিয়া মহামুনি কহ সমাচার।
মহামায়া আবির্ভূত জগত সংসার॥
জলময়ে ছিল পূর্ব্বে সকল সংসার।
কিমতে হইল জলে পৃথিবী প্রচার॥

১। সবিশেষ বিস্তারিয়া কহ মহাশয়—পাঠান্তর।

[মেধস কহেন রাজা কর অবধান।
কহিব সে সব কথা তোমা বিদ্যমান ॥
কহিছে মার্কণ্ড মুনি দেবীর১ আখ্যান ।২
বিস্তারিয়া কহি শুন ইহার বিবরণ৩ ॥]*
জলময় ছিল পূর্ব্বে সকল সংসার।
পৃথিবী আকাশ সিন্ধু না ছিল প্রচার ॥৪
জলপরে৫ ভাসে হরি অনন্ত-শয়নে।
প্রকৃতি পুরুষ বিনে নাহি অন্য জনে ॥
[প্রকৃতির ইচ্ছা হৈল সৃষ্টি করিবার।
সত্ত্ব রজঃ তম গুণ শক্তি করিলা প্রচার ॥]†

১। বিচিত্র ... ... পাঠান্তর
২। বাখান ... ... "
৩। মার্কণ্ড পুরাণ ... ... "

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মেধসে কহেন রাজা করহ শ্রবণ।
যে মতে হইল জলে সৃষ্টির পত্তন ॥
নিরাকার মূর্ত্তি এহি হইল বিস্তার।
বিস্তারিয়া কহি শুন যেমত সাকার ॥
[তৃতীয় পুথির পাঠান্তর—
যেমতে হইল জলে পৃথিবী সৃজন।]

৪। স্বর্গ-মর্ত্ত পাতালের না ছিল প্রচার··· পাঠান্তর
৫। বটপত্রে ... ... "

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সৃষ্টি করিবারে দেবী মনেতে ইচ্ছিলা।
সত্ত্ব রজ তম গুণ প্রচার করিলা।

সত্ত্বগুণে নারায়ণ করিতে পালন।
রজোগুণে ব্রহ্মা হৈলা সৃষ্টির কারণ ॥
তমোগুণে শিবরূপে করিতে সংহার।
এহি তিন গুণ শক্তি[১] করিলা প্রচার ॥
[বটদলপুটশায়ী ভাসে নারায়ণ।
ভগবতী ঝাপিয়াছে বিষ্ণুর নয়ান ॥]*
বিরাট স্বরূপে নিদ্রা যায় লক্ষ্মীপতি।
নাভিপদ্মে বসি স্তব[২] করে প্রজাপতি ॥
আত্মরূপে[৩] তপ করে পঞ্চানন।
এহি মত ভাসে হরি অনন্তশয়ান ॥
বিষ্ণুকর্ণে মলযোগ[৪] হৈল যখন।
তাহাতে হৈল দুই দৈত্যের জনম ॥
মধু কৈটভ নামে হৈল বড় দুরাচার।
গদা হাতে নিয়া আইসে ব্রহ্মা মারিবার ॥

১। দেবী ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কারণ্য জলেতে শয্যা প্রভু নারায়ণ।
মহামায়া আচ্ছাদিত বিষ্ণুর নয়ন ॥

২। থাকি স্তুতি ... ... পাঠান্তর।

৩। স্বরূপে ... ... „

৪। মলত্যাগ ... ... „

[মধু কৈটভ নামে দৈত্য অতি দুষ্টমতি।
আরক্তনয়ানে চলে খাইতে প্রজাপতি ॥]*
[নাভিপদ্মে বসিয়া ছিলেন প্রজাপতি।
ভয় পায়া করে ব্রহ্মা দেবারে বহু স্তুতি ॥]†
[তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার।
তুমি মেধা তুমি মাত্রা তুমি সে আকার ॥
নিরাকার ধর্ম্ম তুমি সাকার মূরতি।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ তোমাতে উৎপত্তি ॥
আদ্যাশক্তি হও তুমি জগতকারিণী।
চক্রিণী কালরাত্রি তুমি তুমি ত্রিনয়নী ॥
কালরাত্রি মহারাত্রি আদ্যা সনাতনী।
শিবের শিবানী তুমি অনন্তরূপিণী ॥
যোগনিদ্রারূপে তুমি মায়া-প্রকাশিনী।
তোমার মায়াতে মোহে জগতের প্রাণী ॥
আদ্যারূপা বট তুমি জগত-জননী।
তোমার মহিমা অন্ত বেদে নাহি জানি ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভয়ে পাইয়া ব্রহ্মা লইলা দেবীর শরণ।
নাভিপদ্মে বসি ব্রহ্মা করয়ে স্তবন ॥

[৩য় পুথির পাঠান্তর—
নাভিপদ্মে বসি করে দেবীকে স্তবন ॥]

প্রকৃতিস্বরূপা তুমি জগত-আধার।
জগতের শক্তিরূপা মূল সবাকার ॥]*
নিবেদন করি মাতা চরণে তোমার।
দৈত্য-হাতে ভগবতি করহ নিস্তার ॥
এহি মতে স্তব যদি করে পদ্মযোনি।
নারায়ণ-চক্ষু ছাড়ি দিলেন ভবানী ॥
[চৈতন্য পাইয়া তবে উঠিলা নারায়ণ।
দেখিলেন দুই দৈত্য মহাপরাক্রম ॥
মহাসুর যুদ্ধ করে নাহিক বিশ্রাম।
জয় পরাজয় নাহি দোহে সমগুণ ॥
দেব-মানে সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসর।
ডাকিয়া বলেন দৈত্য শুন গদাধর ॥

* বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি নারায়ণী।
তুমি ছায়া তুমি মায়া আদ্যা সনাতনী ॥
তুমি মায়া তুমি মেধা তুমি ভগবতী।
তুমি গো সাবিত্রীমাতা তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥১
নিরাকার নিরাঞ্জন আপনে সাকার।
সত রজ তম গুণে তুমি অবতার ॥

১ এই স্থানে ৩য় পুথির পাঠান্তর—
তুমি লক্ষ্মী ভগবতী তুমি গো সাবিত্রী।

*　　　*　　　*

যুদ্ধেতে হইলাম তুষ্ট মাগি লহ বর ॥
তোমার যুদ্ধেতে তুষ্ট হইল মোর মন।
যেহি চাহ সেহি দিব শুন নারায়ণ ॥

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী।
কালরাত্রি মহারাত্রি আত্মাস্বরূপিণী ॥
জগতজননী তুমি অনন্ত মূরতি।
তোমার মায়ায় মোহ চরাচর ইতি ॥
তুমি কর্ত্রী জগতধাত্রী নিত্যানন্দময়ে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব ভূরূভঙ্গে হয়ে ॥
তোমাতে উৎপত্তি জীব তোমাতে বিনাশী।
ব্রহ্মাণ্ডজননী তুমি অথচ ষোড়শী ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড দেবি তুমি আত্মরূপা।
জগতের শক্তি তুমি প্রকৃতিস্বরূপা ॥
ত্রিগুণ প্রকাশ মাতা করিলা যখন।
আমাকে সৃষ্টিলা মাতা সৃষ্টির কারণ ॥
পালন কারণে বিষ্ণু সংহার যে হর।[১]
সকলের মূল তুমি সর্ব্ব দেবপর ॥
নিদ্রারূপা হইলা তুমি বিষ্ণুর নয়ানে।
কিমতে বাঁচিবে সৃষ্টি তব কৃপা বিনে ॥

১। ৩য় পুথিতে পাঠান্তর—
পালন করয়ে বিষ্ণু সংহরয়ে হর।

বুঝিয়া দেবীর মায়া দেব গদাধর।
দৈত্যের সাক্ষাতে হরি মাগিলেন বর॥
হরি বোলে শুন দৈত্য বচন আমার।
মোর বন্ধ১ হও তোমরা দুই সহোদর॥*

১। বন্ধ—বধ্য।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

চৈতন্য পাইয়া উঠে প্রভু গদাধর।
সাক্ষাতে দেখিলা পরাক্রম দৈত্যবর॥
দুই দৈত্য দেখি হরি হইলা কুপিত।
সুধা১ হস্তে মল্লযুদ্ধ হইল উপস্থিত॥
হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি অতি ভয়ঙ্কর।
দেবমানে যুদ্ধ হইল পঞ্চসহস্র বৎসর॥
প্রচণ্ড অসুর দুই অতি দুরাশয়।
তুল্যাতুল্য মহাযুদ্ধ নাহি পরাজয়॥
কাতর না হয় দৈত্য রণে কদাচিত।
মহামায়া কৈলা তবে মায়াতে মোহিত॥
দৈত্যের কর্ণেতে দেবী করিলা পয়ান।
মায়াতে মোহিত দৈত্য হরিলেক জ্ঞান॥
হাসিয়া বোলেন দুহে শুন গদাধর।
তোমার যুদ্ধে ত তুষ্ট হইল অসুর॥

১। সুধাহস্তে—রিক্তহস্তে।

এতেক শুনিয়া দৈত্য ভাবে মনে মন।
প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্ব্বে না যায় খণ্ডন॥
[বিষণ্নবদনে দৈত্য চাহে চারিভিতে।
সকল সংসার দেখে জলে প্রচারিতে॥]*
[হাসিয়া বলেন দৈত্য শুন নারায়ণ।
যথা জল নাহি থাকে তথা বধ দুই জন॥
এতেক শুনিয়া হরি ভাবে মনে মন।
উরুপর রাখে শির কাটে দুই জন॥]†
চক্রের প্রহারে শির করিলা ছেদন।
মধু-কৈটভ বধ করিলা নারায়ণ॥

বর লহ নারায়ণ শুন চক্রপাণি।
যেহি চাহ সেহি দিব এহি সত্যবাণী॥
দৈত্যের বচন শুনি দেব দামোদর।
বুঝিয়া দেবীর মায়া মাগিলেন বর॥
তুষ্ট হইয়া বর যদি দিবা হে আমারে।
মোর হাতে বধ হও দুই সহোদরে॥
বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হাসিয়া বোলেন তবে ভাই দুই জন।
জল যথা নাহি তথা বধহ জীবন॥
দৈত্যের বচনে বিষ্ণু হাসে বারেবার।
উরুপরে রাখি শির কাটে দোঁহাকার॥

[তাহার মেদেতে হৈল পৃথিবী সৃজন।

*　　*　　*

মেদেতে করিলা হরি পৃথিবী প্রচার।
ব্রহ্মা যে করিলা সৃষ্টি মেদেতে তাহার ॥
রক্ত-মাংসে হইল সৃষ্টি মেদিনী আখ্যান।
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান ॥
দেবতা অসুর নর হইল প্রচার।
যখন যে ইচ্ছা দেবী করেন বিহার ॥
তোমাকে কহিলাম এহি মায়ার প্রচার।
যুগে যুগে ভগবতী করেন অবতার ॥ *

ইতি শ্রীমার্কণ্ডপুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধু-কৈটভ-দৈত্যবধ সম্পূর্ণ।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তাহার মেদেতে হইল পৃথিবী সৃজন।
মেদেতে মেদিনী নাম হইল অনুক্ষণ ॥১
দেবীর মাহিত্য এহি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
কহিনু তোমারে রাম মার্কণ্ড পুরাণ।
মধুকৈটভের বধ হইল সমাধান ॥
ভবানীপ্রসাদে বোলে এহি আশা করি।
অন্তকালে গঙ্গাজলে দুর্গা বোলে মরি ॥

১। তখন　…　…　পাঠান্তর

আর এক কল্পের কথা শুনহ রাজন।
অবতার হৈলা দেব-রক্ষার কারণ ॥
অগস্ত্য কহেন কথা শুন নারায়ণ।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ ॥
মেধসে কহেন কথা শুন নরেশ্বর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণিক মন্বন্তর ॥
ভবানীপ্রসাদ বলে করি পুটাঞ্জলি।
অন্তকালে পদছায়া দিবা মোরে কালী ॥
[মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য কহি তোমা বিগুমান ॥
অগস্ত্য বলেন শুন রঘুর নন্দন।
আর এক কথা কহি তাহে দেও মন ॥
সুলোচন ঋষিপুত্র বর অনুপম।
শিবের জন্মন হৈল ইচ্ছাসুর নাম ॥
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরভুবন।
ভয় পায়া দেশান্তরী হৈলা দেবগণ ॥ *

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে—
মেধসে কহেন কথা শুনহ বিস্তার।
যুগে যুগে ভগবতী করে অবতার ॥
আর এক কল্পের কথা শুনহ রাজন।
অবতার হইলা সৃষ্টি রক্ষার কারণ ॥

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে করিলা অধিকার।
নরাকৃত দেব সব ফিরেন সংসার॥
[ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আর যত দেবগণ॥
একত্রে হৈলা তবে যত দেবগণ॥
সকলে চলিয়া গেলা ব্রহ্মার গোচর।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে কহে করি যোড় কর॥]*

সুলোচন ঋষিপুত্র অতি অনুপম।
হর-বরে হৈল তার মৈষাসুর নাম॥
হইল অমরাপতি ইন্দ্র খেদাইয়া।
দেবের দেবত্ব যত লইল কাড়িয়া॥
মহা পরাক্রম বীর মহিষ অসুর।
দেবতা পলাইল ভএ ছাড়ি স্বর্গপুর॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে—
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন।
যম আদি করিয়া যতেক দেবগণ॥
দেশ দেশান্তরে কেহ পলাইয়া যায়।
কি করিব কি কহিব[১] না দেখি উপায়॥
তবে সব দেবগণ একত্র হইয়া।
মন্ত্রণা করিল সব নিভৃতে বসিয়া॥

১। কোথা যাব ... ... পাঠান্তর

ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমর নগর।
ভয়যুক্ত আসিলাম তোমার গোচর ॥
চন্দ্র সূর্য্য সকলের বিষয় নিল কাড়ি।
নরাকৃত হৈয়া মোরা পৃথিবীতে ফিরি ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা বোলে দেবগণে।
চলহ সকলে যাই বিষ্ণু-দরশনে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন।
ব্রহ্মার সহিত গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
লক্ষ্মীর সহিত বসিয়াছে নারায়ণ।
হেন কালে তথাতে গেলেন দেবগণ ॥
ব্রহ্মাকে দেখিয়া হরি জিজ্ঞাসে সমাচার।
কি কারণে আসিলা সবে আমার গোচর ॥
ব্রহ্মা বোলে শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
যে কারণে আসিয়াছি আমরা দেবগণ ॥
[মহিষাসুর নামে হৈল আপনে শঙ্কর।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা নগর ॥
সেহি সে কারণে আসি তোমার গোচর।
দেবকে করহ রক্ষা দেব গদাধর ॥
তবে রক্ষা পাইবেক যত দেবগণ।
বিষ্ণু বোলেন ব্রহ্মা তুমি কর অবধান ॥

সকলে চলিয়া গেলা ব্রহ্মার সদনে।
করযোড় করি ইন্দ্র করে নিবেদনে ॥

শিবরূপে জন্মিয়াছে মৈষাসুর নাম।
পুরুষের বধ্য নহে শুন দেবগণ॥]*
[চলহ সকলে তোমরা শিবের দুয়ার।
বিনা শক্তি নহিলে না হবে উদ্ধার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেলা শিবের ভুবন॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে—
মহিষ অসুর নামে অতি দুরাশয়।
বাহুবলে কাড়ি নিল দেবের বিষয়॥
অমরার পতি হইয়া হইল দণ্ডধারী।
নরাকৃতি হৈয়া সবে পৃথিবীতে ফিরি॥
ব্রহ্মা বলে বচন শুনহ দেবগণ।
চলহ সকলে যাই বিষ্ণুর সদন॥
তবে ইন্দ্র বরুণ পবন নিশাকর।
যম হুতাশন আদি কুবের ভাস্কর।
ব্রহ্মার সহিত সব করিলা গমন।
উপস্থিত হইলা যাইয়া বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
লক্ষ্মীর সহিতে আছে দেব চক্রপাণি।
হেনকালে দেব লইয়া গেল পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মাকে দেখিয়া হরি জিজ্ঞাসিল কথা।
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা কেনে আইলে হেথা॥১

দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা কি কারণে হেথা ... পাঠান্তর।

বসিয়া আছেন প্রভু দেব পঞ্চানন।
হেন কালে তথাতে গেলেন নারায়ণ ॥]*

প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা কবে নিবেদন।
যে কারণে আসিয়াছি শুন নারায়ণ॥
মহিষ অসুর নামে আপনি শঙ্কর।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা নগর॥
দেবের দেবত্ব সব লইল কাড়িয়া।
পৃথিবীতে ফিরে দেব নরাক্রান্ত হইয়া॥
তোমার চরণে প্রভু নিবেদন করি।
রক্ষা কর দেব সব অসুর সংহারি॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে চক্রপাণি।
পুরুষের বধ্য নয় শুন পদ্মযোনি॥
হেন বর দিলা তারে আপনি শঙ্কর।
চলহ সকলে যাই শিবের গোচর॥
বন্ধনীর অংশ তৃতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হেন বর দিলা তাকে আপনি শঙ্কর।
চলহ সকলে যাই শিবের গোচর॥
বিনা শিব রক্ষা জীব না দেখি উপায়।
শক্তি আরাধন এবে করিতে জুয়ায়॥
এত বুলি লক্ষ্মীপতি করিলা গমন।
দেবগণ লয়া গেলা যথা পঞ্চানন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে দেব মহেশ্বর।
দেবগণ লয়া তথা গেলা গদাধর॥

বিষ্ণু দেখি সদাশিব সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দিলা পাদ্য অর্ঘ দিয়া ॥
শঙ্কর কহেন শুন ব্রহ্মা নারায়ণ।
কি কারণে আসিয়াছ সঙ্গে দেবগণ ॥
[বিষ্ণু বোলেন শুন দেব মহেশ্বর।
মৈষাসুর বধ করি দেব রক্ষা কর ॥
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা ভুবন।
নির্ব্বান্ধব হইয়া ফিরে যত দেবগণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য সকলের বিষয় নিল কাড়ি।
যজ্ঞভাগ দেবগণের নিয়া গেল হরি ॥
অসুর হইয়া নিল দেবের সিংহাসন।
মহিষরূপে জন্মিলা আপনি পঞ্চানন ॥
পুরুষের বধ্য নহে বরের কারণ।
বিষ্ণুর মুখেতে শুনি এতেক বচন ॥
ভ্রূকুটি কুটিয়া তবে দেব মহেশ্বর।
শিবের কোপেতে কোপে দেব গদাধর ॥]*

* বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,-
কহিছেন লক্ষ্মীপতি শুন ত্রিপুরারি।
মহিষ অসুর হৈল দেব অধিকারী ॥
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা ভুবন।
অসুর হইয়া নিল ইন্দ্র-সিংহাসন ॥

তদনন্তরে ব্রহ্মাতেজ হইল স্খলন।
ইন্দ্র আদি দেবে তেজ ছাড়িলা তখন॥
[দশদিক্ আলো হইল তেজের জ্বালায়।
অগ্নিতুল্য তেজ পূর্ণ সহন না যায়॥]*
[সকল দেবের তেজ নাহিক তুলনা।
একত্র হইয়া তেজে জন্মিলা অঙ্গনা॥

চন্দ্র সূর্য্য সকলের বিষয় হরিল।
দেবতার যজ্ঞভাগ সকল লইল॥
নরাকৃতি দেবগণ পৃথিবী ভ্রমণ।
ইহার নিস্তার কর দেব ত্রিলোচন॥
মহিষ অসুর দুষ্ট অতি খরতর।
পুরুষের বধ্য নহে পাইয়াছে বর॥
বিষ্ণুর বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
মহা ক্রোধ উপজিল যেন হুতাশন॥
ভৃকুটিকুটিল মুখ অতি ভয়ঙ্কর।
তাহা দেখি মহা ক্রোধ কৈল গদাধর॥
প্রজাপতি কুপিলেক ইন্দ্র চন্দ্র যম।
পবন বরুণ আর ভাস্কর তপন॥
কোপবশে শম্ভুনাথ তেজ হইল পাত।
তা দেখিয়া এড়ে তেজ দেব জগন্নাথ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

দশদিক্ আলো কৈলা তেজের আলয়।
ব্যক্তরূপে দেখাল্যা রূপ কহন না যায়॥
শিবের তেজেতে হৈলা বদন সুন্দর।
ব্রহ্মাতেজে কেশপাশ দেখিতে সুন্দর॥
বরুণের তেজে অঙ্গ অরুণ প্রকাশ।
নিতম্ব ধরণীতেজে দেখিতে উল্লাস॥
ব্রহ্মাতেজে উপনীত সুন্দর চরণ।
সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলী হইল গঠন॥
কুবেরের তেজে হইল নাসিকা সুন্দর।
প্রজাপতিতেজে হৈল দন্ত মনোহর॥
পবনের তেজে হইল নয়ন প্রকাশ।
সন্ধ্যার তেজে হৈল ভুরু দেখিতে উল্লাস॥
* * তেজে দেখি লাগিল ত্রাস।
অন্য দেবের তেজে রাহু যন্ত্রেতে গ্রাস॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী রূপধারী।
ভয়ঙ্কর বেশে জন্মিলা মহেশ্বরী॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সকল দেবের তেজ কি দিব তুলনা।
তেজপূর্ণ হৈতে এক জন্মিল অঙ্গনা॥
শিবতেজে বদনকমল প্রকাশিত।
বিষ্ণুতেজে বাহুলতা আজানুলম্বিত॥

দেখি আনন্দিত হৈলা ব্রহ্মা নারায়ণ ।
যার যেহি অস্ত্র আনি করিল সমর্পণ ॥

চন্দ্রতেজে উপজিল পীন পয়োধর ।
সুগন্ধি চাচর কেশ অতি মনোহর ॥
বসুতেজে করাঙ্গুল চম্পকের কলি ।
নৈঋত্য তেজেতে হৈল সুন্দর কাঁকালি
বরুণের তেজে হৈল উরু রামরম্ভা ।
হইল ধরণীতেজে সুন্দর নিতম্বা ॥
ব্রহ্মাতেজে চরণকমল প্রকাশিত ।
সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি হইল গঠিত ॥
তিলফুল জিনি নাসা কুবেরের তেজে ।
প্রজাপতিতেজে মনোহর দন্ত সাজে ॥
পবনের তেজে হৈল কমলনয়ান ।
সন্ধ্যা-তেজে ভূরুযুগ কামের কামান ॥
শ্রুতিযুগ প্রকাশিত তেজেতে বর্ণির(?) ।
অন্য অন্য দেবতেজে সুন্দর শরীর ॥
অষ্টবসু-তেজে হৈল অষ্ট ভুজলতা ।
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীরূপ মাতা ॥
বিরাট শরীরে মাতা হৈলে অবতরি ।
ভয়ঙ্কর রূপে মাতা হইলা মহেশ্বরী[১] ॥

১ । এই স্থানে ৩য় পুথিতে পাঠান্তর—
বিরাটস্বরূপে দেখা দিলা মহেশ্বরী ।
ভয়ঙ্কর রূপে মাতা হইল অবতরি ॥

[ত্রিশূল অস্ত্র ততক্ষণ শিব আনি দিয়া।
ভগবতীর করে আনি দিলা সমর্পিয়া॥
বিষ্ণুচক্র আনি দিলা নারায়ণ।
ভগবতীর তরে আনি দিলেন তখন॥
বরুণের রূপ বাণ দিলেন আনিয়া।
হুতাশন নিজ অস্ত্র দিলা নিকাশিয়া॥
চাপ হইতে চাপ অস্ত্র দিল ততক্ষণ।
ভবানীর করে আনি দিলেন পবন॥
বজ্র হইতে বজ্র অস্ত্র দিলা পুরন্দর।
দেবরাজে আনি দিলা ভবানীর কর॥
ঐরাবত দিলা ঘণ্টা দণ্ড দিলা যমে।
প্রজাপতি অক্ষমালা দিলেন আপনে॥]*

---

* বন্ধীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ত্রিশূল হইতে শিব শূল নিকালিয়া।
ভবানীর করে আনি দিল সমর্পিয়া॥
চক্র হৈতে চক্র নিকালিল জগন্নাথে।
সমর্পণ কৈল গিয়া ভবানীর হাতে॥
বরুণে দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন।
চাপ হৈতে চাপ আনি দিলেন পবন॥
বজ্র হইতে বজ্র নিকালি পুরন্দরে।
সমর্পণ কৈল গিয়া ভবানীর করে।
ঐরাবত দিল ঘণ্টা যমে দিল দণ্ড॥
প্রজাপতি দিল বাণ অধিক প্রচণ্ড॥

কমণ্ডলু হৈতে কমণ্ডলু[১] নিকাশিয়া।
ভগবতী-করে[২] পদ্মা[৩] দিলেন আনিয়া॥
যার যেহি অস্ত্র দিলা করিয়া প্রকাশ।
অনন্ত বাসুকি আনি দিলা নাগপাশ॥
[কিবা সেহি বেশ সেহি বর্ণন না যায়।
তুলনা দিলেও কেহ বুঝিতে না পায়॥
অতসীকুসুম জিনি শ্রীমুখ সুন্দর॥
বদন সুন্দর শশী দেখিতে মনোহর॥]*
[দশন দাড়িম্ব জিনি সুন্দর অধর।
ভূরুর ভঙ্গিমা যেন চাপ সহোদর॥
বদনকমল যেন জিনি শতদল।
নবঘন জিনি কেশ দেখিতে সুন্দর॥
রঞ্জন মালতীদামে গুঞ্জরে ভ্রমর।
গৃধিনী জিনিয়া হয় শ্রবণ সুন্দর॥

১। কমণ্ডুল ... ... পাঠান্তর।
২। অভয়ার হাতে ... ... "
৩। ব্রহ্মা ... ... "

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কিবা সে মোহন রূপ বর্ণন না যায়।
তুলনা দিবার কিন্তু না দেখি উপায়॥
অতসীকুসুম জিনি অঙ্গের বরণ।
অখণ্ড শারদশশী জিনিয়া বদন॥

চন্দ্র সূর্য্য ত্রিনয়ন জলে বৈশ্বানর।
গণ্ডযুগ সুধাভাণ্ড মুকুতার হার ॥
ইন্দ্রনীল মণি আদি কি কহিব তার।
করিকুম্ভ জিনি কুচ দেখিতে সুন্দর ॥

* * *

বিচিত্র কাচলী শোভে বক্ষের উপর ॥
দশভুজ সুললিত নিন্দিত মৃণাল।
কপালে অলকাবলি শোভিয়াছে ভাল
কোকনদদর্পহারী বেষ্টিত জনক।
করতল পদ্মদল অঙ্গুলী চম্পক ॥
অঙ্গদ বলয় দশ করে বিরাজিত।
রতন বসন হাতে হৈয়াছে শোভিত ॥
সিংহ যিনি মধ্যদেশ অতি মনোহর।
রামরম্ভা জিনি হুই(?) যুগল সুন্দর ॥
নিতম্ব মেদিনী জিনি ধনু জিনি ভূরু।
কদলীর বৃক্ষ জিনি সুরম্য উরু ॥]*

বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কপালে সিন্দূরবিন্দু অরুণ উদিত।
বদনকমল তাহে হৈল প্রকাশিত ॥
মৃগমদচর্চ্চিত চন্দন বিন্দু বিন্দু।
হেরিয়া মলিন তাহে কুমুদিনীবন্ধু ॥

[ননী জিনি সুকোমল দুইখানি চরণ ।
কনক-নূপুর তাহে বাজে রুণু ঝুণু ॥]*

জটাজূট মকুট কপালে বিলোলিত।
নঞানে খঞ্জন জিনি পঙ্কজ দর্শিত ॥
ভূরুর ভঙ্গিমা যেন অনঙ্গের ধনু।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে প্রভাতের ভানু॥
আরক্ত অধর নাসা তিলফুল জিনি।
রতন বেসর তাহে দশন দামিনী ॥
গ্রীবাতে রতনহার পীনপয়োধর।
বিচিত্র কাচুলী শোভে বক্ষের উপর ॥
সুললিত দশভুজ মৃণাল-নিন্দিত।
অঙ্গদ বলয়া তাহে কঙ্কণ রাজিত ॥
মৃগরাজ জিনি কটি উরু রামরম্ভা।
মেদিনী গঞ্জিত বটে সুন্দর নিতম্বা ॥
ক্ষীণ কটিতটে বাজে রতন-কিঙ্কিণী।
করিবরপতি জিনি মন্থরগামিনা ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরণ।
মাতিল চরণপদ্মে মধুকরগণ॥
কনকনূপুর বাজে সুমধুর ধ্বনি।
বদনচন্দ্রিমা-সুধা পিয়ে চকোরিণী ॥

| অভয়ার রূপ দেখি রতি ভুলে কামে।
চাতকিনী বোলে মেঘ নামিয়াছে ভূমে ॥]*
এহিমতে হইলেক শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নঞানে১ না ধরে তেজ বিদ্যুতের ঘটা ॥
[দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ।
স্মরণ করেছি মাতা যাহার কারণ ॥]†
মহিষাসুর নামে হৈল আপনে শঙ্কর।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরানগর ॥
[চন্দ্র সূর্য্য সকলের বিষয় নিল কাড়ি।
নরাকৃত২ হইয়া দেব হৈল দেশান্তরি ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।

১। নঞানে—নয়নে।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে এইরূপ আছে,—

দেখিয়া আনন্দ হৈলা যত দেবগণে।
অবশেষে বিশেষ স্তুতি করিলা তখনে ॥
স্তুতি শুনি ভগবতী দিলেন উত্তর।
কি কারণে স্তব কর ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥
কি লাগিয়া বিষ্ণু মোরে করিলা স্মরণ।
বিস্তারিয়া কহ শুনি তাহার কারণ ॥
এতেক শুনিয়া হরি বলিলেন তবে।
যে লাগিয়া স্মরণ করাই আমি১ সবে ॥

২। নরাকৃত—নিরাকৃত, বিতাড়িত।

১। মোরা সবে ... ... পাঠান্তর।

স্মরণ হইয়াছি আমি[১] তাহার কারণ।
তুমি বিনে উদ্ধারিতে না পারে কোন জন ॥]*
[পুরুষের বদ্ধ নহে মহিষ অসুর।
তুমি বিনে তার দর্প কে করিবে চুর ॥
কৃপা করি জগদম্বা করহ নিস্তার।
মহিষ অসুর দৈত্য করগ সংহার ॥]†
এতেক শুনিয়া দেবী দিল অট্টহাস।
অবশ্য অসুর আমি করিব বিনাশ ॥
[ভগবতী বোলে হরি অবধান কর।
যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর ॥
পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল।
কি মতে অসুর সঙ্গে করিব সমর ॥
ধরিবারে আমাদের পারহ কোন জন।
অসুর বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম ॥

১। স্মরণ করিছি মাতা ... .. পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
নরাকৃতি হৈয়া দেব ফিরে দেশে দেশে ॥
স্মরণ করিছি মাতা তাহার কারণ।
দুষ্ট সংহারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

এতেক শুনিয়া তবে বোলেন শ্রীহরি।
অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্ত্তি ধরি ॥]*
এ বোলিয়া সিংহমূর্ত্তি ধরিলা১ নারায়ণ।
[বজ্রনখ দন্ত হৈল বিকট ভূষণ ॥]†
শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার।
[মহা পরাক্রম বীর কি কহিব আর ॥
এহিমত ঐরিমূর্ত্তি করিলা প্রচার।
মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥]‡

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভগবতী বোলে তুমি শুন চক্রপাণি।
পদভরে রসাতলে যাইবে মেদিনী ॥
কি মতে অসুর সঙ্গে করিব মহারণ।
ধরিতে পারিবা কেহ হইয়া বাহন ॥
বাহন হইয়া আমাক পার ধরিবার।
রণ করি মৈষাসুর করিব সংহার ॥
শুনিয়া ভবানী-বাণী বোলেন শ্রীহরি।
ধরিব তোমাকে মাতা সিংহমূর্ত্তি ধরি ॥

১। হৈল ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বজ্র নখাঙ্গুলি হৈল বিকট দশন।

‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহাপরাক্রম সিংহ হইল প্রচার ॥
এহি মতে সিংহমূর্ত্তি হইল ভগবান্।
মৈশ্ছ পুরাণে১ আছে তাহার প্রমাণ ॥

১। পুরাণত ... ... পাঠান্তর

সিংহবাহিনী হৈলা দেবী ভগবতী ।১
হাসিয়া বোলেন দেবী দেবতার প্রতি ॥২
[ভয় না করিহ সব যত দেবগণ ।]*
অভয় দিলাম দুষ্ট করিব নিধন ॥৩
এ বলিয়া ভগবতী দিলা অট্টহাস ।৪
অন্ধকারে হৈল যেন চন্দ্রের প্রকাশ ॥
[শুনিয়া দেবতা সব ভবানীর বাণী ।
পরম আনন্দে কৈলা দুর্গা নামের ধ্বনি ॥]†
[অপরে অম্বিকা করে ঘণ্টার বাজন ।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
শিবদূতী নামে এক করিয়া প্রচার ।
তাহাকে পাঠাইয়া দিলা তত্ত্ব করিবার ॥

১ । দেবী হইলা তখন ... পাঠান্তর ।
২ । মাতা শুন দেবগণ ... „
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শুন শুন দেবগণ ভএ নাহি আর ॥
৩ । সংহার ... ... পাঠান্তর ।
৪ । তৃতীয় পুথিতে এইরূপ পাঠ আছে,—
ভগবতী কৈলা তবে অট্ট অট্ট হাস ।
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

আমার বার্ত্তা কহ গিয়া মহিষ গোচর।
অমরা ছাড়িয়া দেউক প্রাণ বাঁচে আপনার ॥]*
শিবদূতী নামে দেবী করিলা গমন।
উপনীত হৈল গিয়া অমরভুবন ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে মহিষ দুরাশয়।[১]
[শিবদূতী নামে তাহাকে বোলয়॥] †
অসুর হইয়া নিলা দেব অধিকার।
[সিংহপৃষ্ঠে আইলা দেবী তোমাকে মারিবার ॥]‡

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তখনে অম্বিকা করে ঘণ্টার বাদন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
শিবদূতী নামে এক করিলা প্রচার।
মৈষাসুর সহিতে করিতে রাএবার ॥
অমরা ছাড়িয়া দেহ নহে যুদ্ধ কর।
আমার বচন কহ মহিষ গোচর॥

১। দুর্ম্মতি ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তাহাকে কহেন কথা নামে শিবদূতী॥
শুন শুন মৈষাসুর আমার বচন।
স্বর্গ ছাড়ি ভজ যাইয়া অভয়া-চরণ॥

‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মূর্ত্তিমন্ত হইল দেবী তোক মারিবার।

পাঠাইয়া দিলা১ মোরে তোমার গোচর।
অথবা ছাড়িয়া দেহ প্রাণে বাঁচিবার ॥২
হিমালয়শিখরে দেবীর আতার।৩
চলহ রাজন৪ তুমি যুদ্ধ করিবার॥
[শুনিয়া হইল দৈত্য ঘূর্ণিতলোচন।
নারী হইয়া আমা সনে মাগিলেক রণ॥
ভাস্কর চামর আদি ডাকে দৈত্যগণ।
তা সবারে কহে মহিষ রাজন॥]*
দেখ দেখ তোমরা এ সব অহঙ্কার।
নারী হৈয়া আমা সনে চাহে যুঝিবার॥
[কেশে ধরি আন যাইয়া সেহি নারী জন।
তাহার রক্ষার হেতু আইসে মোর স্থান ॥

১। অভয়া পাঠাইল ... ... * পাঠান্তর।
২। নহে যুদ্ধ কর ... ... "
৩। অবতার ... ... "
৪। তথাতে ... ... "

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

শিবদূতী-বচন শুনিঞা দুষ্টমতি।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতের আহুতি॥
মহাক্রোধে জ্বলে বীর ঘূর্ণিত নঞান।
নারী হৈয়া আমার সহিত চাহে রণ॥
চামর ভাস্কর আদি যত সেনাপতি।
তা সভাকে ডাকি বলে দৈত্য-অধিপতি॥

সবারে আনিবা তুমি না করিবা ডর।
শীঘ্রগতি আন যাইয়া আমার গোচর ॥]*
নহে বুঝাইয়া তুমি কহিবা তাহারে।
[যুদ্ধ ছাড়ি সেই নারী আসুক মোর ঘরে ॥
এতেক শুনিয়া যদি সেহি মাঙ্গে রণ।
পশ্চাৎ কহিবা তুমি আমার গুণগ্রাম ॥]†
এ বলিয়া চামরকে দিলেন আরতি১।
[চলিল চামর দৈত্য লৈয়া সেনাপতি ॥]‡

* রন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কেশে ধরি আন গিয়া সেহি নারীজন।
কার সাধ্য আছে তার করিবে রক্ষণ ॥
তার রক্ষা হেতু যদি কোন দেব আইসে।
সংহার করিবা তাকে কাটিয়া সবংশে ॥
দেবগণ করি কিছু না করিবা ডর।
শীঘ্রগতি চল তুমি বিলম্ব না কর ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ছাড়িয়া যুদ্ধের আশা ভজুক আমারে ॥
তাহা না শুনিঞা যদি পুনি চাহে রণ।
পশ্চাৎ করিহ তুমি কহিনু যেমন ॥

১। আরথী ... ... পাঠান্তর

‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চলিল চামর বীর হইয়া সেনাপতি ॥

চারি অক্ষহিনী সেনা চামরে সাজন।
গজবাজী রথরথী না যায় কহন১ ॥
[ছয় অক্ষহিনী সেনা কহিতে অপার।]*
সাজিল২ রুদ্রাক্ষ বীর যুদ্ধ করিবার ॥
[সহস্র অক্ষহিনী করিয়া সাজন।
চলিল ভাস্কর বীর করিবার রণ ॥
বিশালাক্ষ মহাবীর প্রচণ্ড যুঝার।
লক্ষেক অযুত সেনা সাজন যাহার।
পঞ্চাশ অক্ষহিনী যার রণে মহারথা।
অশ্বেতে শোওয়ার কেহ মুখ্য সেনাপতি ॥
চতুরঙ্গে সাজে কেহ করিবারে রণ।
পৃথিবী যুরিয়া হৈল সৈন্যের সাজন ॥
শত লক্ষ অর্ব্বুদ সেনা বিক্রমে প্রচুর।
যুঝিবারে চলিলেক চিক্ষুর অসুর ॥
রথরথী গজবাজি কি কহিব আর।
অসুরের সৈন্যময় জগত সংসার ॥
এহিমতে সৈন্য সব করিয়া সাজন।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সেনা না যায় গণন ॥

১। না যায় গণন ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ছয় অক্ষৌহিণী সেনা করি আগুসার।

২। চলিল ... ... পাঠান্তর।

সবাকে ডাকিয়া দিলেন আরতি।
যুঝিবারে চলিলেক যত সেনাপতি ॥
ধর ধর কুলাহল বোলে সর্ব্বজন।
অসুরের পদভরে কাপে ত্রিভুবন ॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব প্রমাদ অনুমানি।
উথলিয়া পড়ে সব সাগরের পাণি ॥
কেহ বলে গিরিশৃঙ্গ লই-উপাড়িয়া।
কেহ বলে পৃথিবী দেই সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥
কেহ বলে পাই নাই আদেশ রাজার।
কেনে নষ্ট করিব আপন অধিকার ॥
এ বলিয়া লাফে চলে যত দৈত্যগণ।
বেড়িয়া লইল আসি হিমালয় ভুবন ॥
দূরে থাকি দেখিলেন সেই নারী জন।
দেখিয়া লজ্জায় তবে সব দৈত্যগণ ॥
অতসীকুসুম জিনি তনু কমলিনী।
অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবা তুমি ॥]*

---

* . বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহাহনু মহাবীর পরম বিক্রম।
সহস্র অযুত সেনা তাহার সাজন ॥১

১। ৩য় পুথিতে এইরূপ পাঠ আছে—
সহস্র অযুত সৈন্য কালান্তক যম ॥

মহিষাসুর সনে তুমি কর পতিভাব।
দূরেতে যাইবে তোমার মনের সন্তাপ ॥

নিযুত পঞ্চাশ শত প্রচণ্ড জুঝার।
চলিলেক মহাবীর যুদ্ধ করিবার ॥
সাজিল ভাস্কর বীর অতিপরাক্রম।
শতেক অযুত সৈন্য কালান্তক যম ॥
বিড়ালাক্ষ বীর সাজে অতি বলবান্।
অক্ষয় অযুত সৈন্য কালের সমান ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ ত পদাতি
অশ্ব আরোহণ কেহ কেহ মহারথি ॥
চতুরঙ্গদলে সব করিয়া সাজন।
পৃথিবী ভরিয়া সব চলে সৈন্যগণ ॥
অপার সাগর সৈন্য দনুজের দল।
ধর মার করিয়া করিছে কোলাহল ॥
এহিমতে সৈন্য সব করিয়া সাজন।
হিমালএ উপস্থিত করিবারে রণ ॥
মহাবলী বীর সব করে হুড়াহুড়ী।
কেহ বলে গিরির শৃঙ্গ লইব উফারি ॥
কেহ বলে ফেলাইব সমুদ্র শুষিয়া।
কেহ বলে পৃথিবী দেই জলে ফেলাইয়া।
কেহ বলে এ সকল আমার রাজ্যার।
কেনে নষ্ট করিব আপন অধিকার ॥

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে যাহার অধিকার ।
[মণিমাণিক্য কত আছে তাহার ভাণ্ডার ॥]*
পারিজাত পুষ্প আছে উচ্চৈঃশ্রবা হয় ।
ঐরাবত হাতী আছে অন্যথা না হয় ॥
[ইন্দ্রাসন লইয়াছে কি কহিব তার ।
ভগবতী বলে শুন ওরে দুরাচার ॥

সবাকারে ডাকি রাজা দিলেন আরতি ।
যুঝিবারে চলিলেক যত সেনাপতি ॥
লাফে লাফে চলি যায় যত বীরগণ ।
হিমালয়ে বেড়িয়া লইল সর্ব্বজন ॥
দুরে থাকি দেখিলেক ও চান্দ-বদন ।
হেরিয়া হরিল চিত্ত যত দৈত্যগণ ॥
দেবীকে দেখিয়া দৈত্য দয়া উপজিল ।
নিকটে আসিয়া সবে কহিতে লাগিল ॥
শুনগ অবলা তুমি শুন গো বচন ।
কি কারণে নষ্ট কর এ রূপ যৌবন ॥
অতসীকুসুম জিনি তুমি কমলিনী ।
অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ কি করিবা তুমি ॥
আমা সবার বাণ যায় পর্ব্বত ভেদিয়া ।
ননীর পুতলি তুমি যাইবা গলিয়া ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অমূল্য রতন আছে ভাণ্ডারে তাহার ।

কি কারণে কর বেটা এত অহঙ্কার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পালন যাহার॥
সকল আমার মায়া আমি সর্ব্বময়।
মরণের চিহ্ন আজি জানিবা নিশ্চয়॥]*
ব্রহ্মায় করেন সৃষ্টি রজগুণ হৈয়া।
পুছ দেখি তেঁহ আছে কার তেজ লইয়া॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ করিছে পালন। *
পুছ দেখি কার তেজ করিছে ধারণ॥
সংহার করেন শিব কালরূপ হইয়া।
পুছ দেখি তেঁহ আছে কার তেজ নিয়া॥
[চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ করয় ত্রিভুবন।
কার তেজে দীপ্ত করে এ তিন ভুবন॥
চামর বোলেন তবে শুনহ রমণি।
আমার সহিত যুদ্ধ কি করিবা তুমি॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহিষ অসুর ত্রিলক্ষের অধিকারী।
তাহারে ভজিলে হবা ত্রলক্ষ ঈশ্বরী॥
দৈত্যের বচন শুনি কহে ভগবতী।
কি কথা কহিছ আরে দুষ্ট পাপমতি॥
সৃষ্টি স্থিতি সংহার পালন প্রলয়।
সকল আমার মায়া আমি সর্ব্বময়

মোর এক বাণে তুমি যাইবা মরিয়া।
যুদ্ধ ছাড়ি মৈষাসুরকে পতি ভাব গিয়া ॥
দেবী বোলে আরে দুষ্ট পাপী দুরাচার।
কি কারণে কর দুষ্ট এত অহঙ্কার ॥
মৈষাসুর কাড়ি নিলা দেব-অধিকার।
তেকারণে পূর্ণরূপ হৈল অবতার ॥]*
অসুর হৈয়া কাড়ি নিলা ইন্দ্রস্থান।
সেইসে কারণে আসি করিবারে রণ ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে.—
চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিত করয়ে সংসার।
কার তেজ লইয়া তেঁহো করে দীপ্তকার
চামর বোলএ তবে শুন গো রমণী।
অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ কি করিবা পুনি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ নারে যুঝিবার।
কমলিনী হৈয়া চাহো যুদ্ধ করিবার ॥
আমা সভার বাণে তুমি যাইবা গলিয়া।
যুদ্ধ ছাড়ি মহিষাসুর পতি ভজ গিয়া ॥
চণ্ডিকা বোলেন দুষ্ট পাপ দুরাচার।
কি কারণে কর বেটা এত অহঙ্কার ॥
অসুর হইয়া নিল দেব-অধিকার।
তেকারণে পূর্ণরূপে হৈনু অবতার ॥

সবংশে মারিব আজি অসুরের গণ।
রাজা সঙ্গে পাঠাইব যমের ভুবন ॥
এতেক বলিয়া দেবী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
হুহুঙ্কারে মরে১ সৈন্য হাজারে হাজার ॥
সাক্ষাতে দেখিল সৈন্য হৈল নিপাতন।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল যত সেনাগণ ॥২
ডাকিয়া বলিছে তঁবে অম্বিকার প্রতি।
আরে দুষ্ট নারি তোর৩ লাগিল দুর্ম্মতি ॥
আমার সাক্ষাতে কৈলা অসুর সংহার।
অখনি৪ পাঠাব৫ তোরে যমের দুয়ার ॥
এ বলিয়া মহাবীর টঙ্কারিল ধনু।
বাণেতে ঝর্জর৬ কৈল অম্বিকার তনু ॥
সর্ব্বশক্তি হানে বীর চণ্ডিকার প্রতি।
বাণাঘাতে কুপিত হইলা ভগবতী ॥

১। মারে ... ... পাঠান্তর।

২। সেনাপতিগণ ... ... "

৩। তোরে ... ... "

৪। এখনি—অখনে ... ... "

৫। পাঠাইব—পাঠান্তর। দ্বিতীয় পুথিতে এই শব্দটির "পঠাইব" পাঠ সর্ব্বত্র আছে, পরন্তু আদর্শ ও তৃতীয় পুথিতে 'পাঠাইব' পাঠ দেখা যায়।

৬। জর্জ্জর—অন্ধকার ... ... পাঠান্তর।

খড়গধারে মাথা দেবী কাটিল তাহার।
অসুরের সৈন্যমাঝে হৈল মোহামার ॥
কোপে বিড়ালাক্ষ বীর কাপে থর থর।
চোখা চোখা বাণ মারে অম্বিকা উপর ॥১
তাহা দেখি ভগবতী শক্তি নিঞা২ করে।
মারিলা অসুর দেবী শক্তির প্রহারে ॥
চক্রাঘাতে সর্ব্বসৈন্য করিল সংহার।
বজ্র-নখদন্তে সিংহ করয় প্রহার ॥
রক্তে নদী বহি যায় মাংসে হৈল পঙ্ক।
মরা-মাংস টানি খায় গিধিনী৩ কঙ্ক ॥
হস্তী ঘোড়া ভাসে জলে কচ্ছপ কুম্ভীর।
মৎস্য মকর যেন৪ বীরের শরীর ॥
মস্তকের কেশ হইল নদীর সেহলি৫।
মুকুট কিরীট তাথে করে ঝিলিমিলি ॥
হেনমতে সর্ব্ব সৈন্য হইল নিপাতন।
ভাস্কর রুদ্রাক্ষ আইল৬ করিবারে রণ ॥

১। অম্বিকার পর ... ... পাঠান্তর।
২। নিলা ... ... ,,
৩। গৃধ্র ... ... ,,
৪। হইল ... ... ,,
৫। সেথুলি ... ... ,,
৬। আল ... ... ,,

সর্ব্বসৈন্য১ হানে দেহে২ অম্বিকার প্রতি।
তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈলা ভগবতী ॥
কুপিয়া অম্বিকা কৈলা অট্টহাস।
মহা আনন্দে৩ দশদিক্ করিল প্রকাশ ॥
অসুরের সৈন্য সব হৈল ভস্মরাশি।
রথ রথি ঘোড়া হাতী হৈল নৈরাশী ॥
হেনমতে নষ্ট কৈল অসুর সকল।৪
অবহেলে সৈন্য সব গেল যমঘর ॥
তবে দেবী মহাক্রোধে গদা লইল হাতে।
মারিলা গদার বাড়ি ভাস্করের মাথে ॥
দারুণ প্রহারে সেহি হৈল অচেতন।
রথেত৫ পড়িয়া বীর৬ তেজিল জীবন ॥
পরশুপ্রহারে কাটে রুদ্রাক্ষের মাথা।
এহিরূপে৭ সর্ব্বসৈন্য মারিল সর্ব্বথা ॥

১। সর্ব্বশক্তি ... ... পাঠান্তর।
২। বীর ... ... „
৩। মহানলে ... ... „
৪। অসুরের দল ... ... „
৫। রথেতে ... ... „
৬। সেহি ... ... „
৭। এহিমতে ... ... „

অবশেষ[১] যে সকল ছিল সেনাপতি।
সকল সংহার কৈলা দেবী ভগবতী ॥
চিকুরাক্ষ দশ বাণ যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে অম্বিকার বুকে ॥
বাণাঘাতে জগদম্বা কুপিত হইলা।
টানিয়া বিচিত্র ধনু সন্ধান পূরিলা ॥
চারি ঘোড়া কাটিয়া কাটে রথের সারথি।
ধ্বজ কাটি ধরণীতে পাড়ে শীঘ্রগতি ॥
বিরথি হইয়া বীর পড়িলেন তথা।
চক্রাঘাতে কাটে দেবী চিকুরাক্ষের মাথা ॥
অসুর মারিয়া দেবী জয় কৈলা রণ।
তখনে অম্বিকা কৈলা ঘণ্টার বাজন ॥[২]
রণজয় করি দেবী আনন্দিত মনে।
মহিষাসুর-সৈন্যবধ[৩] মার্কণ্ডপুরাণে ॥
সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীর আখ্যান।
কহিনু তোমারে আজি শুনহ শ্রীরাম ॥
ভবানীপ্রসাদে মনে এহি আশা করি।
অন্তকালে গঙ্গাজলে দুর্গা বৈল্যা[৪] মরি ॥

১। অবশিষ্ট ... ... পাঠান্তর।
২। বাদন ... ... "
৩। যুদ্ধ এহি ... ... "
৪। বুঁলি ... ... "

রামচন্দ্র বলে মুনি কর অবধান।
পশ্চাতে কিরূপে১ হইল যুদ্ধ সমাধান ॥২
অগস্ত্যে বলেন৩ শুন রঘুবংশের পতি।
অনন্তমহিমা মাতা দেবী ভগবতী ॥
মৈষাসুর-সৈন্য যদি হইল নিধন।
এক দূতে জানাইল রাজার সদন ॥৪
প্রণাম করিয়া করে করযোড় করি।৫
কোথা হৈতে আইল রাজা কালরূপা নারী ॥৬
বীর বলি রণভূমে কেহ নাহি আর।
পলাইয়া আসিনু মাত্র দিতে সমাচার ॥

নাচারি।

[যুড়িয়া উভয় কর শুন রাজা মৈষেশ্বর
রণভূমি নাহি এক জন।
কোথা হৈতে আইলা নারী তাহা না কহিতে পারি
সৈন্য সব মারিলেক একজন ॥

১। যেরূপে ... ... পাঠান্তর।
২। অবসান ... ... ,,
৩। বুলেন ... ... ,,
৪। যথায় রাজন ... ... ,,
৫। দূত কহে কর যুড়ি ... ... ,,
৬। নারী কালরূপ ধরি ... ... ,,

এক যে বাহন তার বজ্রনখ দন্ত তার
সেহি সৈন্য করিল বিনাশ।
ভৈরবী যোগিনীগণ করে তারা মহারণ
মাথা কাটি করে অট্টহাস ॥]*
নারীর১ বিক্রম যত আমি২ তা কহিব কত
তার দর্প না যায় কহন।৩
[দশখান কর তার করে ধরে দশ শর
পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দূতে কৈল যোড় হাতে শুন রাজা দৈত্যনাথে
রণভূমে নাহি কোন জন।
কোথা হইতে আইল নারী কালরূপ অবতরি
সর্ব্বসৈন্য করিল নিধন ॥
এক যে বাহন তার বজ্রনখদন্ত তার
সেহ সৈন্য করিল বিনাশ।
ভৈরবী যুগিনীগণ করে তারা ঘোর রণ
নারে দৈত্য(ক) করে অট্টহাস ॥

১। বামার ... ... পাঠান্তর।
২। তাহা বা ... ... „
৩। সহন ... ... „

(ক) সৈন্য ... ... পাঠান্তর।

হেম জিনি অঙ্গছটা সহজ বিদ্যুত ঘটা
দেখি যেন নবীন বঞ্চানে।]*
যেমত সুন্দর নারী আমি কি বলিতে পারি
দেখিবারে চলহ আপনে॥
[শুনিয়া দূতের কথা মহিষাসুর নাড়ে মাথা
কি বলিলা বল আর বার।
যুদ্ধে গেল যত সৈন্য নাহি রহে কোন জন
অবশিষ্ট কি হইবে আর॥
ক্রোধেতে কম্পিত হৈয়া দন্তে ওষ্ঠ কামড়িয়া
বারে বারে ঘুরায় লোচন।
ডাকি নিজ সৈন্যগণ বোলে রাজা ততক্ষণ
রথ রথা করহ সাজন॥

বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,-
দশ ভুজ সুললিত অস্ত্রগণ বিরাজিত
পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন॥
তপ্ত হেম অঙ্গছটা সহস্র বিজুলী ঘটা
অঙ্গতেজ[১] নারীর নয়নে।

সম্ভবতঃ "অগ্নি" শব্দ স্থলে "অঙ্গ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

আপনে যাইব রণে দেখিব সে নারীগণে
মোর সৈন্য করিল নিধন।]*
রণে করি মহামার কিছু না রাখিব আর
তার সঙ্গে মারিব দেবগণ॥
[সাজিলেক রথ রথী যত আছে সেনাপতি
চলি চায় করিবারে রণ।
চলিলেক সেনাপতি করি রাজাকে আরতি
চলে সবে করিয়া বিক্রম॥
শ্রীরাম-চরণ সার ভরসা নাহিক আর
অভয়ার পদে মজাইয়া মন।
যদি কৃপা কর কালি পুস্তক বলিতে পারি
মনে ভাবি সরস্বতীচরণ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে—
* * * ক্রোধে জ্বলে দৈত্যমণি
দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া অধর।
ঘূর্ণিত লোচন অতি বোলয়ে সারথির প্রতি
শীঘ্র করি রথ সজ্জ কর॥
কোথা হইতে আইলা নারী কালরূপ অবতরি
সর্ব্বসৈন্য করিল নিধন।
[৩য় পুথিতে ঐ অংশ এইরূপ আছে,—
দুতের শুনিয়া বাণী ক্রোধে বলে দৈত্যমণি]

মেধসে কহেন কথা স্থরথে শুনেন তথা
সেই কথা শুনে রঘুবর।
শ্রীগুরুচরণ ধরি ভবানী প্রচার করি
প্রকাশিলা ভবানীমঙ্গল ॥]*

[সাজ সাজ মহারাজ বলে বার বার।
সাজিতে লাগিল সৈন্য বিবিধপ্রকার ॥
পৃথিবী ভরিয়া চলে অস্থরের সেনা।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে চলে না যায় গণনা ॥
সৈন্য সাজিয়া আইল দেবীর গোচর।
তবে দেবী-দল আইল রণ করিবার ॥
তবে কোন কর্ম্ম করে ভৈরবী যোগিনী।
হুহুঙ্কার নাদে উঠে জ্বলন্ত আগুনি ॥

---

* বন্দনার অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

সাজাইল রথ রথী সাজে যত ঘোড়া হাতী
সাজি আইল চতুরঙ্গদল।
কেহ রথে কেহ গজে কেহ চলে পদব্রজে
বীরগণে করে কোলাহল ॥
ভবানীর পদযুগে[১] ভবানীপ্রসাদ মজে
পুরাও[২] মা গো এহি মনস্কাম।
প্রাণপয়ানের কালে মরি যেন গঙ্গাজলে
মুখে যেন আইসে দুর্গানাম ॥

১। ভবানীচরণযুগে ... ... পাঠান্তর।
২। পূর ... ... "

নাক হাত পদ মাথা কাটে দেবীগণে।
কবন্ধ হইয়া রণে নাচে জনে জনে॥
কার মাথা কাটা গেল ভূমে পড়ে কায়া।
মুকুট কিরীট লোটায় ভূমেতে পড়িয়া॥
এহি মতে সব সৈন্য করিল বিনাশ।
তাহা দেখি মৈষাসুরের হইলেক ত্রাস॥
সৈন্য পাছ করি বীর হইল আগুয়ান।
অম্বিকার প্রতি দৈত্য ঘুরায় নয়ান॥
আরে রে পাপিষ্ঠ তোর এমত ব্যভার।
নারী হইয়া সেনা সব করিলা সংহার॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিলাম বাহুবলে।
নারী হৈয়া সেনাপতি সকলি সংহারে॥
চিকুরাক্ষ আদি করি যত সেনাপতি।
নারী হইয়া সকল করিলা সংঘাতি॥
জীবনের আশা থাকে মাগ পরাজয়।
নহিলে বধিব আজি কহিলাম নিশ্চয়॥
মারিয়া পাঠাব আজি যমের দোয়ার।
এতেক বুঝিয়া শরণ লহ রে আমার॥
মৈষাসুর-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাসিয়া অভয়া দেবী কহিছে কথন॥
অকারণে গর্জ্জন তুমি কর বারে বার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দোয়ার॥

অসুর হইয়া নিলা দেব-অধিকার ।
বিষয় কাড়িয়া নিলা যত দেবতার ॥
তাহা দেখি আসি আমি অঙ্গীকার করি ।
আজিকার রণে তোরে পাঠাব যমপুরী ॥
প্রতিবিম্ব হয় মোর যত দেবগণ ।
না জান পাপিষ্ঠ তুমি তাহার কারণ ॥
এত বলি ভগবতী দিলা অট্টহাস ।
আননেতে দশদিক্ হইল প্রকাশ ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সাজ সাজ বলি রাজা ডাকে বার বার ।
রাজার সহিতে সৈন্য সাজিল অপার ॥
পৃথিবী ভরিয়া সব অসুরের সেনা ।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সৈন্য কে করে গণনা ॥
রথ রথী ঘোড়া হাতী সর্ব্ব সৈন্যময় ।
লিখিতে অসংখ্য হয় পুস্তক বাড়য় ॥
হেন মতে মহিষাসুর সাজিলেক রণে ।
দেখিয়া কম্পিত হৈলা যত দেবগণে ॥
[অতঃপর ২য় পুথিতে এই কবিতাটি অধিক আছে । সম্ভবতঃ ইহা প্রকৃত স্থান হইতে চ্যুত হইয়াছে ;—
খড়্গিনী খড়্গহস্তে মৈষাসুরমর্দ্দনী ।
অসুর-সংহারকালে বিঘ্নবিনাশিনী ॥]

মৈষাসুরে দিল১ তবে ধনুকে টঙ্কার।
দেবীকে২ চাপিয়া কৈল বাণে অন্ধকার

১। করে ... ... পাঠান্তর
২। চণ্ডিকা ... ... „

অতঃপর উভয় পুথিতে এইরূপ আছে,—

পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
দেবীর নিকটে আইল অসুরের দল॥
দেবী-দলে দৈত্যদলে হৈল দেখাদেখি।
দোঁহাকার বাণ উঠে চন্দ্র-সূর্য্য ঢাকি॥
নারাচ ত্রিশূল মারে পাশ বজ্র বাণ।
পরশু পট্টিশ গদা তীক্ষ্ণ ক্রপাণ॥(ক)
যত বাণ দৈত্যদলে করয়ে প্রহার।
দেবীদলে সব বাণ করিল সংহার॥
তবে কোন কর্ম্ম করে ভৈরবী যোগিনী
হুঙ্কার শবদে ওঠে জ্বলন্ত আগুনি॥
কার হস্তপদ কাটে কার কাটে শির।
কবন্ধ হইয়া রণে নাচে কোন বীর॥
মস্তকরহিত কেহ ভূমে পড়ে কায়।
মুকুট কিরীট সব ধরণী লোটায়॥
এহি মতে সর্ব্বসৈন্য করিল বিনাশ।
তাহা দেখি মৈষাসুর পায় বড় ত্রাস॥

(ক) ক্রপাণ—কৃপাণ; খরশাণ ... ... পাঠান্তর।

সব সৈন্য মারে বাণ[১] দেবীর উপরে।
খলখলী হাসে দেবী লারিতে না পারে[২] ॥

১। সর্ব্বশক্তি হানে বীর ... উপর ... পাঠান্তর।
২। না কম্পে দেবীর অঙ্গ হিমধরাধর ... „
লারিতে—নাড়িতে।

তবে মৈষাসুর বীর অতি ক্রোধ মন।
দন্ত ওষ্ঠ চাপি বীর ঘুরায় লোচন ॥
আরে পাপ নারী তোর এমত সাহস।
নারী হইয়া আমার রাখিলা অপযশ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিলাম(ক) আমি ক্ষিতি।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিলাম অমরার বসতি ॥(খ)
চিকুরাক্ষ বিড়ালাক্ষ আদি বীরগণ।
নারী হৈয়া কৈলা তুমি বীরের(গ) নিধন ॥
জীবনের আশা যদি করহ অবলা।
ভজহ আমারে(ঘ) আসি দিয়া পুষ্পমাল ॥
ত্রিলক্ষ-ঈশ্বর আমি শুন গো সুন্দরি।
আমারে ভজিলে হবা ত্রিলক্ষ-ঈশ্বরী ॥

(ক) জিনিলু ... ... পাঠান্তর
(খ) ইন্দ্র খেদাইয়া হৈলু অমরার পতি ... „
(গ) সবারে ... ... „
(ঘ) আমাকে ... ...

ডাকিয়া বলেন দেবী[১] শুন দুরাচার।
যত শক্তি আছে তোর করহ প্রহার॥
এহি বলি করে দেবী ঘণ্টার বাদন॥
ক্রোধেতে হইল দেবীর ঘূর্ণিত লোচন[২]॥

১। বলেন করুণাময়ী ... পাঠান্তর।
২। ক্রোধে কম্পমান তনু আরক্তলোচন... „

স্ব-ইশ্ছা(ক) পূর্ব্বক যদি না ভজ আমারে।
নহিলে পঠাব(খ) আমি যমের নগরে॥
অসুরের দর্প শুনি দেবী মনে হাসে।
আরে রে পাপিষ্ঠ তোকে পাইল বুদ্ধিনাশে
গর্জ্জ গর্জ্জ আরে মূঢ় গর্জ্জ বারে বার।
অখনি(গ) পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥
অসুর হইয়া নিলা দেবসিংহাসন।
অবতার হৈলাম আমি তাহার কারণ॥
তোমার বধের হেতু মোর অবতার।
অবশ্য করিব আজি তোমাকে সংহার॥
পৃথিবী ভ্রময়ে মোর যত দেবগণ।
না জান পাপিষ্ঠ তুমি তাহার কারণ॥
এ বলিয়া ভগবতী অট্ট অট্ট হাসে।
প্রলয়-আনলে(ঘ) যেন দিগ্ বিদিক্ প্রকাশে

(ক) স্ব-ইচ্ছা ... ... পাঠান্তর।
(খ) পঠাব—পাঠাইব।
(গ) এখনি ... ... পাঠান্তর।
(ঘ) কালত ... ... „

ধনু টানি জোড়ে দেবী দিব্য তীক্ষ্ণবাণ[১] ।
মৈষাসুরের রথ কাটি কৈল[২] খান খান ॥
চারি অশ্ব কাটি কাটে রথের সারথী ।
সারথী বিহনে রথ হইল বিরথী[৩] ॥
তবে পাপ দুরাচার কোন কর্ম্ম করে ।
গদা হাতে ধায় বীর দেবী মারিবারে ॥
[দেবীর উপরে বীর প্রহারিল গদা ।
বস্তুজ্ঞান না করিলা জগতের মাতা ॥
হুহুঙ্কার শব্দে দেবী গদা ভস্ম করে ।
লইলেক দিব্য শর দেবী মারিবারে ॥]*
শেল শোল কাটিল গদার প্রহারে ।
তবে কোন্ কর্ম্ম হইল শুন তার পরে ॥

১। ধনুক টানিয়া দেবী মারে তীক্ষ্ণ বাণ ... পাঠান্তর
২। কাটিয়া বিচিত্র রথ কল ... „
৩। ভূমিতে পড়িল বীর হৈয়া বিরথী ... „
৪। ধায়া যায় ... ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীর উপরে দুষ্ট গদা প্রহারিলা ।
হুহুঙ্কার শব্দে দেবী গদা ভস্ম কৈলা ॥
লইলেক দিব্য শর দেবী মারিবারে ।
বস্তুজ্ঞান না করিলা জগত-আধারে ॥

[তবে দৈত্য স্থির কৈল মনেতে ভাবিয়া।
পৃথিবী উড়ায়া দেই জলে ভাসাইয়া ॥(ক)
এত বুলি দুই শিঙ্গ বসাইয়া দিলা।
থর থর করি পৃথ্বী কাঁপিতে লাগিলা ॥
তাহা দেখি জগদম্বা হাসিয়া হাসিয়া।
অষ্ট দিক্ ধরে দেবী অষ্টশক্তি হৈয়া ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডিকা অষ্ট জন।
লীলায় পৃথিবী দেবী করিল ধারণ ॥
টানাটানি করে দুষ্ট নাড়িতে না পারে।
লজ্জা পায়া গেল বীর সমুদ্রের তীরে ॥
চরণে সিঞ্চিয়া জল কূলে উঠাইল।
লাঙ্গূলের জল দিয়া পৃথিবী ভাসাইল ॥
তাহা দেখি ভগবতী মহাক্রোধ হয়া।
জল নিবারণ কৈল পদছায়া দিয়া ॥
জল নিবারণ দেখি গর্জ্জিয়া উঠিলা।
অম্বিকার বুকে শিঙ্ বসাইয়া দিলা ॥
বস্তুজ্ঞান না করিলা দেবী মহামায়া।
মহিষের শিঙ্গ ধরি ফেলিল ঠেলিয়া ॥

(ক) অতঃপর ২য় পুথিতে এই কবিতাটি অধিক আছে। সম্ভবতঃ ইহা প্রকৃত স্থান হইতে চ্যুত হইয়াছে ;—

কালিকার পাদপদ্ম মনেতে ভাবিয়া।
পাঁচালী প্রবন্ধে লিখি প্রণতি করিয়া ॥

তবে কোন্ কর্ম্ম করে দৈত্য দুরাচার।
দেবীর উপরে করে চরণ প্রহার॥
তবে দেবী বাম হাতে ধরিয়া চরণ।
আকাশে উঠায়া দুষ্টে করিল ক্ষেপণ॥
তাহা দেখি দৈত্যরাজ অতি ক্রোধ হৈয়া।
দেবীকে মারিতে যায় শিঙ্গ পসারিয়া॥]*
রহ রহ[১] করি দেবী করিলা আশ্বাস।
মহিষ বাঁধিলা দেবী দিয়া নাগপাশ॥
[নাগপাশ অস্ত্র দিয়া আনিলা বাঁধিয়া।
খড়গধারে তার মাথা ফেলিলা কাটিয়া॥]†
[সেহ মাথা দূরে গেল পড়িলেক শির।
খড়গচর্ম্মধারী হৈয়া বাহিরিল বীর॥]‡
খড়গ হাতে ধাইয়া চলে অম্বিকার প্রতি।
তাহা দেখি কুপিত হইলা ভগবতী॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। থাক থাক ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

বন্ধন হৈয়া দৈত্য নড়িতে না পারে।
মস্তক কাটিলা দেবী খড়্গের প্রহারে॥

‡ বন্ধনীর অংশের পাঠান্তর এইরূপ,—

সেহ মায়া দূরে গেল ভূমে পৈল শির।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি বীর হইল বাহির॥

সুধাপানে মত্ত হৈয়া দেবীত নাচায়[১]।
খড়্গধারে তার মাথা কাটিয়া[২] ফেলায়॥
মাথা[৩] দূরে গেল যদি ভূমে পৈল শির।
হস্তী রথ রথী হইয়া রণে হৈলা স্থির[৪]॥
দ্বিরদমূরতি যদি ধরে মৈষাসুর।
নানা মায়া ধরে বেটা মায়ায় প্রচুর॥
শুণ্ড দিয়া সিংহ যদি ধরিলা চাপিয়া[৫]।
আছাড়ি মারিতে চাহে ভূমেতে পাড়িয়া[৬]॥
তাহা দেখি খলখলি হাসে মহামায়া।
খড়্গধারে মুণ্ড তার ফেলিলা কাটিয়া॥
মায়া দূরে গেল যদি হইল বিদিত।
মহিষের মূর্ত্তি বীর[৭] ধরিল ত্বরিত॥
শৃঙ্গ পসারিয়া দুষ্ট দেবীপানে ধায়[৮]।
খড়্গহাতে ভগবতী তার পানে চায়॥

১। দেবী মহামায়া ... ... পাঠান্তর।
২। মুণ্ড তার ফেলায় কাটিয়া ... ... ”
৩ মায়া
হস্তীর মূরতি ধরি রণে হৈল স্থির
বেড়িয়া ... ...
শুণ্ডে জড়াইয়া ... ...
পুনঃ ... ...
৮। ঊর্দ্ধশৃঙ্গ করি দুষ্ট দেবী পানে ধায়

*

[খড়্গের প্রহারে দেবী কাটিলেন শির।
নিজ মূর্ত্তি ধরি বীর হইল বাহির॥
অর্দ্ধেক রহিল বীর মহিষের উদরে।
বাহির হইয়া বীর খড়্গ নিল করে॥
গায়েতে কবচ শোভে মাথায় টোপর।]*
বিকট দশন ঘন চাপিছে অধর॥
ভয়ঙ্কর দুই আঁখি বাঁকাইয়া চায়[১]।
তাহা দেখি কুপিতা হৈলা মহামায়॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
খড়্গের প্রহারে মুণ্ড ফেলায় ছেদিয়া।
বাহির হৈল বীর নিজমূর্ত্তি হৈয়া॥
অর্দ্ধেক শরীর রৈল মহিষ-উদরে।
অর্দ্ধেক শরীরে ব্যাটা খড়্গ চর্ম্ম ধরে॥
কবচ কুণ্ডলধারী মাথাতে টোপর।
৩য় পুথিতে বন্ধনীর অংশ আবার এইরূপ আছে,—
ঊর্দ্ধশৃঙ্গ করি দুষ্ট দেবী পানে চায়।
খড়্গের প্রহারে মুণ্ড কাটে মহামায়॥
বাহির হৈল বীর নিজমূর্ত্তি হৈয়া।
অসুর ধরিল দেবী বামপদ দিয়া॥
অর্দ্ধেক শরীর রৈল মহিষ-উদরে।
অর্দ্ধেক শরীরে ব্যাটা খড়্গ চর্ম্ম ধরে॥
১। ঘূর্ণিত লোচন বীর পাকাইয়া চায় ... পাঠান্তর

[তবে দেবী বাম হাতে ধরে তার চুল।
দক্ষিণ হস্তেতে দেবী আরোপিল ত্রিশূল
বাহুতে ধরিল সিংহ দারুণ কামড়।
নখ বিদারিয়া ধরে বুকের উপর ॥
অর্দ্ধেক পদ রহিলেক মহিষের উপরে।
বাম পদ দিয়া দেবী মহিষের উপরে॥]*
বিশ্বাম্বরমূর্ত্তি[১] তবে ধরিলা ভবানী।
এহি হেতু নাম হইল মহিষমর্দ্দিনী ॥
ঘূর্ণিতলোচনে বীর চাহে বারেবার।
খড়গধারে চাহে দুষ্ট দেবী মারিবার ॥
[তবে দেবী করিলেন বিক্রম প্রচার।
এহি মতে নষ্ট দেবী করি মৈষাসুর ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বাম হাতে অসুরের ধরিলেক চুলে।
দক্ষিণ হাতেত বুকে আরোপিল শূলে ॥
দারুণ কামড়ে সিংহ ধরে বাহুদেশে।
বন্ধন করিলা দেবী দিয়া নাগপাশে ॥
সিংহের পৃষ্ঠেতে হৈল দক্ষিণ চরণ।
অসুর উপরে বামপদ আরোপণ ॥

১। বিশ্বাম্বরমূর্ত্তি ... পাঠান্তর। [অর্থ দিগম্বরা; কিন্তু দুর্গামূর্ত্তি দিগম্বরী নহেন বলিয়া মূল পাঠ বিশ্বাম্ভর অর্থাৎ বিশ্বম্ভর পাঠ সঙ্গত মনে হয়।]

এহি মতে মহিষাসুরে করিলা বিনাশ।]*
রণজয় করি দেবী দিলা অট্টহাস ॥
আপনি[১] অম্বিকা করে ঘণ্টার বাজন।
আনন্দিত হৈল তবে এ তিন ভুবন[২] ॥
সুরপুরে বাজিলেক দুমদুমি[৩] বাজন।
করতালি দিয়া হৈল দেবের নাচন[৪] ॥
[গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নারদে পূরে বেণী[৫]।
সুবেশ করিয়া নাচে উর্ব্বশী মালিনী[৬] ॥]†

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তবে বিশ্বমাতা কৈলা বিক্রম(ক) প্রকাশ।
মহিষ অসুর দেবী করিলা বিনাশ ॥
হেন মতে দুষ্ট দৈত্যে করিয়া বিনাশ।

১। তখনে ... ... পাঠান্তর।

২। পরম আনন্দ হৈল যত দেবগণ ... ,,

৩। দুমদুমি—দুন্দুভি।

৪। করতালি দিয়া নাচে সহস্রলোচন ... পাঠান্তর।

†। বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৫। বেণী—বীণা।

৬। মালিনী—এখানে এই 'মালিনী' শব্দ 'মালাকার-পত্নী'-বোধক নহে। ইহার প্রকৃতরূপ 'মাইলানী'—অর্থ 'বেশ্যা'। উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা। ইহা ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন অংশে কথ্য-ভাষায় প্রচলিত আছে।

(ক) মায়ার ... ... পাঠান্তর।

আনন্দিত হৈয়া সব দেব নৃত্য করে।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব[১] দেবীর উপরে ॥
[মল্লিকা মালতী যুথি পারিজাত জবা।
রঙ্গন কেতকী কুণ্ড তাহে শেফালিকা ॥
চাপা নাগেশ্বর তাহে টগর করবী।
শ্বেত কুণ্ডল অপরাজিতা রজনীগন্ধকি ॥
এহি মতে যত পুষ্প তার কত নিব নাম
পুটাঞ্জলি করি পদে করিছে প্রণাম ॥
যত সব পুষ্প আনি মাখিয়া চন্দনে।
অভয়া চরণে আনি দিলা দেবগণে ॥
অগস্ত্য বলেন শুন রামনারায়ণ।
দেবীর মাহাত্ম্য কহি কর অবধান ॥]*

১। সব ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
জাতি যুথি মালতী বকুল কুন্দ জবা।
করবী অপরাজিতা গন্ধরাজ চাঁপা ॥
রঙ্গন অতসী বেলী বক নাগেশ্বর।
কেতকী রজনীগন্ধা লবঙ্গ টগর ॥
গোলাপ কস্তুরী গন্ধরাজ শেফালিকা।
পলাশ কাঞ্চন দ্রোণ চন্দ্রমল্লিকা ॥
শ্বেত শতদল পদ্ম মাখিয়া চন্দনে।
অঞ্জলি পূরিয়া দেয় অভয়া-চরণে ॥

এহিমতে নানাপুষ্প চন্দনে মাখিয়া।
করুণামহির পদে দিল সমর্পিয়া॥
ডণ্ডবৎ করে দেবে ধরণী লোটিত।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পুলকে পূর্ণিত॥
দেবীর মহিমাগুণ করিয়া কীর্ত্তন।
সকল দেবতা মিলি করএ স্তবন॥
নম নম মাহামায়া নমো ভগবতী।
নম নম লক্ষ্মীরূপা নম গো সাবিত্রী॥
ছিষ্টিস্থিতি উত্তপত্তি পালন সংহার।
ত্রিগুণজননী তুমি মূল সবাকার॥
সত্ত্ব রজ তম তিন তোমাতে উৎপত্তি।
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি সাকার মূরতি॥

মেধসে কহেন কথা শুন নৃপবর।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি অবধান কর॥
মার্কণ্ড পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তর।
দেবীর মাহাত্ম্য এই শুন রঘুবর॥
অভয়ার পাদপদ্মে মত্ত মধুকর।
ভবানীপ্রসাদ বলে মধুর অক্ষর॥
রামচন্দ্র বলে শুন মুনি তপোধন।
তদন্তরে কি কর্ম্ম করিলা দেবগণ॥
মুনি বলে রঘুবর কর অবধান।
কহিব সে সব কথা বিচিত্র আখ্যান॥

অনন্তমূরতি তুমি নাহি তব অন্ত।
কে জানে তোমার অন্ত আপনে অনন্ত ॥
তোমার মায়াতে মোহ জগত সংসার।
প্রণাম করিএ মাতা চরণে তোমার ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রূপা তুমি নিদ্রাস্বরূপিণী ।
সকল জীবেতে বাস কর নারায়ণী ॥
আদি অনাদি তুমি জগতজননী।
ভকতবশ্ছলা[১] মাতা ব্রহ্ম সনাতনী ॥
তোমাতে উতপত্তি ব্রহ্মা হৈলা রজগুণে।
না জানি[২] মহিমা কিছু বসি যোগ-আসনে ॥
সত্ত্বগুণে পালে সৃষ্টি দেব চক্রপাণি।
তোমার মহিমা কিছু না জানেন তিনি ॥
কান্তি পুষ্টিরূপে দয়া ধর্ম্ম অবতার।
জগত্তের মূল তুমি জগত-আধার ॥
একের অন্তরে থাকি ভুলাইছ অন্যে।
অপার মহিমা তব জানে কোন জনে ॥
স্বাহা স্বধারূপে তুমি প্রবরস্বরূপা।
বিশ্বরক্ষা হেতু তুমি হইলা বিশ্বরূপা ॥
স্বাহা মন্ত্রে যজ্ঞকুণ্ডে হবিদান ।
স্বধা মন্ত্রে দেবতৃপ্তি বিবিধ বিধান ॥

১। ভকতবশ্ছলা—ভক্তবৎসলা।

২। জানি—জানে।

সাম ঋক্ আদি চারি বেদস্বরূপিণী।
জগতের শক্তি তুমি জগতজননী॥
নিস্তার দুস্তরে তুমি ভুবনপালিকা।
আগমে পুরাণে শাস্ত্রে শুনেছি প্রতিক্ষা[১]॥
বিপদে পড়িয়া যখন করয়ে স্মরণ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নাহি কোন জন॥
দেবরক্ষা হেতু মা গো কেহ নাহি আর।
সঙ্কটে শঙ্করী রক্ষা করে দেবতার॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি ডাকয়ে যেবা জন।
অপাঙ্গনয়নে তারে কর গো রক্ষণ॥
দয়াবান্ হেতু তব নাম দয়াময়ী।
লইলে দুর্গার নাম ত্রৈলোক্যবিজয়ী॥
পৃথিবী আকাশ আদি যত চরাচর।
সকলের হৃদে মাতা থাক নিরন্তর॥
কখন বিরাটরূপে কখন কালিকা।
অনন্তমূরতি কভু ধরেন অম্বিকা॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল ত্রিনয়নে প্রকাশি।
কখন এমত রূপ কখন ষোড়শী॥
জলময় ছিল পূর্ব্বে সকল সংসার।
আকাশ কিছু না ছিল প্রচার॥

১। প্রতিক্ষা—প্রত্যক্ষ।

তাহাতে অদ্ভুত নি   *   *   ভবানী।
বটপত্রে শয্যা করি ভাসে চক্রপাণি ॥
জলমধ্যে ভাসে হরি অনন্ত-শয়ান।
কর্ণমলা হৈতে দুই দৈত্যের   *   *   ॥
মধু-কৈটভ নামে দুই সহোদর।
বিষ্ণু সঙ্গে যুদ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসর ॥
তাহাতে করিলা দেবী মায়ার প্রকাশ।
মায়ারূপে বর নিঞা কাটে শ্রীনিবাস ॥
পৃথিবী সৃজিলা ব্রহ্মা মেদেতে তাহার।
এই সব দেবীর মায়া করিলা প্রচার ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড ছিল মহিষ অসুর।
তাকে সংহারিয়া রক্ষা কৈলা সুরপুর ॥
যখন করেন সৃষ্টি কমল-আসন।
যত জন্মে ততো হয় তপস্যাতে মন ॥
সংসারের মায়া কিছু নাহিক তাহার।
তাহাতে তোমার মায়া করিলা প্রচার ॥
শক্তিরূপ মহামায়া করিলা ধারণ।
সকল জীবেতে কৈলা শক্তি নিয়োজন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেব মহেশ্বরে।
তুমি শক্তিরূপে আছ সবাকার ঘরে ॥
তোমার মায়াতে জীব গতাগতি করে।
জীর্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নূতন বস্ত্র পরে ॥

হেনমতে জীব সব ভ্রমিয়া বেড়ায়ে।
মায়াতে মোহিত জীব নানাপথে ধায়ে॥
কতেক ধার্ম্মিক হয়ে কতেক দুরাচার।
সে সব তোমার মায়া তুমি মাত্র সার॥
সংসার তোমার মায়া তুমি ভগবতী।
এক লোমকূপে কর ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় ইচ্ছায়ে তোমার।
ভূরুভঙ্গক্রমে করো সকল সংহার॥
বালকে বালকে খেলা করয়ে যেমন।
উৎপত্তি পালন নাশ তোমার তেমন॥
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড ধরিতে কারণ নাম।
নমঃ নমঃ ভগবতী চরণে প্রণাম॥
চারি বেদ আগমে পুরাণে গুণ গায়ে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণে চরণে ধিয়ায়ে॥
মনোভূত-দর্পহারী দিতে নারে সীমা।
আমি সবে কি বলিব তোমার মহিমা॥
এহিমতে স্তব যদি দেবগণে কৈলা।
তুষ্ট হৈয়া ভগবতী কহিতে লাগিলা॥
বলেন করুণাময়ী শুন দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ হুতাশন॥
তুষ্ট হৈনু বর মাগ শুনহ কাহিনী।
যেহি চাহ সেহি দিব এহি সত্যবাণী॥

যেহি ইচ্ছা সেহি বর মাগ দেবগণ।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এখন ॥
শুনিঞা দেবতা সব হরিষ অন্তর।
কৃপা করি জগদম্বা দেও এহি বর ॥
এহি যে তোমাক স্তুতি করিল আমরা।
এহি স্তব নরগণে পাঠ করে যেবা ॥
নাশিবা কলুষ তার শত্রু পরাজএ।
ইহলোকে সুখভোগ অন্তে মুক্ত হএ ॥
দৈত্যভয়ে আমি সবে হৈয়াছি কাতর।
আপনে করিবা রক্ষা দেও এহি বর ॥
এহি নিবেদন মা গো চরণে তোমার।
স্মরণে নিকটে মাতা আসিবা আমার ॥
যখনে যে বিঘ্ন আসি হয় উপস্থিত।
কৃপা করি বিঘ্ন নাশ করিবা ত্বরিত ॥
বোলেন করুণাময়ী দেবতার প্রতি।
অবশ্য করিব তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধি ॥
কামনা করিয়া পাঠ করে যেহি জনে।
বিপদে অবশ্য রক্ষা করিব তাহাকে ॥
মহিষাসুর-বধ মধু-কৈটভ বিনাশ।
আমার মাহাত্ম্য যেবা করিবা প্রকাশ ॥
সর্ব্ব সিদ্ধ হবে তার নাহিক সংশয়।
শুন শুন দেবগণ কহিনু নিশ্চয় ॥

দেবেক দিলেন দেবী অভয় প্রসাদ।
সকল দেবতা হৈল পরম আহ্লাদ ॥
যার যেহি কাজে দেব করি নিয়োজন।
পাঠাইয়া দিলা দেব যার যে ভুবন ॥
প্রণাম করিয়া দেব চলে নিজ স্থান।
সম্বরি সে রূপ দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥]*
[এহি হেতু মূর্ত্তি দেবী করিছে ধারণ।
দশভুজা মূর্ত্তি-কথা করহ শ্রবণ ॥
মেধসে বলেন শুন রাম নৃপবর।
দেবীর মাহাত্ম্য কিছু অবধান কর ॥
মার্কণ্ড পুরাণ-কথা শুন নরেশ্বর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*
ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্ম অন্ধ ভগবতী কৈরাছ আমায় ॥
এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধের কর পরিত্রাণ ॥]†

ইতি মহিষাসুরবধ।

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অগস্ত্যে বোলেন শুন রঘুবংশধর।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি অবধান কর ॥

[তবে পুন রামচন্দ্র কহিতে লাগিলা
তার পাছে ভগবতী কি কর্ম্ম করিলা ।]

মেধসে কহিল যাহা সুরথের স্থানে ।
সেহি কথা কহি আমি তোমা বিদ্যমানে ॥
মার্কণ্ড পুরাণ এহি দেবতার স্তব ।
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মৈষাসুর-বধ ॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি শুনহ শ্রীরাম ।
ভবসিন্ধু তরিতে তরণী দুর্গানাম ॥
পণ্ডিতজনার স্থানে করি পরিহার ।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিবা প্রচার ॥
জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন বটি জন্ম-অন্ধ ।
শরীরে ত নাহি মোর শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
ভাল-মন্দ দোষ-গুণ নাহিক বিচার ।
স্বপনে কহিলা মাতা ভাষা রচিবার ॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী ।
তাহা প্রকাশিনু আমি অন্য নাহি জানি ॥
ভবানীপ্রসাদে বোলে করি পুটাঞ্জলি ।
শ্রীকৃষ্ণমোহনে দয়া কর ভদ্রকালি ॥

ইতি মৈষাসুর-বধ ।

অগস্ত্য বলেন তুমি শুন সমাচার।
কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার ॥]*
দৈত্যবংশে পূর্ব্বে ছিল[১] শুম্ভ নিশুম্ভ।
রণবীর্য্য[২] পরাক্রম বলে মহাদম্ভ ॥
[ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা ভুবন।
খেদাইয়া দিল দশ দিক্‌পালগণ ॥
বলে কাড়ি নিল চন্দ্র-সূর্য্য-অধিকার।
যজ্ঞভাগ কাড়ি নিল যত দেবতার ॥
বরুণের বিষয় নিল কুবেরের পুরী।
বিষয় কাড়িয়া নিল কৈল দেশান্তরি ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তবে মুনিক রামচন্দ্র জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তদন্তরে কি করিলা জগতজননী ॥
দেবীর মহিমা কহ বিস্তার করিয়া।
শুনিব ভবানীগুণ শ্রবণ ভরিয়া ॥
অগস্ত্যে বলেন শুন রঘুর কুমার।
দুর্গার মাহাত্ম্য কহি করিয়া বিস্তার ॥
মেধসে কহিল যাহা সুরথের স্থান।
সেহি কথা কহি রাজা কর অবধান ॥
আর এক কল্পের কথা শুন রঘুপতি।
যেরূপে দেবতা রক্ষা করে ভগবতী ॥
১ জন্মাইল ... ... পাঠান্তর।
২ মহাবল ... ... "

ইন্দ্রের বিষয় নিল যত দেবালয়।
পারিজাত পুষ্প নিল উচ্চৈঃশ্রবা হয় ॥]*
[ঐরাবত হাতী আনে নহেত অন্যথা।
যার যেহি অধিকার নিলেক সর্ব্বথা ॥
নরাকৃতি হৈয়া দেব করেন ভ্রমণ।
যে যথায় পলায়ে যায় ধরে অসুরগণ ॥
সংসারে রহিতে নাহি পারে কোন জন।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন ॥
সকলে চলিয়া গেল ব্রহ্মার সদন।
দেবগণে বলে ব্রহ্মা কর অবধান ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অতিবলবীর্য্য দুই অসুরত্ব খ্যাতি।
ইন্দ্র খেদাইয়া হৈল অমরার পতি ॥
খেদাইয়া দিল যত দিক্‌পালগণ।
কাড়িয়া লইল সব দেব-সিদ্ধাসন ॥
বলে কাড়ি নিল চন্দ্র-সূর্য্য-অধিকার।
নিজ তেজে দিবারাত্রি করয়ে প্রচার ॥
কুবের বরুণ যম ঈশান পবন।
নৈঋ‌র্ত অবধি করি দেব হুতাশন ॥
সকল দেবের কাজ লইল হরিয়া।
নিজ তেজে রাজ্য করে শচীপতি হৈয়া ॥
পারিজাত পুষ্প নিল উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
মণি-মাণিক্য হরি নিল সমুচ্চয় ॥

অসুর করিয়া নষ্ট দেব রক্ষা কর।
অসুরের বংশে জন্মিল দুই সহোদর ॥
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা নগর।
শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দৈত্যের ঈশ্বর ॥
তার যুদ্ধে না আটিল যত দেবগণ।
শুম্ভ নামে দৈত্যরাজ বড় পরাক্রম ॥
যজ্ঞভাগ হরি নিল যত দেবতার।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা নগর ॥
নরাকৃতি সবে ফিরয়ে সংসারে।
শুম্ভ খেদাইয়া দিল সকল দেবেরে ॥
ব্রহ্মা বলে শুন তবে যত দেবগণ।
চলহ সকলে যাই বিষ্ণুর সদন ॥
প্রণাম করিলা ব্রহ্মা বিষ্ণুর চরণে।
অসুরের বৃত্তান্ত কহিছে দেবগণে ॥
দেবগণে বলে গোসাঁই অবধান কর।
শুম্ভ নিশুম্ভ হইল দুই সহোদর ॥
দৈত্যবংশে জন্ম হইল দুষ্ট দুরাচার।
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল ইন্দ্র অধিকার ॥
নরাকৃতি হইয়া ফিরে সব এ সংসারে।
তুমি বিনে আর কেবা করিবে নিস্তারে ॥
বিষ্ণু বলে শুন ব্রহ্মা আর দেবগণ।
শক্তি বিনা বধিতে নারিবে কোন জন ॥

পুরুষের বধ্য নহে বরের কারণ।
করহ সকলে যাইয়া দেবীকে স্তবন॥
এ বলিয়া চলে হরি সঙ্গে দেবগণ।
হিমালয় যাইয়া দেবীকে করিছে স্তবন॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,-
পুষ্পক বিমান লইল ঐরাবত হাতী।
অমূল্য পাথর নিল মুক্তা গজমতি॥
দেবের বিষয় নিল নিজ বাহুবলে।
নরাকৃতি হৈয়া ফিরে দেবতা সকলে॥
পলায় দেবতা সব অসুরের ভয়ে।
রহিতে না পারে দেব সংসার-মাঝারে॥
যথা তথা দেবগণে পলাইয়া যায়।
অসুরের সেনাগণ পাছে পাছে ধায়॥
তবে সব দেবগণ একত্র হইয়া।
কি মতে পাইব রক্ষা না দেখি ভাবিয়া॥
ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ হুতাশন।
যম আদি করিয়া যতেক দেবগণ॥
সকলে মিলিয়া গেল ব্রহ্মার নিকটে।
প্রণাম করিয়া দেবে কহে করপুটে॥
দেবগণে বোলে ব্রহ্মা কর অবধান।
অসুরে হরিল রাজ্য রৈতে নাহি স্থান॥
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্যবর।
মহাবলবীর্য্যবন্ত যুদ্ধেতে তৎপর॥

ব্রহ্মা[১] বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
[একত্র হইয়া সবে করেন স্তবন॥
শিবায় নির্ঘোররূপা তুমি ভগবতী।
কাত্যায়নী নাম ধর তুমি মহামতি॥

১। বিধি ... ... পাঠান্তর।

তার সঙ্গে যুঝিবার না পারি আমরা।
খেদাইয়া দেব সব লইল অমরা॥
যজ্ঞভাগ কাড়ি নিল যত দেবতার।
নরাকৃতি দেব সব ফিরয়ে সংসার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা বোলে শুন যত দেবগণ।
চলহ সকলে যাই যথা নারায়ণ॥
এত বলি চলে ব্রহ্মা দেব সঙ্গে করি।
সকলে চলিয়া গেলা যথা চক্রধারী॥
প্রণাম করিলা ব্রহ্মা বিষ্ণুর চরণে।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে যত দেবগণে॥
জোড় হাত করি দেবে করে নিবেদন।
অসুরে কাড়িয়া নিল অমরা ভুবন॥
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দৈত্য দুরাচার।
কাড়িয়া লইল যত দেব-অধিকার॥
যজ্ঞভাগ আদি যত বলে নিল কাড়ি।
নরাকৃতি হৈয়া দেবে পৃথিবীতে ফিরি॥
স্তুতি করি বোলে তবে যত দেবগণ।
দুস্তরে নিস্তার কর প্রভু নারায়ণ॥

জ্যোতীরূপে নিস্তারিলা জগত সংসার।
প্রণমহ কৃষ্ণরূপা চরণে তোমার ॥
* * রূপে প্রণমহ চরণকমল।
জ্যোৎস্নারূপে আলো কর জগত-সংসার ॥
কল্যাণস্বরূপা * * স্বরূপিণী।
প্রণমহ কূর্ম্মরূপা সিদ্ধিস্বরূপিণী ॥
এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ।
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি যাহার কারণ ॥]*

তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি গতি।
কৃপা করি রক্ষা কর প্রভু লক্ষ্মীপতি ॥
দেববাণী শুনিঞা বোলএ নারায়ণ।
শক্তি বিনা মুক্তি নাহি শুন দেবগণ ॥
পুরুষের বধ্য নএ এ দুই অসুর।
চলহ সকলে যাই হিমাচলপুর ॥
এত বলি চলে হরি সঙ্গে দেবগণ।
হিমালয়ে যাইয়া করে দেবীক স্তবন ॥

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বিধি বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
প্রণাম করিলা গলে বান্ধিয়া বসন ॥
প্রণমহ ভগবতি চরণে তোমার।
তোমার কৃপায় হয়ে জগত উদ্ধার ॥
প্রণমহ কৃষ্ণরূপা দেবি নারায়ণি।
চক্ররূপা রুদ্ররূপে বিহারএ যিনি ॥

[যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী সাক্ষিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী শ্রুতিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী স্মৃতিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী স্থিতিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী ছায়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥

যেহি দেবী ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥]*
পঞ্চ ভূত আত্মা তিনি ইন্দ্রিয়রূপিণী।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মাস্বরূপিণী ॥

* * * *

[প্রণাম করিয়ে তার চরণারবিন্দে ॥

---

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি পালন যাহার।
তিনবার চরণে তাহার নমস্কার ॥
লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে যে করে বিহার।
তিনবার নমস্কার চরণে তাহার ॥
ক্ষুধারূপে যেহি দেবী সর্ব্বভুজে হৃদে।
নমস্কার তিনবার করি তার পদে ॥
তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে যাহার বসতি।
তিনবার নমস্কার চরণে প্রণতি ॥
যেহি দেবী দয়ারূপে থাকে সর্ব্বজনে।
নমস্কার বারে বার তাহার চরণে ॥
জাতিরূপে জাতিভেদ করে যেহি জনে।
তিনবার নমস্কার তাহার চরণে ॥
লক্ষ্মীরূপে যেহি দেবী সর্ব্বজীবে স্থিতি।
নমস্কার তাহার চরণে করি নতি ॥
শান্তিরূপে যেহি দেবী জগতে বেহার।
দণ্ডবত প্রণিপাত চরণে তাহার ॥

অনন্তরূপিণী মাতা নাহি তব সীমা।
আমি সব কি বলিব তোমার মহিমা॥
সত্ত্ব রজ তম তুমি ত্রিগুণধারক।
আপনে সংসার সৃষ্টি আপনে পালক॥
রজোগুণে ব্রহ্মারূপে করহ সৃজন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করিছ পালন॥
তমোগুণে শিবরূপে করহ সংহার।
তোমার মহিমা কেবা পারে বুঝিবার॥
প্রতিবিম্বরূপে তব যতেক দেবতা।
কটাক্ষে করুণা করি রক্ষ জগতমাতা॥]*
সকলের মন তুমি জগত-আধার।[১]
প্রণাম করিয়ে মাতা চরণে তোমার॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি করয়ে স্তবন।
অন্তরীক্ষে তেজোরূপে দিলা দরশন॥

স্থিতিরূপে সর্ব্বভূতে যেহি করে ধাম।
তিনবার করি তার চরণে প্রণাম॥
যেহি দেবী ভ্রান্তিরূপে জগত ভুলায়ে।
নমস্কার নমস্কার করি তার পায়ে॥
মায়ারূপে সংসার-বন্ধের মায়া-ফাসে।

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে অধিক আছে।

১। জগতের মূল তুমি জগত-আধার ... পাঠান্তর।

ভগবতী বোলে শুন ব্রহ্মা নারায়ণ।
কি কারণে স্তব কর সব দেবগণ ॥
দেবগণ বলে দেবী করি নিবেদন।
যাহার কারণে সবে করিয়ে স্তবন ॥
[দৈত্যভয়ে আমি সব ফিরি পলাইয়া।
দুস্তরে নিস্তার কর শুন গো অভয়া ॥]*
[দৈত্যবংশে জন্মিয়াছে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই
আমা সব পরাভব পাইয়াছি তার ঠাঁই ॥
ইন্দ্র খেদাইয়া নিল অমরা নগর।
খেদাইয়া নিল সেহি দেবতা সকল ॥]†
কাড়িয়া লইল সূর্য্য চন্দ্র অধিকার।
যজ্ঞভাগ হরি নিল যত দেবতার ॥
নরাকৃত হৈয়া ফিরে যত দেবগণ।
তাহা নিবারিতে তোমা করিছি স্তবন ॥

বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে অধিক আছে।
বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্যবর।
দেব খেদাইয়া নিল অমরা নগর ॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির বিষয় লৈল কাড়ি।
নরাকৃতি হৈয়া দেবি পৃথিবীতে ফিরি ॥

[পুরুষের বধ্য নহে বরের কারণ।
তুমি বিনা রক্ষা হেতু নাহি কোন জন ॥]*
পূর্ব্বে তুমি দেবগণে করিছ[১] অঙ্গীকার।
দুষ্ট নিবারিয়া রক্ষা করিব সংসার ॥
[দেবের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
আশ্বাসিয়া ভগবতী কি বলে তখন ॥]†
শুন শুন দেবগণ কৈরেছি অঙ্গীকার।
তোমরা সকলে তাকে না করিহ ডর ॥
কহিযে তোমাকে তাকে না করিহ ভয়।
অসুর করিব নষ্ট দিলাম অভয় ॥
[দেবগণে আশ্বাস করিয়া ভগবতী।
হিমাচলে পূর্ণরূপে হইলা মূর্ত্তিমতী ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দৈত্য বধি রক্ষা মাতা করহ সংসার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥

১। কৈলা ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হেন মতে দেবগণে করিলা স্তবন।
তুষ্ট হৈয়া ভগবতী দিলা দরশন ॥

হইলা পার্ব্বতী সিংহেতে বাহন।
সহস্র বিদ্যুৎ আভা সৃষ্টির কারণ ॥]*
[অতসীকুসুম জিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নবীন-নীরদ যেন বিদ্যুতের ঘটা ॥
খগচঞ্চু নাসাতে বেসর বিম্বফল।
কুমকুমে দর্শিত মুখ প্রফুল্ল কমল ॥
মৃগমদ-চর্চ্চিত তিলক সাজে ভালে।
মণিময় কুণ্ডল দোলয়ে শ্রুতিমূলে ॥
চাচর-কেশের বেণী পৃষ্ঠেতে দোলনি।
পবন-হিল্লোলে যেন খেলে ভুজঙ্গিনী ॥
রতন-মুকুট শিরে করে ঝিলিমিলি।
বিলোল-কপাল লোল অধর বান্দনি ॥
স্থির সৌদামিনী মুখে মন্দ মন্দ হাস।
দশন দাড়িম্ব-বীজ দামিনী প্রকাশ ॥
গ্রীবাতে কেয়ুর দোলে গজমতিহার।
কুমুদিনী-বন্ধু যেন করয়ে বিহার ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হিমাচলে মূর্ত্তিমতী হৈলা ভগবতী।
পর্ব্বততনয়া নাম ধরিলা পার্ব্বতী ॥
ষোড়শী বয়সী দেবী নবীন যৌবন।
শরদ পূর্ণিমা-শশী জিনিয়া বদন ॥

অকণ্ট মৃণাল দুই বাহুর বলন।
তাহাতে বিচিত্র শঙ্খ রতন-কঙ্কণ ॥
করিকুম্ভ জিনি শোভা পীন পয়োধর।
বিচিত্র কাচুলি শোভে বক্ষের উপর ॥
মৃগ জিনি নঞান মৃগেন্দ্র মধ্যদেশ।
ক্ষীণ কটিতটে হেমকিঙ্কিণী প্রকাশ ॥
করিশুণ্ড জিনিয়া জানু মনোহর।
কাঞ্চিতে জড়িত পরিধান পাঠাম্বর ॥
স্থলপদ্ম জিনি পাদপদ্ম প্রকাশিত।
অঙ্গুলি চম্পককলি জারকে মক্ষিত ॥
নখচন্দ্রে কোটি চন্দ্র ধরণী লোটায়ে।
রুনু-ঝুনু রতন-নূপুর বাজে পায়ে ॥
কিবা সে চরণ-পদ্ম অতি মনোহর।
মধুলোভে চৌদিগে উড়িছে মধুকর ॥
সুধালোভে চকোরিণী চান্দ-মুখ চায়ে।
জল আশে চাতকিনী উড়িয়া বেড়ায়ে ॥
হেনমতে জগদম্বা হৈলা মুর্ত্তিমতী।
হিমাচলে গঙ্গাস্নান কৈলা ভগবতী ॥
গঙ্গাতটে বসি করে শরীর মার্জ্জন।
জিজ্ঞাসিলা কারে স্তব কর দেবগণ ॥
হেনকালে অভয়ার কোক বিদারিয়া।
জন্মিলা কৌশিকী দেবী মুর্ত্তিবন্ত হৈয়া ॥

জন্মিয়া কৌশিকী দেবী বোলে জগৎমাতা।
আমাকে করয়ে স্তব যতেক দেবতা ॥
এত কহি কৌশিকী চলিলা যথা তথা।
তখনে হি কৃষ্ণবর্ণ হৈলা জগতমাতা ॥
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার।
রূপের তুলনা দিতে নাহিক সংসার ॥]*
নবীন-যৌবন দেবী আছয় তথায়।[১]
নিশুম্ভ শুম্ভের দূত সংসারে বেড়ায় ॥
চাহিয়া বেড়ায় তারা[২] দেবতা সকল।
পৃথিবী বেড়ায়ে তারা গেল হিমাচল ॥[৩]
[সেই দৈত্য চণ্ডমুণ্ড দেখিল তখন।
ষোড়শবয়স বালা নবীন যৌবন ॥]†
দেখিয়া দেবীর রূপ মূৰ্চ্ছিত হইল।
[মন স্থির করি দৈত্য পুছিতে লাগিল ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। হেনমতে হিমাচলে আছে মহামায়া ... পাঠান্তর।
২। দূতে ... ... „
৩। পৃথিবী ভ্রমিঞা দূত গেল হিমাচল ... „
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কাঞ্চনপ্রতিমা দেবী দেখি গঙ্গাতটে।
ধীরে ধীরে দুই দূত আসিলা নিকটে ॥

কি নাম তোমার তুমি কাহার রমণী।
কি লাগিয়া এথা (আছ) হৈয়া একাকিনী ॥]*
[নীল-কাদম্বিনী তুমি নবীনবয়সী।
কি কারণে বনে বনে ফির গো রূপসী ॥]†
দেবী বলে ত্রিভুবনে আর কেহ নাই।[১]
যথা ইচ্ছা তথা আমি ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
এত[২] শুনি চণ্ড মুণ্ড করিল গমন।
উপনীত হইল আসি শুম্ভের সদন ॥[৩]
[রাজার নিকটে যাইয়া করি নমস্কার।
জোড়হাতে দুই দৈত্য লাগে কহিবার ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অনেক যতনে দৈত্য মনঃস্থির কৈল ॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কাহার নারী কহ সত্য ভাষা ॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার রমণী।
কি লাগিয়া যথা তথা ফির একাকিনী ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। দেবী বোলে আমার ত্রলক্ষে কেহ নাই...পাঠান্তর।
২। তাহা ... ... „
৩। উপনীত হৈলা শুম্ভ-নিশুম্ভ সদন ... „

পৃথিবী বেড়ায়া গেলাম হিমাচল।
কন্যারত্ন দেখিলাম পর্ব্বত উপর॥
এমত সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাহি।
জিজ্ঞাসা করিলে কহে আর কেহ নাহি॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
রাজার চরণে দূতে করিল নমস্কার।
জোড়হাত করিয়া লাগিল কহিবার॥
চাহিয়া বেড়াই আমি দেবতা সকল।
সংসার ভ্রমিয়া হুই গেলাম হিমাচল॥
কন্যা তথা দেখিলাম পর্ব্বত উপরে।
শরীর মার্জ্জন করে বসি গঙ্গাতীরে॥
তড়িত-জড়িত অঙ্গ নবীন যৌবন।
নবীন মেঘেতে খেলে বিদ্যুৎ যেমন॥
এমত সুন্দরী নারী না দেখি সংসারে।
মদনমোহিনী বামা পর্ব্বত-উপরে॥
দেখিলে তাহার রূপ ভুলে মুনিগণ।
কোটি চন্দ্র জিনি নারী উজ্জ্বল বদন॥
জিজ্ঞাসা করিলে কহে আমা কেহ নাই।
যথা ইচ্ছা তথা আমি ভ্রমিঞা বেড়াই॥
বিবাহ না হয় মোর অভাগ্য কারণ।
পতি বর চাহিয়া বেড়াই বোনে বোন॥

সেই কন্যা তুমি যদি[১] পার আনিবার।
সর্ব্বরত্নপূর্ণ হয় ভাণ্ডার তোমার॥
পারিজাত-পুষ্প আছে যতেক ভাণ্ডার।
অন্যান্য পাথর আছে কাঞ্চন অপার॥
[পৃথিবীতে যত রত্ন আছে সমুচিত।
কন্যারত্ন হৈলে হয় সকল পূর্ণিত॥]*
এমত সুন্দর কন্যা কভু দেখি নাই।
স্বরূপেতে তত্ত্বকথা কহিলাম তোমার ঠাঞি॥
দূতমুখে শুনে রাজা এতেক বচন।
সুগ্রীবকে ডাকি রাজা আনে ততক্ষণ॥
[দৈত্যরাজ বলে দূত অবধান কর।
পাঠাইয়া দেই তুমি চলহ সত্বর॥
রাজার আদেশে দূত চলিল ত্বরিত।
উপনীত হইয়া দূত দেখে বিপরীত॥
পাঠাইয়া দিল শুম্ভ তোমার গোচর।
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই সহোদর॥

১। যদি রাজা ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হিরা মণি মাণিক্য আছএ সমুচিত।
কন্যা-রত্ন হৈলে হয় ভণ্ডার পূর্ণিত॥

বাহুবলে জিনিলেক অমরা নগর।
চন্দ্র সূর্য্য সকলের নিল অধিকার॥
যজ্ঞভাগ কাড়ি নিল যত দেবতার।
মণি মাণিক্য আছে ভাণ্ডার॥
পারিজাত পুষ্প আছে কি কহিব আর।
এতেক সঙ্গতি আছে আমার ভাণ্ডার॥
চলহ আপনে যাই তাঁহার ভুবন।
পরিণয় হও যায়া শুম্ভের সদন॥
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর সেহি দুই মহাশয়।
ভজহ তাহারে ইচ্ছা যাকে মনে লয়॥
দেবী বলে যত দূত শুন সমাচার।
আমার ইচ্ছা তাকে ভজিবার॥
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ দুই জন।
আমিই যেমন নারী যোগ্য দুই জন॥
কিন্তু শিশুকালে আছে প্রতিজ্ঞা আমারে।
যুদ্ধ করি যেহি জন হারাইবে মোরে॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
রাজা বলে দূত তুমি কর অবধান।
দেবীর সাক্ষাতে শীঘ্র করহ পঞান॥
হিমাচলে বসি দেবী করিছে বেহার।
বুঝাইয়া কৈবা তারে মোর সমাচার॥

[প্রতিবল যেই জন হইবে আমার।
তবে সেহি জন স্থানে হইব স্বয়ম্বর ॥

চলহ সুগ্রীব তুমি বিলম্ব না কর।
অবশ্য আনিবা তাকে যেহিমতে পার ॥
রাজার বচনে দূত চলিল ত্বরিতে।
উপস্থিত হৈল যাইয়া দেবীর সাক্ষাতে ॥
দেখিয়া দেবীর রূপ দৈত্য দুরাশয়।
মদনে মোহিত হৈয়া দেবীকে বোলয় ॥
শুনগ রূপসী রামা অবধান কর।
পাঠাইয়া দিল শুম্ভ তোমার গোচর ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই সহোদর।
মহাপরাক্রম দুই বিক্রমে সাগর ॥
বাহুবলে জিনি নিল অমরা নগর।

* * * *

ইন্দ্র খেদাইয়া বীর হৈল শচীপতি।

* * * *

চন্দ্র সূর্য্য সকলের জিনিল অধিকার।
যজ্ঞভাগ কাড়ি নিল যত দেবতার ॥
ত্রিলক্ষ-ঈশ্বর হৈল দুই সহোদর।
বাহুবলে দেব জিনি হৈল দণ্ডধর ॥
হিরা মণি মাণিক আছে অনেক ভাণ্ডার।
রথ রথী ঘোড়া হাতী কহিতে অপার ॥

সংগ্রাম করিয়া যেহি করিবে পরাজয়।
সেহি জন আমার পতি হইবে নিশ্চয়॥

উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত আর পারিজাত।
দেবের সম্পদ্ যত লৈল দৈত্যনাথ॥
হাসিয়া সুগ্রীব বোলে শুনগ অবলা।
ভজগ তাহারে যাইয়া দিয়া পুষ্পমালা॥
পরমসুন্দর সেহি তুই মহাশয়।
ভজহ তাহারে দেবী যাকে মনে লয়॥
যেন পতি শুম্ভ তেন তুমি সে বনিতা।
এক তনু দুই ভাগে নির্ম্মাছে বিধাতা॥
যেমতি সুন্দরী তুমি যোগ্য পতি শুম্ভ।
ত্বরায় চলহ দেবী না কর বিলম্ব॥
ত্রলক্ষমোহিনী তুমি তাহাতে ষোড়শী।
একাকিনী বঞ্চনা কিমতে কর নিশি॥
আজি সুপ্রভাত তোমার হৈল রূপবতি
চলহ আমার সঙ্গে মিলিবেক পতি॥
ত্রলক্ষ-ঈশ্বর শুম্ভ শুনগ সুন্দরী।
তাহারে ভজিলে হবা ত্রিলক্ষ-ঈশ্বরী॥
দেবী বোলে শুন দূত বচন আমার।
আমারে হইল ইচ্ছা তাকে ভজিবার॥
কিন্তু মোর আছে এক প্রতিজ্ঞা বচন।
পতি না মিলএ মোর সেহি সে কারণ॥

তুমি গিয়া এহি কথা কহগে রাজারে।
করুক আমারে বিভা করিয়া সমরে ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
প্রতিবল আমার যে হইবার পারে।
সেহি সে পতির যোগ্য কহিনু তোমারে ॥
রণ করি যেহি জনে.করিবে পরাজয়।
সে জন আমার পতি এহি সত্য হয় ॥
দূতে বোলে সুন্দরি গো না বলিলা ভাল।
আনন্দের মধ্যে কেন বাড়াও জঞ্জাল ॥
ত্রিলক্ষ-ঈশ্বর হয় শুম্ভ দৈত্যেশ্বর।
যার বলে ইন্দ্র আদি দেবতা কাতর ॥
তার সঙ্গে যুদ্ধ তুমি করিবা কেমনে।
হেন ছার বুদ্ধি তোকে দিল কোন্ জনে ॥
রাজা পাঠাইল মোকে তোমার সাক্ষাতে।
গৌরব রাখিয়া তুমি চল মোর সাথে ॥
মধুর বচনে যদি না কর পয়ান।
চুলে ধরি নিলে পাছে বাড়িবে সম্মান ॥
বলে ধরি নিলে কেবা রাখিবার পারে তোরে।
সহায় সমতে যাবা যমের নগরে ॥
দেবী বোলে আরে দূত শুন সমাচার।
কি কারণে কর তুমি এত অহঙ্কার ॥
শিশুকালে সখি সঙ্গে খেলাইতে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি হাসিতে হাসিতে ॥

দেবীর মুখেতে শুনি এতেক বচন।
রাজার[১] সাক্ষাতে আসি মিলিল ততক্ষণ ॥
শুম্ভের চরণে দূত করে নমস্কার।
যোড়হাত করি কহে সব সমাচার ॥[২]
দেবীরে কহিল কথা শুন সাবহিতে।[৩]
ইহাতে না আসিবে দেবী তোমার সাক্ষাতে ॥
সংগ্রাম করিয়া যেহি[৪] করিবে পরাজয়।
সেহি জন হইবে ভর্ত্তা[৫] শুন মহাশয় ॥
দূতমুখে শুনি রাজা এতেক বচন।
নিশুম্ভ জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥[৬]

কি করিব অল্পবুদ্ধি না করি বিচার।
নারী হৈয়া না পারি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবার ॥
তুমি যাইয়া কহ দূত রাজার গোচর।
করুক আমাকে বিহা করিয়া সমর ॥
কিঞ্চিত করিয়া যুদ্ধ হারায়া আমারে।
বিহা করি লয়া যাউক আপনার ঘরে ॥

১। শুম্ভের ... ... পাঠান্তর।
২। জোড়হাতে সমাচার লাগিল বলিবার ... „
৩। দেবীর যে সব কথা শুন সাবধানে ... „
৪। যুদ্ধ করি তাকে যেবা ... ... „
৫। সে জন তাহার পতি ... ... „
৬। সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিল যেন ক্রোধ হুতাশন ... „

নারী হৈয়া যুদ্ধ মাগে নাহি প্রাণে ভয়।
নিশুম্ভ শুম্ভের কোপ বাড়িল অতিশয়॥
মেধসে কহিলা কথা সুরথের স্থানে।
রাজা সহ সেহি কথা বৈশ্য শুনে॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি দূতের সংবাদ।
অগস্ত্য কহেন কথা শুন রঘুনাথ॥
মার্কণ্ড পুরাণে এঁহি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
শ্লোক ভাঙ্গি লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয়॥
শ্রীগুরুর চরণ ভাবিয়া অনুক্ষণ।
ভবানীপ্রসাদ মাগে ও রাঙ্গা চরণ॥
জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর-পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥
ভবানীর পাদপদ্ম করিএ মস্তকে।
বুদ্ধি অনুসারে কবিত্ব করিলাম পুস্তকে॥
মোর দোষ গুণ সবে না করিবে মনে।
প্রণতি করিয়ে আমি সবার চরণে॥
তবে পুন রামচন্দ্র পুছিতে লাগিলা।
[দূতমুখে শুনি শুম্ভ কি কর্ম্ম করিলা॥
অগস্ত্য বলেন শুন রাম নারায়ণ।
সেহি কথা কহি প্রভু তাহে দেহ মন॥

দূতের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
ধূম্রলোচন ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ ॥
রাজা বলে শুন তুমি আমার বচন।
শীঘ্রগতি হিমাচলে করহ গমন ॥
কন্যা-রত্ন আছে সেহি পর্ব্বত উপর।
বিভা নাহি হয় সেহি মাগে স্বয়ম্বর ॥
সুগ্রীব পাঠাইয়া দিলাম তাকে আনিবার।
এথা না আসিল সেহি করে অহঙ্কার ॥]*
নিজ সৈন্য লৈয়া তুমি করহ গমন।
কেশ ধরি আন যাইয়া সেহি নারী জন ॥[১]

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহাক্রোধে জ্বলে রাজা লোহিত লোচন।
ধূম্রলোচনকে ডাক দিয়া বলিল বচন ॥
রাজা বলে শুন তুমি বচন আমার।
সৈন্য সহ হিমাচলে চল যুঝিবার ॥
কন্যারত্ন বসি আছে পর্ব্বত-উপরে।
অকুমারী নারী হৈয়া চাহে যুঝিবারে ॥
সুগ্রীব পাঠাইয়াছিলাম কৈন্যার তথা তথা।
অহঙ্কার করি নারী না আসিলা এথা ॥
১। আনহ তাহারে যাইয়া করি কিছু রণ... পাঠান্তর।

কিঞ্চিৎ করিয়া যুদ্ধ হারাইয়া তারে।
অবশ্য আনিবা তুমি আমা বরাবরে ॥[১]
[নহে বুঝাইয়া তুমি কহিবা তাহারে।
অহঙ্কার ছাড়িয়া চল শুম্ভ বরাবরে ॥
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই।
ভজহ তাহারে তুমি যাইয়া তার ঠাঁই ॥
ইহা শুনি ধূম্রলোচন হইলা বিদায়।
স্বর্ণেতে আবৃত হইয়া যুঝিবারে যায় ॥]*
চতুরঙ্গ দলে সৈন্য করিয়া সাজন।[২]
দেবীর সাক্ষাতে গিয়া মিলিল তখন ॥

১। অবশ্য আনিবা তাকে আমার নগরে ... পাঠান্তর।

বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

নতুবা বুঝাইয়া তাকে কহিবা বচন।
অহঙ্কার ছাড়ি যাইয়া ভজহ রাজন ॥
তাহা না মানিয়া যদি করে অহঙ্কার।
কেশে ধরি আন পাছে না কর বিচার ॥
তাহার রক্ষার হেতু আইসে যেবা জন।
মনুষ্য রাক্ষস কিবা আইসে দেবগণ ॥
তাহাকে হানিবা তুমি না করিবা ভয়।
কেশে ধরি সেহি কন্যা আনিবা নিশ্চয় ॥
এত বলি ধূম্রলোচন করিলা বিদাএ।
নিজসৈন্য লইয়া বীর যুঝিবারে যাএ ॥

২। করিলা গমন ... ... পাঠান্তর।

দেখিয়া দেবীর রূপ মোহিত হইলা ।[১]
স্থির হইয়া ধূম্রলোচন কহিতে লাগিলা ॥[২]
ডাক দিয়া বোলে দৈত্য শুন হে অবলা ।[৩]
শিশু হৈয়া কর যেন সর্প সঙ্গে খেলা ॥[৪]
[ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর ।
দেবের দেবত্ব লইল দর্প করি চুর ॥
বাহুবলে জিনিলেক জগত সংসার ।
অমরাপুরেতে দেখ যার অধিকার ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন ।
যার ভয়ে পলাইয়া ফিরে দেবগণ ॥
যার ডরে পৃথিবী করয়ে থর থর ।
নারী হইয়া তার সঙ্গে করিবা সমর ॥
যার রণে ভঙ্গ দিল ইন্দ্র চন্দ্র যম ।
তার সাক্ষাতে তোর কিসের বিক্রম ॥
কমলিনী হইয়া করিতে চাহ রণ ।
কেবল করিবা নষ্ট এ রূপ যৌবন ॥

১। দেখিয়া দেবীর ছটা মূর্চ্ছিত হইলা ... পাঠান্তর।
২। মনঃস্থির করি দৈত্য কহিতে লাগিলা... "
৩। হাসিয়া বোলয়ে দৈত্য শুনগ অবলা ... "
৪। মৃগ হইয়া কর কেনে সিংহ সঙ্গে খেলা... "

অসুরের বাণে তুমি যাইবা গলিয়া।
এ সুখ-সম্পত্তি নষ্ট কর কি লাগিয়া॥
শুন গো সুন্দরি তুমি বচন আমার।
শুম্ভের সহিতে কর পতি ব্যবহার॥]*
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ মহাশয়।
তার নাম শুনি কিছু তোমার নাহি ভয়॥[১]
[বাহুবলে জিনিলেক সকল সংসার।
আমাকে দেখহ যেন যম অবতার॥
পৃথিবীর যত রত্ন তাহার ভাণ্ডারে।
নারীমধ্যে বড় সেহি করিবে তোমারে॥
দেবী বলে অহে বীর শুন সমাচার।
শিশুকাল হৈতে আছে প্রতিজ্ঞা আমার॥
এমত হইবে ইহা আমি না জানি নিশ্চয়।
এত কালে হৈল মোর বিবাহ না হয়॥
তুমি যাইয়া এহি কহ রাজার গোচর।
আমার বচনে দূত চলহ সত্বর॥
কিঞ্চিৎ করিয়া যুদ্ধ হারাবে আমারে।
বিভা করি নিয়া যাউক আপনার ঘরে॥

* বন্ধনীর অংশ তৃতীয় পুথিতে অধিক আছে।
১। ভজহ তাহাকে তুমি যাহাকে মনে লয় ... পাঠান্তর।

এত শুনি ধূম্রলোচন বলে আর বার।
আরে রে পাপিষ্ঠ তুমি কর অহঙ্কার॥
আমার সাক্ষাতে কহ এমত বচন।
কেশে ধরি নিয়া যাব রাখে কোন্ জন॥
তোমার রক্ষার হেতু আইসে যেই জন।
তারে পাঠাইব সেহি দরশন॥
আগু হইয়া তবে ধূম্রলোচন মহাবীর।
দেবীর সম্মুখে আসি রণে হৈলা স্থির।
মহাকোপে কেশে ধরি আনিবারে চায়॥
তাহা দেখি ভগবতী দৈত্য পানে চায়॥
হাসি হাসি ভগবতী করে হুহুঙ্কার।
আনল হইল সব রণময় স্থল॥
অনল হৈয়া রণমধ্যে পশি।
ধূম্রলোচন পুরিয়া হইল ভস্মরাশি॥
ধূম্রলোচন পৈল রণে কেবা যুঝে আর।
তাহার সৈন্যের সহ হৈল মহামার॥
বজ্রনখদন্ত সিংহ করেন বিদার।
খড়গ দিয়া মাথা দেবী কাটিল তাহার॥
ত্রিশূলে বধিয়া কারি লইছে জীবন।
শক্তির প্রহারে রণে পাড়ে কোন জন॥
ত্রিশূল হানিয়া কার বধিছে পরাণ।
কার হাত পাও কাটি করে খান খান॥

ধূম্রলোচনের সৈন্য করিয়া বিনাশ।
রণ জয় করি দেবী করে অট্টহাস ॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হেন স্বামী বিনে তুমি পতি মাগো আর।
কে তোরে দিয়াছে বুদ্ধি যুদ্ধ করিবার ॥
দেবী বোলে রাজদূত শুনহ কারণ।
শিশুকালে আছে এক প্রতিজ্ঞা-বচন ॥
সমান বয়সী সঙ্গে খেলা খেলাইতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি হাসিতে হাসিতে ॥
রণ করি যে জনে করিবে পরাজয়।
সেহি সে আমার পতি হইবে নিশ্চয় ॥
অবলা চপলবুদ্ধি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কি মতে ভাঙ্গিব এবে নারী জাতি হৈয়া ॥
মিছামিছি যাউক মোর এ রূপ-যৌবন।
প্রতিবল আমার না হয় কোন জন ॥
পূর্ব্বে যদি জানি আমি এমত হইব।
তবে কেনে অল্প বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা করিব ॥
তুমি যাইয়া কহ তোর রাজার গোচর।
করুক আমারে বিহা করিয়া সমর ॥
একা একা যুদ্ধ করি হারাইয়া আমারে।
বিহা করি লৈয়া যাউক আপনার ঘরে ॥
দেবীবাক্য শুনি দৈত্য কোপবশ।
আরে পাপ নারি তোরে এমত সাহস ॥

[সৈন্য সহ বীর যদি পড়িল সমরে।
দূতে বার্ত্তা জানাইল রাজার গোচরে ॥]*

বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

যাহাকে সহায় করি কর অহঙ্কার।
তাকে তোকে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
যার ডরে দেবগণ হৈল বনবাসী।
নারী হৈয়া তার সঙ্গে যুদ্ধ অভিলাষী ॥
সহজে অবলা তুমি নবীন যৌবন।
তুমি কি সহিতে পার রাজার বিক্রম ॥
নীলকাদম্বিনী তুমি কোমল শরীর।
অসুরের বাণে তুমি হইবা অস্থির ॥
রাজার কি কার্য্য আছে কহিব তোমারে।
এখনে পাঠাব তোকে যমের নগরে ॥
রাজ আজ্ঞা না মানিয়া কর অহঙ্কার।
শূলে যুদ্ধের ইচ্ছা খণ্ডাইব তোমার ॥
পুনর্ব্বার কহ যদি এমত বচন।
চুলে ধরি নিয়া যাব রাখে কোন্ জন ॥
এত বলি কোপে কম্পবান্ মহাবীর।
দেবীর সম্মুখে আসি রণে হৈল স্থির ॥
মহাকোপে কেশে ধরি আনিবার যায়।
তাহা দেখি ভগবতী দৈত্য পানে চায় ॥
শশিমুখী হাসি হাসি করে হুহুঙ্কার।
হুহুঙ্কারে অনল হইল রণের মাঝার ॥

সৈন্যসহ ধূম্রলোচন হইল সংহার।
বাহুড়িয়া না আসিল তোমার গোচর ॥[১]
[কোথা হইতে আইলা নারী বড় বিচক্ষণ।
মাইয়া হইয়া করিলেক অসুর নিধন ॥]*
[কিবা সে বামার তেজ কহন না যায়।
চাহিলে তাহার পানে চক্ষু ফুটি যায় ॥]†
[তাহার বাহন সিংহে বধিল কত জন।
কামড়ে লইল কত অসুরের জীবন ॥

১। বাহুড়িয়া এমু রাজা দিতে সমাচার ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কোথা হইতে আইলা কালরূপা নারী।
হুহুঙ্কারে আনল জ্বালি সৈন্য মারে পুড়ি ॥

† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

প্রলয় আনল হইল প্রকাশি।
ধূম্রলোচন পুড়িয়া হৈল ভস্মরাশি ॥
সেনাপতি পৈল রণে কে যুঝিবে আর।
অসুরের সেনামধ্যে হৈল মহামার ॥
সিংহবাহিনী দেবী হইল তখন।
বজ্রনখদন্তে সিংহ করে বিদারণ ॥
খড়্গাধারে কত সৈন্য কাটিলা তখন।
ত্রিশূলে হানিয়া কারো লইল জীবন ॥
শক্তির প্রহারে সৈন্য করিলা বিনাশ।
রণজয় করি দেবী দিলা অট্টহাস ॥

দূতমুখে শুনি রাজা এতেক বচন।
অতি ক্রোধে হৈল রাজার ঘূর্ণিত লোচন ॥]*
[মহাক্রোধে মহাসুর উঠিলেক জ্বলি।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি ॥]†
[নারী হৈয়া সেনাপতি করিলা বিনাশ।
চণ্ড মুণ্ড ডাকি আনি করিলা আশ্বাস ॥
চণ্ডমুণ্ডে তবে রাজা বলে বার বার।
নারী হৈয়া ধূম্রলোচন করিলা সংহার ॥]‡
এ বলিয়া দৈত্যরাজ ঘুরায় লোচন।
আপনে যাইবা আজি যমের সদন ॥
[অগস্ত্য বলেন রাম শুনহ বচন।
দেবীর মাহাত্ম্য কিছু শুন দিয়া মন ॥

* বদ্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তাহার বাহন সিংহ আছে একজন।
কামড়ে লইল কত অসুর-জীবন ॥
দূতের মুখেতে রাজা শুনি এতেক বচন।
অধর চাপিছে কোপে আরক্ত লোচন ॥

† বদ্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

‡ বদ্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চণ্ডমুণ্ড ডাকি রাজা কি বোলে বচন।
নারীর যুদ্ধেত তুমি করহ গমন ॥
কমলিনী নারী হৈয়া এমত সাহস।
ত্রিভুবনে আমারে রাখিল অপযশ ॥

মেধসে কহেন কথা সুরথের গোচর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
মার্কণ্ড পুরাণে এহি ধূম্রলোচন বধ।
ভবানীপ্রসাদ বলে বন্দি কালীপদ ॥
মুনি বলে শুন রাজা বচন আমার।
তার পর যেহি হল শুন সমাচার ॥
শুম্ভ নিশুম্ভের ক্রোধ বাড়ে অতিশয়।
চণ্ড-মুণ্ড সম্বোধিয়া বলে মহাশয় ॥
সর্ব্বসৈন্য লয়ে তুমি করহ গমন।
কেশে ধরি আন যেয়ে সেই নারীজন ॥
তাহার রক্ষার হেতু আইসে কোন জন।
মনুষ্য রাক্ষস কিংবা হয় দেবগণ ॥
সবাকে মারিহ তুমি না করিহ ডর।
অবশ্য আনিবা তারে আমার গোচর ॥
নারী হয়ে ধূমকেতু মারিলা অকস্মাৎ।
তাহা শুনি চণ্ডমুণ্ড হৈল যোড়হাত ॥
যোড়হাতে চণ্ডমুণ্ড করে নিবেদন।
কি কারণে কোপ কর দৈত্যের রাজন ॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
ধূম্রলোচন বধ এহি মার্কণ্ড পুরাণ ॥

সুখে বসি থাক তুমি অমরা ভুবন।
আমি যেয়ে আনি দিব সেই নারী জন॥
কিবা যুঝে ধূম্রকেতু রণ কিবা জানে।[১]
নারীর হুঙ্কারে ভস্ম হইল আপনে॥
[ইহা বলি চণ্ডমুণ্ড হইল বিদায়।
সৈন্যেতে আবৃত হয়ে যুঝিবারে যায়॥
পঞ্চশত কোটি সেনা করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলে সাজি করিল গমন॥

১। কি যুঝিবে ধূম্রলোচন যুদ্ধ নাহি জানে ... পাঠান্তর।

সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীর মহিমা।
ব্রহ্মায় দিতে নাহি পারে যার সীমা॥
ভবানীপ্রসাদে মনে এহি আশা করি।
অন্তকালে গঙ্গাজলে দুর্গা বৈলা মরি॥
মুনি বলে অবধান কর মহাশয়।
নিশুম্ভ শুম্ভের কোপ বাড়ে অতিশয়॥
চণ্ডমুণ্ড সম্ভাষিয়া কহিছে রাজন।
নিজ সৈন্য লৈয়া তুমি কর যাইয়া রণ॥
অবলা হৈয়া করে এত অহঙ্কার।
কেশে ধরি আন যাইয়া না করি বিচার॥
তাহার রক্ষণ হেতু আইসে যেহি জন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা বিদ্যাধরগণ॥
সভাক সংহার কর না করিহ ভয়।
অবশ্য নারীকে ধরি আনিবা আলয়॥
এত শুনি চণ্ডমুণ্ড করে যোড় হাত।
নিবেদন করি আমি শুন দৈত্যনাথ॥

রথ রথী গজ বাজী কি কহিব তার।
কতেক ধানুকী চলে যুদ্ধ করিবার ॥]*
এই মতে চণ্ডমুণ্ড করিলা গমন।
উপস্থিত হল যেয়ে দেবীর সদন ॥
শূল হাতে আছে দেবী পর্ব্বত উপর।
তাহার বাহন সিংহ অতি ভয়ঙ্কর ॥
হেনকালে চণ্ডমুণ্ড গেলেন তথায়।
বিকট[১] কুটিল দেবী দৈত্যপানে চায় ॥
বিকৃত কুটিল মুখ যখন হইল।
ললাট ফুটিয়া এক নারী উপজিল ॥
[অসিতবরণ কালী করালবদন।
খড়্গ হাতে দাঁড়াইল বিকট দশন ॥]†

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
এ বলিয়া চণ্ডমুণ্ড করিলা গমন।
রণসাজে সাজাইল যত সেনাগণ ॥
অযুত অর্ব্বুদ সৈন্য নিজ পরিবার।
চতুরঙ্গদলে চলে যুদ্ধ করিবার ॥
ধানুকী সকল চলে ধনু হাতে করি।
রথ রথী গজ বাজী চলে সারি সারি ॥

১। ভ্রূকুটী ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অসিতবদনা দেবী শরীর উজ্জ্বলা।
নবীন নীরদ যেন বিদ্যুতের খেলা ॥

পাশ খট্বাঙ্গ অসি করিয়া ধারণ।
ভয়ঙ্কর বেশে মুণ্ডমালা বিভূষণ॥
[দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক কলেবর।
বিস্তার করিয়া মুখ বলিলা বিস্তার॥]*
[সুধা খাইয়া মত্ত হইয়া নাচিয়া বেড়ায়ে।
আওলা চুলে জবা ফুলে ধরণী লোটায়ে॥
নরশিরমালা গলে শুষ্ক কলেবর।
হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে ধরণী উপর॥
নাচে কালী মুণ্ডমালী সমর-তরঙ্গ।
বিলোল রসনা লোল ডগ-মগ অঙ্গ॥
নাল শতদল যেন বদন প্রকাশ।
দশন দামিনীমুখে মন্দ মন্দ হাস॥
চিবুকেত মৃগমদ অধরে বান্ধুলী।
মধুলোভে চৌদিকে ঘিরিয়া ফিরে অলি॥
ইন্দ্রনীলমণি গলে গজমতি হার।
বক্ষোদেশ বাহিয়া পড়িছে রক্তধার॥
পাশ খট্বাঙ্গ করে চন্দ্রকান্তি অসি।
বিস্তার বদন হৈল সমরেত পসি॥]†

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান করালবদনা।
করে অসি এ ষোড়শী বিকটদশনা॥

† বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে অধিক আছে।

মগন হইলা রণে আরক্ত লোচন।
সিংহনাদে কাপিলেক ই তিন ভুবন॥
[মহাবেগে চলিলেক করিবারে রণ।
বিনাশ করিলা সব অসুরের গণ॥
ঘাতন করেন দেবী বিক্রম প্রচুর।

* * *

যোধঘণ্টা করিয়া যতেক করিবর।
কত কত মহারথী ভরিছে উদর॥
বড় বড় বীর ধরি উদরে ফেলায়।
কত কত হস্তী ধরি দশনে চাবায়॥
ত্রিশূল হানিছে কাকে খট্বাঙ্গ প্রহার।
কতেক পড়িল সৈন্য কতেক আসোয়ার॥
খড়গধারে কত বীর করিয়া ছেদন।
মারিয়া অসুরদল করে রক্ত পান॥]*

বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
খড়্গাধারে বিনাশয়ে অসুরের দল॥
রথ রথী ঘোড়া হাতী করিলা সংহার।
পদাতি ধানুকী পড়ে কহিতে অপার॥
বদন বিস্তার কালী করিয়া তখন।
অসুরের সৈন্য ধরি করয়ে ভোজন॥

সৈন্যের পতন দেখি চণ্ড মহাবীর।
কালীর সম্মুখে আসি রণে হৈল স্থির ॥
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুতে টঙ্কার।
[অম্বিকার প্রতি বীর করে শরজাল ॥
শরজাল করি সেহি দেবীরে ঢাকিল।
বাণাঘাতে ভগবতী কুপিত হইল ॥
ক্রোধে কালী জর্জ্জরিত হয় নিরন্তর।
কাটিলা চণ্ডের মাথা দিয়া দীর্ঘ শর ॥
চণ্ডের নিপাত যদি হইল সমরে।
খলখলি হাসি দেবী রণমধ্যে ফিরে ॥]*

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কালীকে ঢাকিয়া কৈলো বাণ অন্ধকার ॥
বাণাঘাতে কুপিত হৈলা ভগবতী।
লোহিতলোচনে চাহে চণ্ড বীর প্রতি ॥
তবে কালী চণ্ডের চিকুর চাপি ধরে।
কাটিলা মস্তক তার খড়্গের প্রহারে ॥

বড় বড় বীর ধরি বদনে ফেলায়ে।
রক্তমাংস খায়া অস্থি দশনে চাবায়ে ॥
ত্রিশূলে হানিছে কত খট্টাঙ্গ প্রহার।
একা কালী দৈত্যকুল করিলা সংহার ॥
খড়্গাধারে দৈত্যশির ফেলায়ে ছেদিয়া।
রুধির করিয়া পান বেড়ায়ে নাচিয়া ॥

চণ্ডের পতন দেখি মুণ্ড মহাবীর।
সৈন্য পাছ করি আসি রণে হৈলা স্থির॥
[দেবীকে ডাকিয়া কেমন বোলেন উত্তর।
চণ্ড বীর মারি তুমি দেখাইলা বল॥
এ বোলিয়া দিল বীর ধনুতে টঙ্কার।
দেবীকে ডাকিয়া করে বাণ অবতার॥
চোখা চোখা বাণ মারে অম্বিকার প্রতি।
অস্ত্রাঘাতে কুপিতা হইলা ভগবতী॥
ক্রোধে কালী যাইয়া ধরে চণ্ড বীরবরে।
খড়্গের প্রহারে দেবী কাটে তার শিরে॥]*
এই মতে চণ্ডমুণ্ড করিলা বিনাশ।
রণ জয় করি দেবী দিলা অট্টহাস॥[১]

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মুণ্ড বীর বলে আরে পাপ নারি ছার।
চণ্ড বীর মারিয়া করহ অহঙ্কার॥
না জানহ মুণ্ড বীর কাল অবতরি।
এখনি পাঠাব তোরে যমের নগরী॥
এত বলি ধনু ধরি উঠে লাফ দিয়া।
মারিল অসংখ্য বাণ দেবীর মুখ চাইয়া॥
চোখা চোখা বাণ মারে কালিকার প্রতি।
অস্ত্রাঘাতে কুপিত হৈলা ভগবতী॥
ক্রোধে কালী মুণ্ডমালী ধরে মুণ্ড বীর।
খড়্গের প্রহারে তার কাটি পাড়ে শির॥

১। রণজয়ী দেবী দিলা অট্ট অট্ট হাস ... পাঠান্তর।

[করালবদন দেবী জয় কৈলা রণ।
আপনে অম্বিকা করে ঘণ্টার বাদন ॥
তবে কালী দুই দৈত্যের মুণ্ড নিয়া ধায়।
দুই শির আনি দিলা অভয়ার পায় ॥
তাহা দেখি ভগবতী কি বোলে তখন।
সৈন্যসহ চণ্ডমুণ্ড করিলা নিধন ॥
চণ্ডমুণ্ড পশু তুমি করিলা সংহার।
আজি হৈতে চামুণ্ডা নাম হইল তোমার ॥]*
ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল ॥
কাটালিয়া গ্রামে বাস করবংশে উৎপত্তি।
নয়ানকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি ॥
তাহাতে ভরসা কালি চরণ তোমার।
বন্ধুহীন হইয়াছি করহ উদ্ধার ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চণ্ডমুণ্ড বধি কালী জয় কৈলা রণ।
তখনে অম্বিকা করে ঘণ্টার বাদন ॥
তবে কালী অসুরের দুই মুণ্ড লইয়া।
অভয়ার পাদপদ্মে দিল সমর্পিয়া ॥
মুণ্ড দেখি হাসি হাসি বোলেন অম্বিকা।
আমার বচন তুমি শুন গো কালিকা ॥
চণ্ড মুণ্ড দুই দৈত্য করিলা সংহার।
আজি হৈতে হৈল নাম চামুণ্ডা তোমার ॥

তাহাতে ভরসা মাত্র মনরূপ কালী।
তাহার ইচ্ছাতে যদি বর্ণিবারে পারি॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিলাম আমি অন্য নাহি জানি॥
[অগস্ত্য বোলেন কথা শুনহ শ্রীরাম।
দেবীর মাহাত্ম্য কহে মার্কণ্ড পুরাণ॥
মেধসে কহেন কথা শুনেন সুরথ।
শুম্ভ নিশুম্ভের কথা চণ্ডমুণ্ড-বধ॥
সেই কথা মুনি স্থানে শুনে বৈশ্যবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
ভাবিয়া সতত শ্রীগুরুপাদকমল।
রচিলা প্রসাদ রায় দুর্গার মঙ্গল॥]*

ইতি চণ্ডমুণ্ড-বধ।

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অগস্ত্যে কহেন রাম কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ডপুরাণ॥
মেধসে কহেন কথা শুন হে সুরথ।
শুম্ভ-নিশুম্ভ-সেনা চণ্ডমুণ্ড-বধ॥
সেহি কথা কহি আমি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
ভবানীপ্রসাদে মনে এহি আশা করি।
অন্তকালে গঙ্গাজলে দুর্গা বৈলা মরি॥

নাচে কালী করালিনী * * *
সঙ্গে নাচে ডাকিনী, বিষম সমরমাঝে ॥ ধূয়া ॥
[তবে পুন রামচন্দ্র কহিতে লাগিলা।
শুনিয়া কহিছে শুম্ভ কি কার্য্য করিলা ॥
মুনি বলে শুন রাম অবধান কর।
কহিব সে সব কথা তোমার গোচর ॥
যেহি মতে চণ্ডমুণ্ড হইল সংহার।
উপনীত হল দূত সাক্ষাতে তাহার ॥
দূত বলে মহারাজ শুনহ বচন।
মারিলেক চণ্ডমুণ্ড সেহি নারী জন ॥
বসিয়া ছিলেন দেবী পর্ব্বত-উপরে।
সিংহেতে বাহন দেবী শূল নিয়া করে ॥
সহস্র বিদ্যুত আভা কিরণ করণ।
বদন শরদ-ইন্দু নবীন যৌবন ॥
বেড়াইলাম ত্রিভুবন দিগ্‌দিগন্তর।
হেন রূপ নাহি দেখি জগত সংসার ॥
চখে পেয়েছ তুমি সেই কিছু নয়।
তাহার অধিক রূপ শুন মহাশয় ॥
তাহার ললাটে এক নারী উপজিল।
সৈন্যসহ চণ্ডমুণ্ড সেহি যে মারিল ॥
দূতের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
কোপেতে দুঃখিত হৈয়া ঘুরায় লোচন ॥

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া গোপেতে দেয় তাও।
নিশুম্ভকে ডাকি কহে * * * ॥]*

বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তবে রাম মুনিস্থানে জিজ্ঞাসা করিলা।
শুনিয়া নিশুম্ভ-শুম্ভ কি কর্ম্ম করিলা॥
অগস্ত্য বোলেন রাম কর অবধান।
কহিব সে সব কথা তোমা বিদ্যমান॥
চণ্ডমুণ্ড সংহার করিলা যদি কালী।
রাজাকে জানাইতে তবে দুত গেল চলি॥
যোড়হাতে দুত বলে শুন দৈত্যনাথ।
রামার সমরে চণ্ডমুণ্ড হৈল পাত॥
বসিয়া আছিল দেবী শূল লৈয়া করে।
সিংহবাহনে দেবী পর্ব্বত-উপরে॥
চণ্ডমুণ্ড-সৈন্য দেখি মহাক্রোধ হৈল।
তাহার ললাটে এক নারী উপজিল॥
ভয়ঙ্করা সেহি নারী দেখি লাগে ত্রাস।
বরুণ তমাল অঙ্গ বিগলিত বাস॥
করে চন্দ্রকান্তি অসি করয়ে ধারণ।
নরমাথা গলে গাঁথা করাল বদন॥
বিকসিত কেশপাশ ধরণী লোটায়।
সুধা খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচিয়া বেড়ায়॥
কিবা অপরূপ রামা নবীন রঙ্গিণী।
আপুনি যেমন তেমনি তার সঙ্গের সঙ্গিনী॥

[নিশুম্ভ কহিছে কথা করি যোড় কর।
কার তরে কোপ তুমি কর দৈত্যেশ্বর ॥]*
[স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিলাম ত্রিভুবন।
নারীর বিক্রমে মোকে কি করিতে পারে ॥
তোমার আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
রক্তবীজ পাঠাইলে যুঝিবে এখন ॥
ইহা শুনি রক্তবীজ আদেশ করিল।
আজ্ঞা মাত্র রক্তবীজ সম্মুখে আসিল ॥]†

নাচয়ে যোগিনীগণ কালীকে ঘিরিয়া।
যোগায় যোগিনী সুধা কটরা ভরিয়া ॥
মধুপানে ক্রোধমনে বিলোলবসনা।
খড়্গাধারে নাশ করে অসুরের সেনা ॥
চণ্ডমুণ্ড সহ সৈন্য করিল বিনাশ।
রণজয় করি কালী কৈল অট্টহাস ॥
দূতের মুখেত শুনি এতেক বচন।
কোপেতে পূর্ণিত শুম্ভ আরক্তলোচন ॥
নিশুম্ভকে ডাকি শুম্ভ কহে বার বার।
নারী হৈয়া সর্ব্বসৈন্য করিলা সংহার ॥

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বাহুবলে জিনিলাম ইন্দ্র চন্দ্র যম।
কি করিতে পারে মোরে নারীর বিক্রম ॥

রাজা বোলে রক্তবীজ শুন সমাচার।
নারী হৈয়া চণ্ডমুণ্ড করিল সংহার ॥
[নিজ সৈন্য লৈয়া তুমি করহ গমন।
কেশে ধরি আন যাইয়া সেই নারী জন ॥
এত শুনি রক্তবীজ করিলা গমন।
সৈন্যেতে আবৃত হইয়া চলিল তখন ॥]*
ছেয়াশী অযুত সৈন্য যায় মহারথিগণ।
মুখ্য মুখ্য বীর চলে করিবারে রণ ॥
শত কোটি সেনা যায় মহাপরাক্রম।
পঞ্চাশ অর্ব্বুদ সেনা যায় রণভূম ॥
[সাজাইল হস্তী ঘোড়া অতি মনোহর।
রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিল সকল শরীর ॥

রক্তবীজ সেনাপতি পাঠাও সমরে।
কেশেতে ধরিয়া যায়া আনুক নারীরে ॥
তবে রাজা রক্তবীজে আদেশ করিলা।
আজ্ঞামাত্র রক্তবীজ সমুখে দাঁড়াইলা ॥
বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
নিজ সৈন্য লয়া তুমি চল হিমগিরি।
কেশে ধরি আন গিয়া সেই পাপ নারী ॥
এ বলিয়া রক্তবীজ করিলা বিদায়।
সৈন্যেতে আবৃত হৈয়া যুঝিবারে যায় ॥

ঘণ্টা ঘুঙ্গুরু দিল বাঁধিয়া গলায়।
সুবর্ণের তক্তি গলে সুন্দর শোভায় ॥
হস্তীর উপরে দিল হাওদা আম্বরি।
এমতে সাজিলা রণে কত মহাবলী ॥
এক এক রথে দুই হস্তীর যোগান।
চারি অশ্ব বাঁধি দিল টানে রথ যান ॥
সাজাইল ঘোড়া সব করি পরিপাটি।
যোত মৌতন দিয়া বাঁধিলেক আটি ॥
গলে গলঘণ্টা শোভে চরণে নূপুর।
পৃষ্ঠদেশে জিনপোষ গমন মধুর ॥
চিত্র বিচিত্র অতি দেখিতে কোমল।
ইসারা করিলে উঠে গগনমণ্ডল ॥
এই মতে গজবাজী করিয়া সাজন।
চলিলেক রক্তবীজ করিবারে রণ ॥
রণবাদ্য বাজে সহস্র বত্রিশ বাজন।
হিমাচলে যায়া বীর দিলা দরশন ॥
দেবী আর সিংহে কালী আছেন বসিয়া।
তথা গেল মহাসুর নিজ সৈন্য লৈয়া ॥
সৈন্য দেখি ভগবতী হাসে খল খল।
এখনে পাঠাব দুষ্ট যাবে যমঘর ॥
এ বলিয়া মায়া প্রকাশিলা ভগবতী।
আকর্ষণ করে যত দেবতা শকতি ॥

যেহি দেব সেহি রূপ বাহন ভূষণ।
সেই রূপ হইয়া দেবী দিলা দরশন॥
ব্রহ্মার শরীর হইতে হইয়া বাহির।
ব্রহ্মাণী আসিয়া রণে হইলেন স্থির॥
আরোহিলা দেবী তবে হংসযুক্ত রথে।
গলে যজ্ঞসূত্র শোভে কমণ্ডলু হাতে॥
বিষ্ণুর শরীর হইতে লক্ষ্মী বাহির হৈয়া।
আসিলা বৈষ্ণবী দেবী গরুড়ে চড়িয়া॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
পীতবাস কটিদেশে বনমালা গলে॥
মহেশ-শরীর হইতে আইলা মহেশ্বরী।
ত্রিশূল লইয়া হাতে দিব্য রথে চড়ি॥
নৃসিংহ-শরীর হইতে হইলা বাহির।
নরসিংহ মূর্ত্তি হৈয়া রণে হৈলা স্থির॥
অবতার ছিল পূর্ব্বে বরাহের কায়।
বারাহী হইয়া শক্তি আসিলা তথায়॥]*

বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বাহন করিল দেবী হংসযুক্ত রথে।
গলে যজ্ঞসূত্র শোভে কমণ্ডলু হাতে॥
বিষ্ণু হইতে নিকলি আইল বৈষ্ণবী।
রণস্থলে উপস্থিত হৈল মহাদেবী॥

রক্তবীজ-সৈন্য সব করিতে সংহার।
আসিলা বারাহী দেবী রণ করিবার ॥
[কার্ত্তিক-শরীর হৈতে বাহির হইয়া।
আসিলা কৌমারী দেবী ময়ূরে চড়িয়া ॥
ইন্দ্রের শরীর হইতে হইয়া বাহির।
বজ্রহাতে করি দেবী রণে হৈলা স্থির ॥
ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবী করি আরোহণ।
দেবরাজমূর্ত্তি ধরি সহস্রলোচন ॥
এহি মতে কত শত শক্তি উপজিল।
ঈশান হইতে তুই নারী যে আসিল ॥
কৌষিকী অপরা তারা হইল আখ্যান।
আর যত দেবীগণ তার কত নিব নাম ॥
দেবী বোলে শক্তিগণ শুন আমার বচন
বিনাশ করহ রণে অসুরের গণ ॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড় বাহন।
পীতবাস পরিধান কেয়ূর ভূষণ ॥
শিবের শরীর হৈতে আইল মহেশ্বরী।
ত্রিশূল লইয়া হাতে বৃষভেতে চড়ি ॥
নরসিংহ শরীরতে হৈয়া বাহির।
নারসিংহী মূর্ত্তি হৈয়া হৈল সুস্থির ॥
অবতার হৈলা পূর্ব্বে বরাহের কায়।
বরাহের রূপে শক্তি আসিলা তথায় ॥

এ বলিয়া ভগবতী ঈষৎ হাসিয়া ।]*
দূত করি মহেশ্বর দিলা পাঠাইয়া ॥
দেবীর বচন শুনি চলে মহেশ্বর ।
উপনীত হল শুম্ভ-নিশুম্ভগোচর ॥[১]
শিব দেখি দুই ভ্রাতা সম্ভ্রমে উঠিল ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পদে প্রণাম করিল ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কার্ত্তিক-শরীর হৈতে আইল কৌমারী ।
ময়ূরবাহন দেবী ধনু বাণ ধারি ॥
দেবরাজ শরীরেত হইয়া বাহির ।
আসিয়া ইন্দ্রাণী দেবী রণে হৈলা স্থির ॥
বজ্রহস্তে ঐরাবতে করিয়া বাহন ।
দেবরাজ মূর্ত্তি দেবী সহস্রলোচন ॥
ঈশান হইতে দুই দেবী উপজিল ।
কৌষিকী অপরাজিতা সমরে আসিল ॥
আর যত শক্তিগণ কত নিব নাম ।
চৌষট্টি যোগিনী আইলা করিতে সংগ্রাম ॥
করে অসি এ ষোড়শী যতেক যোগিনী ।
রণরঙ্গে কালী সঙ্গে নাচএ ডাকিনী ॥
উদল-কেশে লেঙ্গটা বেশে সমরতরঙ্গে ।
নাচে কালী মুণ্ডমালী যোগিনীর সঙ্গে ॥
হেন মতে জগদম্বা মায়া প্রকাশিয়া ।

১। উপস্থিত হৈলা যাইয়া শুম্ভের গোচর ... পাঠান্তর ।

[বিনয় করিয়া শুম্ভ বলে বার বার।
কি কারণে আগমন পুরেতে আমার ॥]*
শঙ্কর বোলেন শুন তুই সহোদর।
যে লাগিয়া আসিয়াছি অবধান কর ॥
[অসুর হইয়া নিলা দেব-অধিকার।
**মূর্ত্তি হইলা দেবী তোমাকে মারিবার ॥
অথবা পলায়া তুমি চলহ পাতালে।
নহিলে সবংশে দেবী মারিবে তোমারে ॥
শিবের মুখেতে দৈত্য শুনি সমাচার।
অতিক্রোধে হইল যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ॥]†

---

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
করজোড় করি শুম্ভ বোলএ বচন।
কি কারণে আগমন কহ ত্রিলোচন ॥
আজি সুপ্রভাত মোর ভাগ্যের উদয়।
মোর গৃহে আগমন কৈলা দয়াময় ॥

† বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অসুর হইয়া লৈলা দেবের সিংহাসন।
মূর্ত্তিবতী হৈলা দেবী তাহার কারণ ॥
তোমার বধের হেতু দেবী মহামায়া।
হিমাচলে বসিয়াছে সাকার হইয়া ॥
যুদ্ধের নাহি কার্য্য শুন মহাবীর।
ভজহ ভবানীপদ দিয়া ফুল নীর ॥

তুমি প্রভু বিশ্বনাথ কহ হেন কথা।
অন্য জনে কহে যদি ভাঙ্গি তার মাথা॥
[তোমাবলে পাইলাম দেব-অধিকার।
নারীর সমরে তুমি বল পালাবার ॥]*
রক্তবীজ আদি করি আছে সেনাগণ।
যে জন জিনিতে পারে ই তিন ভুবন॥
এত শুনি পলাইলা দেব পঞ্চানন।[১]
দেবীর সাক্ষাতে আসি কহে বিবরণ॥
শুনিয়া কুপিত হৈলা দেবী ভগবতী।
ইঙ্গিত করিলা দেবী শক্তি সব প্রতি॥

নতুবা পলাও তুমি লইয়া পরিবার।
নহিলে সংবশে দেবী করিবে সংহার॥
শিবের মুখেত দৈত্য শুনি হেন বাণী।
মহা ক্রোধে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুনি॥

* বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তোমার বরেতে পাইনু দেব-অধিকার।
নারীর সমরে প্রভু বল পালাবার॥
বাহুবলে জিনিলাম ইন্দ্র চন্দ্র যম।
কি করিতে পারে মোরে নারীর বিক্রম॥

১। এত বলি চলি গেলা দেব পঞ্চানন ... পাঠান্তর।

[দেবী বোলে শক্তিগণ শুনহ বচন।
বিনাশ করহ যত অসুরের গণ ॥]*
দূত করি পাঠাইলা দেব পঞ্চানন।
শিবদূতী নাম দেবী হল তেকারণ ॥
[দেবী দৈত্য-দল সহ বাঝিল মহামার।
অতি ঘোরতর রণ দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥]†
[ছিটায় ব্রহ্মাণী শক্তি কমণ্ডুলের জল।
মন্ত্রপূতে ভস্ম হয় অসুরের দল ॥
ত্রিশূলে হানিয়া দৈত্য মারে মহেশ্বরী।
বারাহী করেন রণ তুণ্ডেতে প্রহারি ॥
করিছে বৈষ্ণবী দেবী অস্ত্রের প্রহার।
নারসিংহী করিছে দৈত্য নখেতে বিদার ॥
হানিছে কৌমারী দেবী অস্ত্রের প্রহার।
হানিছে ইন্দ্রাণী দৈত্য করে মহামার ॥
এহি মতে দৈত্য-সেনা হইছে সংহার।

*   *   *

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীদলে দৈত্যদলে বাজিল সমর।
ঘোরতর যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর ॥

কৌষিকী অপরাজিতা কোন কর্ম্ম করে।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী মারে বহুতরে ॥]*
কার হাত পাও কাটে কারো কাটে মুণ্ড ।[১]
নাচিয়া বেড়ায় কেহ হইয়া উলঙ্গ ॥[২]
সহিতে না পারি রণ ত্যজিয়া পলায়।
জল জল বলি সবে চারিদিকে ধায় ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হংসরথে চড়ি যুদ্ধে চলিলা ব্রহ্মাণী।
মন্ত্র পড়ি ছিটাইলা কমণ্ডুলের পাণি ॥
জীবগাএ লাগে পাণি ভস্ম হৈয়া পড়ে।
এমতে ব্রহ্মাণী দেবী অসুর সংহারে ॥
মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে করএ সংহার।
বারাহী করএ রণ তুণ্ডের প্রহার ॥
বৈষ্ণবী করিছে রণ চক্রেত ঘাতন।
গদার বাড়িতে সৈন্য করে নিপাতন ॥
নারসিংহী করে রণ নখেতে বিদার।
করিছে কৌমারী দেবী শক্তির প্রহার ॥
কৌষিকী অপরাজিতা করিয়াছে রণ।
রথ রথী ঘোড়া হাতী করএ ভোজন ॥
দেবীর বাহন সিংহ করে মহামার।
বজ্রনখ দন্তেতে করএ বিদার ॥

১। কন্ধ ... ... পাঠান্তর।
২। কবন্ধ ... ...

[কোথা জল কোথা জল বলে সর্ব্বজন।
সহিতে না পারে কেহ নারীর বিক্রম ॥
দেবীর বাহন সিংহে করে মহামার।
বজ্রনখ দন্তে সব করেন সংহার ॥
এহি মতে সৈন্য সব যমঘরে পাঠায়।
রথে বসি রক্তবীজ চাহিয়া দেখয় ॥
সৈন্য পাছ করি আগু হৈল মহাবীর।
দেবীর সম্মুখে আসি রণে হৈল স্থির ॥
মাতৃগণ ডাকি তারে কি বোলে বচন।
মারিয়া পাঠাব তোরে যমের ভুবন ॥
আমা বিদ্যমানে তুমি সৈন্য কৈলা ক্ষয়।
ইহার উচিত তোমা ভোগাব নিশ্চয় ॥
এ বলিয়া দিল বীর ধনুকে টঙ্কার।
মাতৃগণ ঢাকি কৈল বাণে অন্ধকার ॥
তাহা দেখি ভগবতী শূল নিলা করে।
মারিলেক শেল তার বুকের উপরে ॥
শূলাঘাতে রক্তবীজ দেখে অন্ধকার।
শরীর বাহিয়া রক্ত পড়ে পঞ্চধার ॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীগণে দৈত্য কাটি ভরএ খাপর।
ভয়ঙ্কর রূপে দেবী করএ সমর ॥

শরীরের[১] রক্ত যদি ভূমিতে[২] পড়িল।
কোটী কোটী রক্তবীজ তাহাতে জন্মিল॥

১। রক্তবীজের ... ... পাঠান্তর।
২। ভূমেত ... ... „

* * * বড় বীর বদনে ফেলায়।
রক্তমাংস খাইয়া অস্থি দশনে চাবায়॥
শিবাগণে মরা মাংস করিয়া ভোজন।
মহা ঘোরতর নাদ করএ তখন॥
হেনমতে সর্ব্বসৈন্য যমঘরে যায়।
রণজয় করি কালী নাচিয়া বেড়ায়॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী সঙ্গে রণে নাচে কালী।
চৌদিগে যোগিনীগণে দেয় করতালি॥
হেন মতে সর্ব্বসৈন্য হৈল সংহার।
রথে বসি রক্তবীজ দেখে চমৎকার॥
মহাক্রোধে মহাবীর উঠিলেন জ্বলি।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি॥
দন্ত ওষ্ঠ চাপি বীর ঘুরায় লোচন।
সারথির পরে বোলে তর্জ্জন বচন॥
আমার সাক্ষাতে সৈন্য গেল যমঘর।
কি কথা কহিব গিয়া রাজার গোচর॥
এত বলি দিল বীর ধনুকে টঙ্কার।
সসাগরা পৃথিবী লাগিল কাপিবার॥

সেহি বলবীর্য্য সবে সেহি পরাক্রম।
দেখিয়া পাইলা ত্রাস যত দেবগণ ॥[১]
তাহা দেখি ভগবতী কি বোলে বচন।[২]
একত্র হইয়া সবে কর মহারণ ॥[৩]
দেবীর মুখেতে শুনি এতেক উত্তর।[৪]
একবারে করে রণ মাতৃকানিকর ॥[৫]

পদভরে পৃথিবী করএ টলমল।
আরক্ত দুই চক্ষু করে ছল ছল ॥
গর্জ্জিয়া বুলিছে বীর আরে পাপ নারি।
অখনি পঠাব তোরে যমের নগরী ॥
আমা বিগুমানে যত সৈন্য কৈল্যা ক্ষয়।
ইহার উচিত ফল ভোগাব নিশ্চয় ॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে বাণ যুড়িয়া ধনুতে।
আকর্ণ পুরিয়া মারে দেবীগণ বুকে ॥
তাহা দেখি ভগবতী শূল নিঞা হাতে।
শূলের প্রহারে দেবী করিলা বুকেতে ॥
শূলের প্রহার দৈত্য দেখে অন্ধকার।
বক্ষোদেশ বাহিয়া পড়িছে রক্তধার ॥

১।	বিস্ময় হৈলা যত দেবীগণ	...		পাঠান্তর।
২।	বোলেন উত্তর	...	...	”
৩।	করহ সমর	...	...	”
৪।	বচন	...	...	”
৫।	যত দেবীগণ	...	...	”

[ছিটায় ব্রহ্মাণী দেবী কমণ্ডুলের জল।
মন্ত্রপূতে ভস্ম করে অসুরের দল॥
ত্রিশূলে হানিয়া দৈত্য মারে মহেশ্বরী।
বারাহী মারেন সব ওষ্ঠেতে প্রহারি॥
করিলা বৈষ্ণবী দেবী গদার প্রহার।
চক্রাঘাতে মাথা কাটি পাড়িল কাহার॥
নারসিংহী করিছেন নখেতে বিদার।
হানিছে কৌমারী দেবী অস্ত্রের প্রহার॥
বজ্রাঘাতে ইন্দ্রাণী করিছেন সংহার।
কৌষিকী অপরাজিতা তারা করে মার॥
এহিমতে মাতৃগণে করিলা সমর।
মহাঘোরতর রণ হইল বিস্তর॥
দেবীগণে মহাসুর বিনাশ করয়।
বিনাশ হইবে কিবা দ্বিগুণ বাড়য়॥]*
পৃথিবী ভরিয়া সব রক্তবীজময়।
তাহা দেখিয়া দেবী-দলে পাল্যা ভয়॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
যার যেহি অস্ত্র ধরি করে মহামার।
মহাঘোরতর রণ হইল অপার॥
দেবীগণে রক্তবীজ করিলা নিধন।
নিধন হইবে কিবা বাড়এ দ্বিগুণ॥

[আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।
রসনা বিস্তারি কর রুধির ভোজন॥
ই বলিয়া দেবীগণে করিয়া আদেশ।
প্রমাদ হইল হেন বলে সর্ব্বজন॥*]
তাহা দেখি কোন্ কর্ম্ম করিছে অম্বিকা।
ডাকিয়া বোলেন দেবী শুন রে[১] কালিকা॥
[আপনে করহ তুমি বিস্তার বদন।
রসনা বিস্তারি কর রুধির ভোজন॥
ই বলিয়া ভগবতী করিলা আদেশ।
ক্রোধিত হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
আউলা হইল কেশপাশ খসিল অম্বর।
পদভরে ত্রিভুবন করে থর থর॥
মুনি বোলে অবধান করহ শ্রীরাম।
আর এক মত কহি তোমা বিদ্যমান॥
কালীপদভরে পৃথ্বী করে টলমল।
বাসুকি ছাড়িয়া ক্ষিতি যায় রসাতল॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
রণে না হইল বুঝি রক্তবীজ নাশ।
ভাবিয়া দেবতা সব হইলা হুতাশ॥

১। শুনগ ... ... পাঠান্তর।

পৃথিবী কহেন গিয়া ব্রহ্মার গোচর।
সহিতে না পারি আমি কালীপদভর॥
তাহা শুনি ব্রহ্মা দেব আর দেবগণ।
শিবের চরণে গিয়া করে নিবেদন॥
দেবগণ আশ্বাসিয়া চলে মহেশ্বর।
শবরূপ হৈয়া পড়ে কালীপদতল॥
বাসুকি সহিতে স্থির হইল ধরণী।
তদবধি শবরূপ হইলা * * * ॥*]

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
আপনে করহ তুমি বিস্তার বদন।
রক্তবীজের রক্ত দেবি করহ ভোজন॥
শ্রবণে শুনিলা যদি দেবীর আদেশ।
ক্রোধে কালী হইলেন ভয়ঙ্করী বেশ॥
বিগলিত কেশপাশ গলিত বসন।
ভ্রুকুটীকুটিল মুখ করাল বদন॥
বিকটদশন লোল বিস্তার রসনা।
তরুণ তমাল অঙ্গ অসিতবরণা॥
করে চন্দ্রকান্তি অসি করে ঝলমল।
পদভরে পৃথিবী করএ টলমল॥
কালীপদভরে ক্ষিতি রসাতল যায়।
অকালে প্রলয় বুঝি করে মহামায়॥
ব্রহ্মার নিকটে বসুমতী করে নিবেদন।
কালীপদভরে আমি যাই রসাতল॥

দেখি আনন্দিত হৈলা যত দেবগণ।
[করিলা আপনে কালী বিস্তার বদন ॥
খড়গধারে মাথা তার কাটিয়া ফেলায়।
ভূমিতে পড়িবামাত্র তুলিছে জিভায় ॥
ছিটায় ব্রহ্মাণী দেবী কমণ্ডুলের জল।
জলের ছিটায় ভস্ম হৈইছে সকল ॥
করেন ইন্দ্রাণী দেবী বজ্রের প্রহার।
দেবীগণে রণমধ্যে করে মহামার ॥]*

তাহা শুনি ব্রহ্মার সহিত দেবগণ।
আজি তোমার চরণে করএ নিবেদন ॥
দেব আশ্বাসিয়া শিব রণভূমে চলে।
শবরূপ হৈয়া পড়ে কালীপদতলে ॥
অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
আর এক মত কথা করিল বাখান ॥
শবশিব-বাহন হইল নারায়ণী।
বাসুকি সহিতে স্থির হইল ধরণী ॥
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,-
তখনে হইলা কালী বিস্তার বদন।
রসনাতে ঘিরি লৈল রক্তবীজগণ ॥
* * * *
দেখিয়া কম্পিত হৈল এ তিন ভুবন ॥

শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়।
রুধির খাইয়া অস্থি অপরে চাবায়॥
রুধির করিছে পান ভৈরবী যোগিনী।
সুধাপানে মত্ত হৈলা আপনি[১] ভবানী॥
রুধির করিয়া পান নাচিয়া বেড়ায়।
রণজয়ানন্দ বড় হৈল মহামায়॥
খড়গধারে মাথা কাটে ভরিয়া[২] খাপর।
রুধির করিছে পান হরিষ অন্তর॥
খট্বাঙ্গ প্রহার করে অস্ত্রের[৩] প্রহার।
এহিমতে রক্তবীজ করিলা সংহার॥

খড়্গাধারে দৈত্যমাথা কাটিয়া ফেলায়।
ভূমিতে না পড়ে রক্ত পড়এ জিহ্বায়॥
রসনা বাহিয়া যদি পড়ে রক্তধার।
শিবাগণে সেহি রক্ত করয়ে আহার॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আর দেবী মাহেশ্বরী।
কৌষিকী অপরাজিতা ইন্দ্রাণী কৌমারী॥
যার যেহি অস্ত্র ধরি করএ প্রহার।
দেবীগণ রণমধ্যে করে মহামার॥

১। নাচএ ... ... পাঠান্তর।
২। ভরএ ... ... „
৩। শূলের ... ... „

[অসুরের রক্ত যত কালী পান কৈল।
নীরক্ত হইয়া বীর রথমধ্যে পৈল ॥]*
পড়িয়া রহিল রণে রক্তবীজের কায়।
এমত সুন্দর তনু ভূমিতে লোটায় ॥
রক্তবীজ মারি দেবী জয় কৈলা রণ।
রণমধ্যে নাচে কালী আর দেবগণ ॥
দূত বার্ত্তা জানাইল রাজা বিদ্যমান।
রণমধ্যে রক্তবীজ ত্যজিল পরাণ ॥
শুনিয়া জ্বলিল তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
নারী হৈয়া সেনা মোর করিল সংহার ॥
অগস্ত্য বোলেন রাম কর অবধান।
রক্তবীজ-বধ এই মার্কণ্ড পুরাণ ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শরীরের রক্ত যদি হইল পতন।
* * * রথে পড়িল তখন ॥
ভূমিতে পড়িল যদি রক্তবীজকায়ে।
রণজয় করি কালী নাচিয়া বেড়ায়ে ॥
তখনে অম্বিকা কৈলা ঘণ্টার বাদন।
আনন্দিত হৈল তবে যত দেবগণ ॥
হেন মতে রক্তবীজ হইলা নিধন।
দূতে বার্ত্তা জানাইল রাজার গোচর ॥

মেধসে কহেন কথা শুনে নরেশ্বর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
ভবানীপ্রসাদ বোলে কবি পুটাঞ্জলি।
অন্তকালে পদছায়া দিবা মোরে কালী ॥[১]

ইতি রক্তবীজ-বধ।

১। রণবেশে আউলাকেশে দেখা দিবা কালী ... পাঠান্তর

তবে পুন রামচন্দ্র মুনিকে জিজ্ঞাসে।
শুনিয়া নিশুম্ভ শুম্ভ কি করিলা পাছে॥
[মুনি বোলে রামচন্দ্র কর অবধান।
কহিব সকল কথা তোমা বিগুমান॥
রক্তবীজ হেন বীর করিলা সংহার।
শুনি অসম্ভব বড় হইল আমার॥
বুঝিতে না পারি আমি মহিমা প্রকাশ।
হেন বীর সমরেতে করিলা বিনাশ॥
সুরথে বোলেন কথা করি যোড় কর।
কহিলা বিক্রম-কথা মুনি যোগেশ্বর॥
দেবীর মাহাত্ম্য-কথা অমৃতলহরী।
পুনরপি কহে কথা সকল বিচারি॥
মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
কহিব অপূর্ব্ব কথা দেবীর আখ্যান॥
দূতমুখে শুনি সব দৈত্যের ঈশ্বর।
অতিক্রোধে হৈলা যেন অগ্নিসম শর॥
শুম্ভের হইল ক্রোধ নাহি অবধান।
বিস্তার করিয়া কহি হও সাবধান॥
রক্তবীজ-বধ শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
চলিলেন দুই ভ্রাতা করিতে সমর॥]*

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীর মাহাত্ম্য কহ অমৃতলহরী।
তোমার কৃপায় শুনি কর্ণপুট ভরি॥

আকর্ষণ করিলেন যত[১] সেনাপতি।
সসৈন্য হইয়া রণে চলে শীঘ্রগতি ॥
চিত্র বিচিত্র হইল রথের সাজন।
গজবাজী চতুরঙ্গ সাজায় তখন ॥

অগস্ত্যে বোলেন শুন রঘুর কুমার।
দেবীর মাহাত্ম্য কহি করিয়া বিস্তার ॥
দূতে বলে মহারাজ শুন নিবেদন।
যুদ্ধ করি রক্তবীজ হইল নিধন ॥
সৈন্যসহ রক্তবীজ রণস্থলে গেল।
তখনে পাপিষ্ঠ নারী মায়া প্রকাশিল ॥
দেবতার শক্তি যত কৈল আকর্ষণ।
আসিলা মিলিত যত দেবশক্তিগণ ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আর দেবী মাহেশ্বরী।
বারাহী নারসিংহী আইল ইন্দ্রাণী কৌমারী ॥
ডাকিনী যোগিনী যত কহিতে না পারি।
ভয়ঙ্কর মহামার করে সব নারী ॥
অসুরের সৈন্য যত করিল নিধন।
তখনে করিল কালী বিস্তার বদন ॥
রক্তবীজের রক্ত যত কালী পান কৈল।
নীরক্ত হইয়া বীর সমরে পড়িল ॥
নারীর বিক্রম রাজা বড় চমৎকার।
বুঝি বিবাদের সাধ ঘুচিবে এবার ॥
দূতের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধে জ্বলিলেন বীর যেন হুতাশন ॥
আরক্ত লোচন বীর কাঁপে থর থর।
সাজিলেন দুই ভ্রাতা করিতে সমর ॥

১। সাজিয়া আসিল যত সৈন্য ... পাঠান্তর।

[সাজিল ধানুকী সব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
বীরদর্প করি চড়ে বেগবন্ত রথে ॥]*
সাজাইয়া হাতী ঘোড়া[১] অতি মনোহর।
[রক্তবস্ত্রে সাজাইল শরীর সকল ॥
ঘণ্টা ঘুঙ্গুর দিল বাঁধিয়া গলায়।
সুবর্ণের তক্তি তায় কিবা শোভা পায় ॥]†
উপরে[২] তুলিয়া দিল হাওদা আম্বরি।
এমত সাজিল রণে কত লক্ষ করী ॥
এক এক রথে দুই হস্তীর যোগান।
চারি অশ্ব বাঁধি দিল টানে রথখান ॥
সাজাইল ঘোড়া সব করি পরিপাটী।
যুতা যুতা দড়ি[৩] দিয়া বাঁধিলেক আটি ॥
গলায় ঘুঙ্গুর শোভে চরণে নূপুর।
পৃষ্ঠদেশে জিনপোস গমন মধুর ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। হাতী সব ... ... পাঠান্তর।
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
লুহিত বসন দিল শরীর উপর ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত গণ্ড অধিক শোভন।
ঘণ্টা ঘুঙ্গুর গলে বাজে ঠন্ ঠন্ ॥
২। পৃষ্ঠেত ... ... পাঠান্তর।
৩। জিনিপোস আদি ... ... "

চিত্র-বিচিত্র পাখা দেখিতে সুন্দর ।[১]
ইসারা করিলে উঠে গগন উপর ॥[২]
[কামড়ে মাথস খায় চরণে বিদার ।
এ মতে সাজিল ঘোড়া লক্ষেক হাজার ॥]*
এহিমতে গজবাজি করিয়া সাজন ।
[ভয়ঙ্কর শব্দে যায় করিবারে রণ ॥
রাজডঙ্কা ঘন ঘন বাজে ঘোরতর ।
জয়ঢাক বাজায়ে যায় করিতে সমর ॥
চলিল অসুর-সৈন্য নাহি তার সীমা ।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে যায় না যায় গণনা ॥
ধর ধর হান হান বোলে সর্ব্বজন ।
বীরদর্প করি সব করিলা গমন ॥
কোপে জ্বলে দুই ভাই অগ্নির সমান ।
শুম্ভকে রাখিয়া পাছে নিশুম্ভ পয়ান ॥
বেগে ধেয়ে চলিল নিশুম্ভ-রথখান ।
উপনীত হল গিয়া দেবী বিদ্যমান ॥
সংগ্রামেতে সার দেখে দেবীর বদন ।

* * * *

১। বিচিত্র করিল পাখা করে ঝলমল ... পাঠান্তর ।
২। উড়ে গগনমণ্ডল ... ... „
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

হেনকালে গেলা তথা নিশুম্ভ দৈত্যেশ্বর
দেবীর বদন দেখি হল ক্রোধভর ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
যুদ্ধেত চলিল যত দনুজের গণ ॥
ঢালি সব ঢাল ধরে পদাতি যে অসি।
নানা বাদ্যভাণ্ড বাজে সিঙ্গা বেণু বাশী ॥
ঢাক ঢোল দগর বাজয়ে ভয়ঙ্কর।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শুনিতে সুন্দর ॥
জয়ঢাক রণসিঙ্গা থমক খঞ্জরী।
কাংস্য করতাল বাজে দোসরি মুহরি ॥
সারিন্দা দোতরা বাজে অতি সুমোহন।
হেনমতে রণবাদ্য করিল বাজন ॥
সাজিল দনুজ-সৈন্য ভুবনে নিঃশঙ্কা।
ঐরাবত-পৃষ্ঠেত বাজয়ে রাজডঙ্কা ॥
হেনমতে সাজিলেন অসুরের সেনা।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুর্ব্বে সৈন্য কে করে গণনা ॥
ধর ধর মার মার বোলে সর্ব্বজন।
মহাদর্প করি সবে করিছে গমন ॥
পদভরে পৃথিবী করে টলমল।
বীরগণে বেড়িয়া লইল হিমাচল ॥
কেহ বলে কোথা গেল সেহি পাপ নারী।
মারিয়া পাঠাব তারে যমের নগরী ॥

বাণবৃষ্টি করি দোহে করে অন্ধকার।
যেন মেরু-গিরিশৃঙ্গে বরিষে জলধার ॥

কেহ বলে সেহি নারী সুন্দরী রূপসী।
অবশ্য হইবে সেহি রাজার মহিষী ॥
হেন নারী বধ করা উপযুক্ত নয়ে।
কেশে ধরি ভেট আনি রাজার আলয়ে
কেহ বলে পাপ নারী অতি দুরাচার।
রক্তবীজ আদি বীর করিল সংহার ॥
তাহার সহিতে যুদ্ধ বড় আটাআটি।
চাহিলে বামার তেজে চক্ষু যায় ফুটি ॥
কেহ বলে না কহিয়ে এমত বচন।
অবলা সরলা নারী কি তার বিক্রম ॥
হেনমতে সর্ব্বসৈন্য করে অহঙ্কার।
দেবীর নিকটে গেল যুদ্ধ করিবার ॥
তখনে নিশুম্ভ বীর অতি কোপমান।
সৈন্যের অগ্রেতে চালাইল রথখান ॥
কোপে বেগবন্ত রথে করিয়া পয়ান।
উপস্থিত হৈল যাইয়া দেবী বিদ্যমান ॥
মহাক্রোধে দুই দৈত্য জ্বলন্ত অঙ্গার।
দেবীর উপরে কৈল বাণে অন্ধকার ॥
যেন মেরুগিরিশৃঙ্গে পড়ে জলধার।

তেন মতে পড়ে বাণ দেবীর উপর।
[তাহা দেখি ক্রোধান্বিত দেবীর অন্তর ॥
বাণে আচ্ছাদিল দোহার ভরিয়া গগন।
শরজালে আচ্ছাদিল যত মাতৃগণ ॥
এহিমতে দুই জনে বাণবৃষ্টি করে।
নিশুম্ভ আসিয়া গেল দেবী বরাবরে ॥
খড়গ চর্ম্ম লইয়া ধায় মহাবীরবর।
অতিগর্ব্বে পাদ ফেলে ভূমির উপর ॥
বাণাঘাতে কুপিত হইলা ভগবতী।
খড়গচর্ম্মে তাহারে কাটিলা শীঘ্রগতি ॥
খড়গ চর্ম্ম ব্যর্থ গেল দেখে দৈত্যেশ্বর।
মারিলা গদার বাড়ি দেবীর উপর ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বাণাঘাতে কুপিতা হইলা ভগবতী।
অসুরের বাণ সব কাটে শীঘ্রগতি ॥
বাণ ব্যর্থ গেল দেখি ধাইল নিশুম্ভ।
খড়্গ হাতে দেবীর সমুখে করে দম্ভ ॥
তাহা দেখি ভগবতী খড়্গ লৈয়া করে।
কাটিলা তাহার খড়্গ খড়্গের প্রহারে ॥
তখনে নিশুম্ভ বীর আরক্তলোচন।
দেবীর উপরে করে গদা প্রহারণ ॥

হুহুঙ্কারে ভগবতী গদা ভস্ম করে।
মারিল দারুণ মুষ্টি দেবীর উপরে ॥[১]
[মুষ্ট্যাঘাতে ক্রোধান্বিত হৈল ভগবতী।
এড়িলেন তীক্ষ্ণ বাণ নিশুম্ভের প্রতি ॥]*
বাণাঘাতে জরজর হইয়া মহাসুর।
রণমধ্যে ফিরে বীর বিক্রমে প্রচুর ॥[২]
এড়িলেন শেল পাটু দেবী মারিবারে।[৩]
কাটিলা অম্বিকা দিয়া খড়্গের প্রহারে ॥[৪]
[সেহ শেল ব্যর্থ দেখি দৈত্যের ঈশ্বর।
ক্রোধেতে ধাইয়া গেল দেবী বরাবর ॥]†
বাহু পসারিয়া দৈত্য ধরিবারে যায়।
তাহা দেখি হাসিলেন দেবী মহামায় ॥[৫]

১। তখনে দারুণ মুষ্টি দেবীকে মারিল ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মুষ্টিঘাতে কুপিত হইয়া অতিশয়ে।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধে নিশুম্ভ-হৃদয়ে ॥

২। রণমধ্যে করে বীর বিক্রম প্রচুর ... পাঠান্তর।

৩। দেবীর উপরে ... ... ,,

৪। কাটিলেন শেল মাতা খড়্গের প্রহারে ... ,,

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
খড়্গাধারে মহামায়া দৈত্য-শেল কাটে।
অমনি ধাইল বীর দেবীর নিকটে ॥

৫। খলখলি হাসে মহামায়ে ... ... পাঠান্তর।

[আসিতে মারিলা মুষ্টি দৈত্যের উপর।
মুষ্টি খেয়ে দৈত্যরাজ হইলা কাতর॥
অচেতন হইয়া পড়ে দৈত্যের ঈশ্বর।
ধাইলেক শুম্ভ বীর করিতে সমর॥]*
চারি হাতে ধনু ধরি চারি হাতে বাণ।
দেবীর উপরে মারে পুরিয়া সন্ধান॥
[ধনুক ধরিয়া দৈত্য ছাড়ে হুহুঙ্কার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী লাগিল চমৎকার॥
টিপিলেক রথখান উঠিল আকাশে।
দেখিয়া দেবতাগণ পড়িলা হুতাশে॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে বাণ যুড়িয়া ধনুকে।
আকণ্ঠ পুড়িয়া মারে দেবীগণ বুকে॥]†
যত বাণ দৈত্যরাজ করেন ক্ষেপণ।
মাতৃগণে কাটিয়া করিছে খান খান॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহাকোপে মহামায়া চুল চাপি ধরে।
মারিলা দারুণ মুষ্টি মাথার উপরে॥
মুষ্টিঘাতে মহাসুর হইল কম্পিত।
অচেতন হইয়া পড়িল পৃথিবীত॥
তাহা দেখি শুম্ভাসুর কোপে জ্বলে অতি।
জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃতের আহুতি॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

বাণাঘাতে কুপিত হইয়া ভগবতী।
শুম্ভের হাতের ধনু কাটে শীঘ্রগতি॥
[চারি বাণে অশ্ব কাটি কাটে চারি চাকা।
সারথি কাটিয়া কাটয়ে ধ্বজ-পতাকা॥
তিল তিল করি কাটে রথ কোপে ভগবতী।
ভূমিতে পড়িল বীর হইয়া বিরথি॥]*
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল শূন্য হল কর।
গদা হাতে করি[১] আইল দৈত্যের ঈশ্বর॥
চন্দ্রকান্তি খড়্গ দেবী লইলেন করে।
কাটা গেল গদা দেবীর[২] খড়্গের প্রহারে॥
[গদা ব্যর্থ গেল দেখি জ্বলে দৈত্যেশ্বর।
ধেয়ে যেয়ে ধরে দেবীকে দিয়া দুই কর॥
চারি হাতে ভগবতীকে সাপ্‌টিয়া ধরে।
টানাটানি করে বীর নাড়িতে না পারে॥
কুপিয়া পার্ব্বতী দেবী অস্ত্র নিলা করে।
মারিলা পরম বাড়ি মাথার উপরে॥
কুম্ভস্থলে লাগিলেক দারুণ প্রহার।
ঘূর্ণ্যমান হৈয়া বীর দেখে অন্ধকার॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। ধাইয়া ... ... পাঠান্তর।

২। কাটিলা দৈত্যের গদা ...

অচেতন হইয়া শুম্ভ পড়িল যখন।
একত্র হইয়া যুদ্ধ করে মাতৃগণ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আদি আর মাহেশ্বরী।
বারাহী নারসিংহী আর ইন্দ্রাণী কৌমারী॥*
কৌষিকী অপরাজিতা আর দেবীগণ।
একত্র হইয়া সবে করে মহারণ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

সুধা হস্তে মহাসুর চলিল ধাইয়া।
চারি হস্তে দেবীক ধরিল সাপটিয়া॥
টানাটানি করে বীর লাড়িতে না পারে।
মহামায়া কোপ করি অস্ত্র নিল করে॥
মারিলা পরশুর বাড়ি দেবী নারায়ণী।
দারুণ প্রহারে দৈত্য পড়িলা অমনি॥
অচেতন হইয়া বীর ধরণী লোটায়।
সৈন্য সব বিনাশ করএ মহামায়॥
একত্র হইয়া রণে যতেক সুন্দরী।
মহাযুদ্ধ করে সবে হইয়া দিগম্বরী॥
মাহেশ্বরী শূলাঘাতে করএ সংহার।
বারাহী মারএ সৈন্য তুণ্ডের প্রহার॥
বৈষ্ণবী করএ রণে গদার প্রহারণ।
কৌমারী শক্তিতে হানি বধে সৈন্যগণ॥

[বজ্রনখ দন্তে সিংহ করেন প্রহার।
শটাতে নক্ষত্র লোক করেন বিদার ॥]*
এহিমতে দেবীগণে করেন সমর।
অসুরের সৈন্য সব যায় যমঘর ॥
[যুদ্ধে হারি যত সৈন্য ভঙ্গ দিলা রণে।
নিশুম্ভ পাইল তবে চেতন তখনে ॥
ধাইল নিশুম্ভ বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় করিবারে রণ ॥]†
মারিল গদার বাড়ি অম্বিকার প্রতি।
গদাঘাতে কুপিত হইল ভগবতী ॥
কুপিয়া অম্বিকা করে ঘণ্টার বাদন।
[শঙ্খ বাদ্যে করিলেন রণে আকর্ষণ ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীর বাহন সিংহ করে মহামার।
বজ্রনখ দন্তে করে সৈন্যের নিধন ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অবশিষ্ট সব সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল।
তখনে নিশুম্ভ বীর চেতন পাইল ॥
ধাইলেন মহাসুর পবনগমনে।
গদাহস্তে ধাইয়া যায় অম্বিকার রণে ॥

দারুণ শঙ্খের নাদ শবদ গভীর ।*
যার কর্ণে লাগে সেই হইছে অস্থির ॥
[তবে সিংহ মহানাদ করে বার বার ।
দারুণ খড়্গের রণ গেল সবাকার ॥]†
শিতদূতী রণমধ্যে করে অট্টহাস ।
আননেতে দশদিক্ করেন প্রকাশ ॥
[কৌষিকী অপরাজিতা নাচিয়া বেড়ায় ।
রুধির খাইয়া হস্তী দশনে চাবায় ॥
তবে কালী মুণ্ডমালী খড়্গ নিয়া করে ।
বৈশ্বানরতেজে খড়্গ ঝলমল করে ॥
বিষম হুঙ্কার রব করে কাত্যায়নী ।
রণজয়ী হল দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
হেন কালে শুম্ভ রাজা পাইল চেতন ।
ধাইলেন রণে বীর করিয়া বিক্রম ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শঙ্খনাদে দৈত্যবল করে আকর্ষণ ।
ঘোরতর শঙ্খনাদে গর্জ্জে গম্ভীর ॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মহাসিংহ মহানাদ করে ঘনে ঘন ।
অসুরের বলদর্প করয়ে হরণ ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

কৌষিকী অপরাজিতা করে ঘোর রণ।
অসুরের সৈন্য ধরি করএ ভোজন ॥
বারাহী নৃসিংহী আর ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী।
কৌমারী ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী যত দেবী ॥
মহাকোপে সৈন্য সব করএ সংহার।
অসুরের দলেতে হইল মহামার ॥
তবে কালী মুণ্ডমালী অতি ভয়ঙ্কর।
নাচিয়া বেড়ায় কালী সমর-ভিতর ॥
বিষম হুঙ্কার রণ করে কাত্যায়নী।
রণজয় করে কালী কালনিবারিণী ॥
হেনকালে শুম্ভ রাজা পাইল চেতন।
মহাক্রোধে ধাই রণে করিয়া বিক্রম ॥
মহাসিংহনাদ করি সত্বরে ধাইল।
পদভরে সসাগরা পৃথিবী কাঁপিল ॥

১। গর্জ্জিয়া আইল বীর ... পাঠান্তর।
২। এড়িল বিষম গদা ... ঐ

মারিল গদার বাড়ি[১] ঐরাবত-শিরে।
কুপিয়া ইন্দ্রাণী দেবী বজ্র নিলা করে॥
[বজ্রাঘাতে কাতর হইলা দৈত্যেশ্বর।
নিশুম্ভের তরে শুম্ভ কি বোলে উত্তর॥
দৈত্যরাজ বোলে কথা শুন প্রাণের ভাই।
বামার সমরে বুঝি পরাণ হারাই॥
আর দেখ অপরূপ বামা কিবা রণ করে।
সমরতরঙ্গে বামা আগুন হৈয়া ফিরে॥
যেহি হরের পদ পূজি বিল্বদলে।
শবরূপ হইয়াছে বামার পদতলে॥
আর দেখ অপরূপ কিবা শোভা তায়।
হেরিয়া তাহার রূপ নয়ন জুড়ায়॥
নয়নে না ধরে তেজ আঁখি মুদি চাই।
মনের আঁধার যায় পরমপদ পাই॥
দেখিয়া বামার রূপ হেন মনে লয়।
শরণ লইতে ইচ্ছা হয় রাঙ্গা পায়॥
নিশুম্ভ বোলেন কিবা বোল মহারাজ।
শরণ লইতে মনে বড় বাসি লাজ॥
স্বর্গ মর্ত্ত জিনিলাম যত দেবগণ।
বিধি নাহি করে মোরে অমর তে কারণ॥

১। গদা প্রহারিল যদি ... ... পাঠান্তর।

ভয় নাহি করে মনে করিতে সমর।
যুঝিবারে যাই আমি শুন দৈত্যেশ্বর ॥
যে হক সে হক আর নাহিক উপায়।
ই জন্মের মত ভাই হইলাম বিদায় ॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বজ্রের প্রহারে দৈত্য কাতর হইল।
নিশুম্ভকে সম্ভাষিয়া কহিতে লাগিল ॥
রাজা বলে বচন শুনহ প্রাণ ভাই।
বামার সমরে বুঝি পরাণ হারাই ॥
তরুণ-তমাল কালী নীল কাদম্বিনী।
আপনি যেমন তেন সঙ্গের সঙ্গিনী ॥
বিস্তার বদন ঘোর করালবদনা।
বিগলিত কেশপাশ বিলোল রসনা ॥
বিবসনে নাচে রণে হইয়া ষোড়শী।
তনু ক্ষীণা স্তন পীনা করে চণ্ড অসি ॥
চন্দ্র সূর্য্য আনল যুতিত এ নয়ানে ॥
যার পানে চাহে ভস্ম করএ তখনে ॥
কিবা অপরূপ বামা বিদ্যুতের আভা।
হেরিয়া জুড়ায় আখি মন করে লোভা ॥
নরের মস্তক গাথি দিয়াছে গলায়।
সুধা খাইয়া মত্ত হইয়া নাচিয়া বেড়ায় ॥
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে হইয়া আবেশ।
তরুণ তরণী নাহি রাখে লাজের লেশ ॥

ই বলিয়া প্রণমিল শুম্ভের চরণে।
দিব্যরথ সাজ করি[১] চলিলেন রণে॥

১। বেগবন্ত রথে চড়ি ... পাঠান্তর।

আর এক অদ্‌ভুত চরণে বামার।
হরের হৃদয়ে পদ বড় চমৎকার॥
যাহার চরণ ভজি দিয়া বিল্বদলে।
শবরূপ শম্ভুনাথ কালীপদতলে॥
শিবের উপরে বামা চরণ রাখিয়া।
লাজ নাহি দিগম্বরী বেড়ায় নাচিয়া॥
আর এক অপরূপ কিবা শোভা তায়।
বামার শ্রীঅঙ্গে নিজ অঙ্গ দেখা যায়॥
নয়ান বুজিয়া যদি চাহি বামাপানে।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় হেন লয় মনে॥
অতএব এ বামা মানুষী কভু নয়।
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী হয় হেন মনে লয়॥
এ বামার সনে রণ প্রাণ বাচা ভার।
মনে লয় বামার চরণ ভজিবার॥
শ্বেত শতদল জবা চন্দনে মাখিয়া।
ইচ্ছা করে রাঙ্গাপদে দেই সমর্পিয়া॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিলাম বাহুবলে।
অনুক্ষণ কম্পমান দেবতা সকলে॥
যুদ্ধ করি জিনিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যম।
কি করিতে পারে তাহে নারীর বিক্রম॥

[নিশুম্ভ বলেন ভাই না করিহ ভাবন।
কালীর সম্মুখে নিয়া রাখ রথখান ॥]*
আগে কালী সমরেতে করিয়া নিপাত।[১]
দেবীগণমধ্যে পাছে ফেলিব প্রমাদ ॥[২]
[এহি বলি দিল বীর ধনুকে টঙ্কার।
মাতৃগণ বাণে ঢাকি করে অন্ধকার ॥]†
[সুরাসুর গন্ধর্ব্বে প্রমাদ অনুমানি।
উথলিয়া পড়ে সব সাগরের পানি ॥
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
দেখিয়া বিস্ময় হৈলা দেবতা সকল ॥

বিধি নাহি সৃজিয়াছে করিয়া অমর।
যুঝিবারে যাই আমি শুন দৈত্যেশ্বর ॥
শুন রাজা নিবেদন করি তব পায়।
এ জন্মের মত ভাই নিশুম্ভ বিদায় ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

সারথীকে বোলে বীর কর অবধান।
কালীর নিকটে গিয়া রাখ রথখান ॥

১। সংহার ... ... পাঠান্তর।
২। করি মহামার ... ...

† বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুথিতে এইরূপ আছে,—

এ বলিয়া দিল বীর ধনুকে টঙ্কার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী লাগিল কাঁপিবার ॥

দেবীগণ দেখি বীর করয়ে গর্জ্জন।
শরত সময় যেন গর্জ্জে মেঘগণ ॥
দড় মুষ্টে ধনু ধরি করিছে প্রহার।
দেবীগণ ঢাকি কৈল বাণে অন্ধকার ॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে বাণ করিছে ক্ষেপণ।
বাণে জর্জ্জরিত হইলা যত দেবীগণ ॥]*
তাহা দেখি কুপিত হইলা ভগবতী।
চন্দ্রকান্তি খড়গ হাতে লইলা শীঘ্রগতি ॥
[হাতেতে বিচিত্র খড়গ করে ঝলমল।
বারে বারে ঝাকে খড়গ দৈত্যের ঈশ্বর ॥]†
চারি অশ্ব কাটি কাটে রথের সারথী।
ভূমিতে পড়িয়া বীর হইলা বিরথী ॥
ভূমিতে পড়িয়া বীর করয় হুঙ্কার।
ক্রোধ করি[১] ধাইয়া চলে দেবী মারিবার ॥
[তাহা দেখি শূল হাতে নিলা ভগবতী।
পাকাইয়া মারিলেন নিশুম্ভের প্রতি ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

বিশাল দেবীর খড়্গ * * *

ঝাকিতে খড়্গের ধারে জ্বলয়ে অনল ॥

১। শুধা হস্তে ... ... পাঠান্তর।

চক্ররূপে ত্রিশূল ফিরায় বিগুমান।
বায়ু বরুণ আছে তাহাতে অধিষ্ঠান ॥
ত্রিশূল লইয়া হাতে বারে বারে ঝাকে।
শেলমুখে আগুন জ্বলিছে লাখে লাখে ॥
এড়িল ত্রিশূল দেবী রণের কৌতুকে।
অলক্ষিতে পৈল শেল নিশুম্ভের বুকে ॥]*
বুকেতে পড়িয়া বাণ পৃষ্ঠে হৈল পার।
[চক্ররূপে ফিরে বীর দেখি অন্ধকার ॥
ঘূর্ণ্যমান হৈয়া বীর পড়িল ভূমিতে।
প্রাণ ছাড়ি রণভূমে পড়িল ত্বরিতে ॥]†
পড়িলেক রণভূমে নিশুম্ভের কায়।
মুকুট কিরীট বেশ ভূমে দেখা যায় ॥[১]

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে এইরূপ আছে,—

তাহা দেখি ভগবতী হাসে খলখলি।
ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে লইলেন তুলি ॥
মহাক্রোধে মহামায়া শূল ধরি ঝাকে।
শূলমুখে আগুন জ্বলয়ে ঝাকে ঝাকে ॥
পাকায়া মারিলা শূল রণের কৌতুকে।
নির্ভরে বাজিল গিয়া নিশুম্ভের বুকে ॥

† ২য় পুঁথিতে এই তিন চরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ একচরণ আছে,—

প্রাণ ছাড়ি পৈল বীর দেখি অন্ধকার।

১। মুকুট কিরীট টোপ ধরণী লোটায় ... পাঠান্তর।

নিশুম্ভ পড়িল রণে যুঝে কোন্ জন।
একত্র হইয়া যুদ্ধ করে মাতৃগণ॥
ছিটায় ব্রহ্মাণী শক্তি কমণ্ডুলের জল।
মন্ত্রপূতে ভস্ম করে অসুরের দল॥
করিছে বৈষ্ণবী দেবী গদার প্রহার।
চক্রাঘাতে মাথা কাটি পরে সবাকার॥
[ত্রিশূলে হানিয়া দৈত্য মারে মহেশ্বরী।
বারাহী করিছে রণ তুণ্ডেতে প্রহারি॥
নারসিংহী করিছে রণ নখেতে প্রহারি।
জয় কৈলা রণ দেবী অসুর সংহারি॥
শিবদূতী রণমধ্যে করে অট্টহাস।
আননেতে হইছে দশদিক্ প্রকাশ॥
জাজ্বল্য আনন হৈয়া রণেতে প্রকাশি।
অসুরের স্বর্ণপুরী হৈল ভস্মরাশি॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেত বিন্ধে সৈন্যগণ॥
বারাহী করিছে রণ তুণ্ডের প্রহার।
নারসিংহী করিয়াছে নখেতে বিদার॥
ইন্দ্রাণী মারিছে দৈত্য বজ্রেত প্রহারি।
শক্তি হানি সৈন্য মারে আপনি কৌমারী॥
কৌষিকী অপরাজিতা দেবী দুই জন।
অসুরের সৈন্ত সব করয়ে ভোজন॥

তবে কালী মুণ্ডমালী শূল নিয়া[১] করে।
কাটিছে অসুর-মুণ্ড শূলের প্রহারে ॥[২]
নরশিরমালা করি পরিলা গলায়।
শব-পর রহি দেবী নাচিয়া বেড়ায় ॥[৩]
রণজয়ী হৈয়া নাচে ভৈরবী যোগিনী।
এহি হেতু মুণ্ডমালী হইলা নারায়ণী ॥
শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়।
রুধির খাইয়া অস্থি দশনে চিবায় ॥
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকিছে গভীর।
যতেক অসুরগণ হইছে অস্থির ॥
পড়িল অসুরগণ হইয়া গাদি গাদি।
অসুরের রক্তমাংসে বহিয়াছে নদী ॥
[শোণিতে তরঙ্গ বহে মাংসেতে কর্দ্দম।
কত কত কুম্ভীর তাহে হস্তী ঘোড়া পন ॥
মস্তকের কেশ হৈল নদীর শেউলী।
মুকুট কিরীট তাহে করে ঝিলিমিলি ॥

শিবদূতী রণমধ্যে অট্ট অট্ট হাসি।
আনলে পুড়িয়া সৈন্য করে ভস্মরাশি ॥

১। খড়্গা লৈয়া ... ... পাঠান্তর
২। কাটয়ে দনুজদল খড়্গের প্রহারে ...
৩। সমর-তরঙ্গরঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়ে ...

এহিমতে বিনাশিলা অসুরের দল।
আপনে অম্বিকা করে ঘণ্টার বাদন ॥]*
নিশুম্ভের বধ দেখি দৈত্যের ঈশ্বর।
চাপিলেন রথখান করিতে সমর ॥[১]
অগস্ত্য বোলেন সব শুন হে শ্রীরাম।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ ॥
মেধসে কহেন কথা শুন নরেশ্বর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
[নিবাস কাঠালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥
মনে দৃঢ় করিয়াছি ভবানীর পদ।
রচিলা ভবানীমঙ্গল ভাবিয়া বিষাদ ॥
জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হস্তী ঘোড়া ভাসে যেন কুম্ভীরের প্রায়ে।
পবন-হিল্লোলে তাহে তরঙ্গ খেলায়ে ॥
এহিমতে বিনাশিয়া দনুজের গণ।
তখনে অম্বিকা কৈলা ঘণ্টার বাদন ॥

১। বুক বাহি চক্ষে জল পড়ে ঝর ঝর ... পাঠান্তর।

কি উপায় করিব আমি সদায় চিন্তিত।

*   *   *   *

মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান॥
জ্ঞাতি-ভ্রাতা আছে আমার নাম কাশীনাথ।
তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ॥
জ্ঞাতি-ভাই করি তেঁহ করেন আশ্রিত।
তাঁহার তনয়গুণ কহিতে অদ্ভুত॥
কনিষ্ঠ পুত্ত্রের গুণ ভুবনবিদিত।
পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত॥
বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ।
পিতা পিতামহ নাম করিল প্রকাশ॥
দীর্ঘ টানে সদা তেঁহ থাকেন মগন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥
তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা।
খুড়া প্রতি করে তেহ সদায় ঐরতা॥
এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায়॥
দুষ্ট-হাত হৈতে কালি কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥

আমি অঙ্গক্রিয়াহীন না দেখি উপায় ।
শরণ লইয়াছি মাতা তব রাঙ্গা পায় ॥]*

ইতি নিশুম্ভ-বধ ।

বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইটুকু মাত্র আছে,—
ভবানীপ্রসাদে ভণে বন্দিয়া ভবানী ।
অন্তকালে পদতলে স্থান দে জননী ॥

[মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য কহি তোমা বিদ্যমান॥
ভাইর মরণে শুম্ভ হইয়া অস্থির।
দেবীর সমুখে আসি হইলেক স্থির॥
অভয়াকে সম্বোধিয়া কি বোলে বচন।
তোর কথা সত্য নহে বুঝিলাম এখন॥
আরে দুষ্টা চণ্ডি তুই করিস্ অহঙ্কার।
মনে জানিব হে দুষ্ট চরিত্র তোমার॥]*

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তবে পুনি রামচন্দ্র মুনিকে জিজ্ঞাসে।
নিশুম্ভ মরণে শুম্ভ কি করিলা শেষে॥
অগস্ত্যে কহেন কথা শুন রঘুপতি।
নিশুম্ভ-নিধনে শুম্ভ কুপিলেন অতি॥
কোপেত পূর্ণিত তনু আরক্ত লোচন।
লাফ দিয়া দিব্য রথে কৈল আরোহণ॥
মারিল চাবুক ঘোড়া উড়িল আকাশে।
দেখিয়া দেবতা-দল পলায় তরাসে॥
আকাশে থাকিয়া দৈত্য করে সিংহনাদ।
শুনিয়া দেবতা সব গুণিছে প্রমাদ॥
বায়ুগতি নিল রথ দেবীর গোচরে।
থরথরি কাপে পৃথ্বী দৈত্যপদভরে॥
দন্ত ওষ্ঠ চাপি বীর রক্তবর্ণ আঁখি।
অতি কোপে কয় কথা অম্বিকার প্রতি॥

অন্য অন্য বলমাত্র[১] করিয়া আশ্রয়।
বিনা অপরাধে মোর সৈন্য কৈলা ক্ষয়॥
কহিছিল চণ্ডমুণ্ড অদ্ভুত বাণী।[২]
পর্ব্বত-উপরে মাত্র তুমি[৩] একাকিনী॥
[একেশ্বর নদীতীরে আছে নিরাশ্রয়।
বিভা নাহি হয় তার পতি বর চায়॥]*
[কহিছিলা ত্রিভুবনে আর কেহ নাই।
অখনেতে দূরে গেল সে সব বড়াই॥]†

আরে পাপ নারি তোরে পাইল বুদ্ধিনাশে॥
অখনে পাঠাব তোরে সঙ্গামিনীদেশে॥
অবলা চপলা বুদ্ধি এতেক মন্ত্রণা।
মিথ্যাকথা কহি মোর নষ্ট কৈলা সেনা॥
আরে দুষ্ট চণ্ডি তোর এত অহঙ্কার।
বুঝিলাম বল শক্তি নাহিক তোমার॥

১। বল তুমি ... ... পাঠান্তর।
২। চণ্ডমুণ্ড মোর স্থানে কহিছিলা বাণী ... „
৩। তুমি ছিলা ... ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
একেশ্বরে গঙ্গাতীরে স্নানছলে যাও।
বিহা নাহি হয় তোমা পতিবর চাও॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
জিজ্ঞাসিলে কহিছিলা * * *
একাকিনী যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়াই॥

যুদ্ধ করি যেহি মোরে করে পরাজয়।
সে জন হইবে ভর্ত্তা কহিলাম নিশ্চয় ॥
[পরবল সহায় করিয়া কর রণ।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা কেনে করিছ লঙ্ঘন ॥
অথনেও এত বল করিয়া সম্পত্তি।
মারিলা আমার সৈন্য করিয়া যুকতি ॥
সৈন্য সহ নিশুম্ভেরে করিলা বিনাশ।
মিথ্যা অহঙ্কার করি কর উপহাস ॥
এহি এক নারী দেখি ব্রহ্মারি মুরতি।
জলের ছিটায় ভস্ম করিছে যুবতী ॥
আর এক নারী দেখি গরুড় উপরে।
মারিল অনেক সৈন্য গদার প্রহারে ॥
বৃষারূঢ় এক নারী পঞ্চমুখধারী।
ত্রিশূল হানিয়া সৈন্য মারিছে সুন্দরী ॥
আর এক নারী দেখি বরাহের কায়।
তুণ্ডের প্রহারে সৈন্য মারিছে লীলায় ॥]*

---

*বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শিশুকালে সখিসঙ্গে খেলা খেলাইতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল হাসিতে হাসিতে ॥
অথনে সহায় তুমি করি পরবল।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা সব করিলা বিফল ॥

নরসিংহরূপ দেখি[1] আর এক নারী।
সৈন্য সব মারিলেক নখেতে প্রহারি ॥[2]
আর এক নারী দেখি[3] ময়ূর-উপরে।
মারিল যতেক সৈন্য শক্তির প্রহারে ॥
[আর এক নারী দেখি হস্তীর উপর।
বজ্রাঘাতে সৈন্য সব করিল সংহার ॥
আপনি হৈয়াছ তুমি উনমত্ত বেশ।
পাগলের প্রায় আছে আলাইয়া কেশ ॥]*

হংসরথে এক নারী ব্রহ্মার মূরতি।
জলের ছিটায় সৈন্য মারে এ যুবতী ॥
আর এক নারী দেখ বরাহের কায়।
তুণ্ডের প্রহারে সৈন্য মারিল লীলায় ॥
গরুড়বাহনে রণে আইল এক নারী।
গদার প্রহারে সৈন্য মারএ সুন্দরী ॥
বৃষভবাহনে নারী ধরে পঞ্চ মুখ।
শূলাঘাতে বিদারণ করে সৈন্য-বুক ॥

১। ধরি ... ... পাঠান্তর।
২। মহারণ করে সেহি নখেত বিদারি ... "
৩। রূপবতী ... ... "

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
আর এক নারী দেখ ইন্দ্রের মূরতি।
বজ্রাঘাতে সর্ব্বসৈন্য মারিল যুবতী ॥

একা যে করিবা যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা-বচন।
এত সৈন্য নিয়া যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
একেশ্বর তুমি যদি পার জিনিবারে।
তবে সে জানিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তোমারে ॥

আর এক নারী রণে বিকটদশনা।
নবজলধর তনু বিলোল রসনা ॥
বিবসনে নাচে রণে ভূমে লোটে কেশ।
করে অসি এ ষোড়শী নাহি লাজলেশ ॥
নরমাথা গলে গাথা রক্ত করে পান।
রক্তবীজ আদি সৈন্য লইল পরাণ ॥
নাচে কালী মুণ্ডমালী উলঙ্গিনী বেশ।
লাজ নাহি দিগম্বরী চরণে মহেশ ॥
অকুমারী কুলনারী আপনে উলঙ্গ।
করে রণ এ কেমন পরবল সঙ্গ ॥
অবলা হইয়া তোর এত প্রতারণা।
পরবল সঙ্গে করি নষ্ট কৈলা সেনা ॥
এহি সব পরনারী করিয়া সঙ্গতি।
মারিলা আমার সৈন্য যতেক যুবতী ॥
সৈন্য সহ নিশুম্ভকে করিলা বিনাশ।
মিথ্যা তোর অহঙ্কার মিথ্যা তোর হাস ॥
পূর্ব্বে যদি জানি তোর এত অহঙ্কার।
তখনে গৌরব চূর্ণ করিতাম তোমার ॥

শুম্ভের মুখেতে শুনি এতেক বচন ।[১]
হাসিয়া কি বোলে দেবী মধুর বচন ॥[২]
জগতের মধ্যে মাত্র আমা দেখ সার ।
আমা বিনা সংসারেতে কেবা আছে আর ॥
দেবী বোলে অরে দুষ্ট পাপ দুরাচার ।
একা একা যুদ্ধ ইচ্ছা হইছে তোমার ॥
যে কহিয়াছি তাহা না যায় খণ্ডন ।[৩]
আমা বিনা রণভূমে নাহি কোন জন ॥[৪]
[প্রতিবিম্ব হয় মোর দেবতা সকল ।
আমি বিনা সংসারে নাহি পরাৎপর ॥
স্থাবর জঙ্গম মিথ্যা অনিত্য সংসার ।
সকল জনের বিম্ব আমি মাত্র সার ॥
আমা না চিনিয়া লোকে ভ্রময়ে সংসারে ।
এক ঘর ছাড়ি যেন যায় অন্য ঘরে ॥

* * * * *

অন্য পথে ধায় লোক মরিবার তরে ॥
আমা না চিনিয়া জীব অন্য পথে ধায় ।
সুপথ ছাড়িয়া যেন ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥

১। ভারতী ... ... পাঠান্তর।
২। হাসিতে হাসিতে কথা কহে ভগবতী ... „
৩। যে কহিছি পূর্ব্বে আমি ... ... „
৪। একাকিনী হইয়া রণ করিব অখন ... „

তাহা যাউক তুমি দেখ আর বার।]*
একাকী করিব যুদ্ধ ভাঙ্গি অহঙ্কার ॥
এ বলিয়া ভগবতী করে আকর্ষণ।[১]
শরীরেতে * * হইল সব দেবীগণ ॥[২]
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আদি যত দেবী ছিল।
শুম্ভের বচনে সব শরীরে লুকাল ॥
শরীরে মিলিল সব নাহি কেহ আর।
[দেবী-মায়ায় দৈত্যরাজের হৈল চমৎকার ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
আমাকে না জান মূঢ় কুবুদ্ধি লাগিয়া।
ত্রিভুবনে যত দেখ সব মোর মায়া ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি পর্ব্বত কন্দর।
পশুপক্ষী তরুলতা যত চরাচর ॥
গুড়গুল্মলতা বৃক্ষ অনিত্য সংসার।
সকল জনের বিম্ব আমি মাত্র সার ॥
জগত ব্রহ্মাণ্ড যত আমার মায়াতে।
আমা না জানিয়া জীব ভ্রমিয়া বেড়াএ ॥
আমার শক্তিতে জীব সব কর্ম্ম করে।
শক্তিহীন হৈলে জীব নড়িতে না পারে ॥

১। তবে দেবী শক্তিগণ ... ... পাঠান্তর।
২। স্তনযুগে ভরাইল যত দেবীগণ ... "

ডাকিয়া বলিছে দৈত্য শুন গো অভয়া।
অখনে জানিলাম চণ্ডি তোমার এত মায়া ॥
এত বলি দিল বীর ধনুতে টঙ্কার।
অভয়া ঢাকিয়া করে বাণে অন্ধকার ॥
যেন শৃঙ্গি মেরুগিরি বরিষে জলধার।
আষাঢ়িয়া ঘন যেন গর্জ্জে ঘোরতর ॥
অবিশ্রুত পড়ে বাণ বিশ্রাম না হয়।
চারি হাতে ধনু ধরি দেখি লাগে ভয় ॥
দেবীর উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।

* * * *

শেল শূল মারে গদা খট্বাঙ্গ কুঠার।
রিপু পরশু মারে খট্বাঙ্গি প্রহার ॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

দেখিয়া দৈত্যের মনে লাগে চমৎকার ॥
গর্জ্জিয়া বলিছে তবে দৈত্য-অধিকারী।
স্বরূপে জানিনু তুমি বাজিকরের নারী ॥
বহু মায়া জান তুমি জানিনু অখন।
কুহক করিছ কিবা দেখায় স্বপন ॥
একাকিনী হৈলা সহায় নাহি আর।
অখনে ঘুচাব তোর যত অহঙ্কার ॥
এত বলি মহাবীর টঙ্কারিল ধনু।
শরে আচ্ছাদন কৈল অম্বিকার তনু ॥

কক্ষ বক্ষ জঙ্ঘ উরু ভেদিল সকল।
চর্ম্ম মর্ম্ম ভেদিলা[১] সকল কলেবর ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিয়া বাণ হইল জর্জ্জর।
তিল দিতে স্থান নাই শরীর উপর ॥
বাণাঘাতে কুপিত হইলা ভগবতী।
চক্র হাতে করিয়া ধাইলা শীঘ্রগতি ॥
যত বাণ দৈত্যরাজ করেছে সন্ধান।
চক্রাঘাতে ভগবতী করে খান খান ॥
ধনুর্ব্বাণ কাটি কাটে রথের সারথা।
ভূমিতে পড়িল বীর হইয়া বিরথী ॥

যেন গিরিশৃঙ্গেতে বরিষে জলধর।
তেন মত পড়ে বাণ দেবীর উপর ॥
নারাচ ত্রিশূল গদা চক্র ভিন্দিপাল।
পরশু পট্টিশ ডাঙ্গ মারয়ে তৎকাল ॥
বুরুজ কার্ম্মুক মারে হীরাবান্ধা ডাঙ্গী।
বর্দ্ধক গোরাপ সাঙ্গী মারে সাঙ্গী সাঙ্গী ॥
শেল শূল মারে আর সিংসাপি থাপর।
কাটায় বেষ্টিত মারে লোহার মুদ্গর ॥
এহি সব অস্ত্র বীর এড়িল ধনুতে।
সন্ধান পূরিয়া মারে অম্বিকার বুকে ॥

১। ভেদিয়া বাণ হৃদয়ে পশিল ... পাঠান্তর।

ভূমিতে পড়িয়া বীর করে অহঙ্কার।
মারিয়া পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥
[শুন রে নির্লাজ নারি কহি এক বাণী।
গদার প্রহারে আজি লইব পরাণী॥
এহি মতে শুম্ভ রাজা করে অহঙ্কার।
বাণবরিষণে বীর করে অন্ধকার॥
বাণাঘাতে ভগবতী হইলা কুপিত।
ক্রোধ করি মুষল অস্ত্র তুলিলা ত্বরিত॥
যত বাণ দৈত্যরাজ পূরেছে সন্ধান।
বাণে বাণ কাটে দেবী নাহি বস্তুজ্ঞান॥
তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে শুম্ভ দেবীকে মারিতে।
ঠেকিয়া পড়য়ে বাণ শ্রীঅঙ্গ হইতে॥
স্থির হৈয়া উদয় হইলা শশধর।
চণ্ডীর উপরে করে অস্ত্রের প্রহার॥
চক্রের প্রহারে গদা কাটিল সত্বর।
গদা ব্যর্থ গেল কোপে জ্বলে দৈত্যেশ্বর॥
মারিলা দারুণ মুষ্টি দেবীর উপর।
পরিলেন ভগবতী তাহার উপর॥]*

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
এত বলি মহাবীর গদা নিল হাতে।
আস্ফাল করিয়া গেলা দেবীর সাক্ষাতে

মুষ্টিঘাতে কুপিত হইলা ভগবতী।
বাম হাতে মহাসুরে ধরে শীঘ্রগতি ॥
[অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখয়ে দেবগণ।
শূন্যহস্তে যুদ্ধ আরম্ভিল দুই জন ॥
আকাশে ঘুরায়ে তারে তুলিলা সত্বর।
ফেলাইয়া দিলা তবে পৃথিবী উপর ॥
মুষ্টির ঘাতেতে বীর হইলা কাতর।
মারিলা দারুণ মুষ্টি বুকের উপর ॥
চৈতন্য পাইয়া দৈত্য উঠে আর বার।
বাহু পসারিয়া বীর ধরে আর বার ॥]*

মারিল দেবীর মুণ্ডে দোহাতিয়া বাড়ি।
বস্তুজ্ঞান না করিল দেবী যেন মহাগিরি ॥
চক্রের প্রহারে গদা খণ্ড খণ্ড কৈল।
দেখিয়া দারুণ দৈত্য গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
শুধা হাতে ধাইয়া গেলা দেবীর নিকটে।
মারিল দারুণ মুষ্টি দেবীর ললাটে ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দৈত্য ধরি ভগবতী উঠিলা আকাশে।
আকাশে থাকিয়া দেবী খলখল হাসে ॥
আকাশে ভ্রমিয়া দৈত্য চক্রবৎ ফিরে।
ফেলাইয়া দিল দৈত্য পৃথিবী উপরে ॥

চণ্ডীকে ধরিল বীর পসারিয়া কর।
রণে দর্পে উঠাইল গগন-উপর ॥
শূন্যপথে উঠে যুদ্ধ করে নিরন্তর।
দেবমানে যুদ্ধ পঞ্চ সহস্র বৎসর ॥
এই মতে যুদ্ধ হৈল সহস্র বৎসর।
মহাপরাক্রম শুম্ভ[১] না হয় কাতর ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে দেবতা সকল।
এই মতে মহাযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥
[যেন দুই গরুড়ের পাখার খড়খড়ি।
যেন দুই সিংহের গুহাতে গড়াগড়ি ॥
যেন দুই মেঘে করে গগনে গর্জ্জন।
তেন পরাক্রমে যুদ্ধ করে দুই জন ॥
শূন্যপথে দুই জনে যুদ্ধ খরতর।
জয় পরাজয় নাহি দুই সমসর ॥]*

পড়িলেন ভগবতী তাহার উপরে।
মারিলা দারুণ মুষ্টি বুকের উপরে ॥
মুষ্ট্যাঘাতে দৈত্যেশ্বর অন্ধকার দেখি।
কোপে কম্পমান তনু রক্তবর্ণ আঁখি ॥
বাহু পসারিয়া বীর ধরিল দেবীকে।

১। তথাচ দারুণ দৈত্য ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

[কুপিয়া পার্ব্বতী দেবী শূল নিকালিল।
মারিলেক শূল তার বুকের উপর ॥]*
বুকেতে বাঝিয়া বাণ পৃষ্ঠে হৈল পার ॥
প্রাণ ছাড়ি মহাদৈত্য গেল যমঘর ॥[১]
[শুম্ভের শরীর যদি পড়িল ভূমিত।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আদি হইল কম্পিত ॥]†
সুরপুরে বাজিলেক দুমদুমি বাজন।
[হাতাহাতি গলাগলি নাচে দেবগণ ॥
শীতল পবন বায়ু বহে নিরন্তর।]‡
মন্দ মন্দ বায়ু বহে জুরায় শরীর ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কুপিয়া অম্বিকা তবে শূল নিলা করে।
মারিলেন শূল তার বুকের উপরে ॥

১। পড়ে দৈত্য দেখি অন্ধকার ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শুম্ভের শরীর যদি ভূমিতে পড়িল।
থর থর করি পৃথ্বী কাঁপিতে লাগিল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল করএ টলমল।
উথলিয়া পড়ে সব সমুদ্রের জল ॥

‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
পরম আনন্দ হৈল যত দেবগণ ॥
পৃথিবী তপিয়া যেন অস্ত গেল ভানু।
অরণ্য দহিয়া যেন নিভিল কৃশানু ॥

জাজ্বল্য আনল ছিল শান্ত হইল অতি।
স্থির হৈলা দিবাকর প্রকাশিলা জ্যোতি।
[সুস্থির হইল দেখ সমুদ্র-লহর।
স্থির হৈয়া উদয় হইলা শশধর॥
যার যেহি বিষয় পাইলা দেবগণ।
নিরালম্বে তপ করে মুনিঋষিগণ॥
এহি মতে আনন্দিত হৈল ত্রিভুবন।
একত্র হৈয়া সব নাচে দেবগণ॥
রণজয় করি দেবী নাচিয়া বেড়ায়।
সুধা খাইয়া আনন্দিত হৈল মহামায়॥
মেধসে কহেন কথা সুরথের স্থান।
রাজা সনে সেহি কথা শুনে বৈশ্য জন॥
কহিছে অগস্ত্য মুনি শুন হে শ্রীরাম।]*
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ॥

হেনমতে শুম্ভ দৈত্য হইল নিধন।
করতালি দিয়া নাচে যত দেবগণ॥
শীতল পবন মন্দ বহে ধীর ধীর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তখনে সুস্থির হৈল সমুদ্রলহর।
স্থির হৈয়া গগনে উদিত নিশাকর॥
যার যেহি কার্য্যে দেব হৈলা নিয়োজন।
নিঃসন্দে হইয়া স্তব করে দেবগণ॥

নিশুম্ভ শুম্ভের বধ শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
পণ্ডিত জনের পদে করি পরিহার।
দেবীর মাহাত্ম্য কহে শক্তি আছে কার ॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিলাম আর কিছু নাহি জানি ॥
যন্ত্ররূপে হই আমি যন্ত্রী তাহে কালী।
কণ্ঠে থাকি যাহা বলে তাহা আমি বুলি ॥
[ভবানীপ্রসাদ বলে করি পুটাঞ্জলি।
অন্তকালে পদছায়া দিবে মোরে কালী ॥]*

ইতি শুম্ভ-বধ।

হেনমতে সর্ব্বজন হৈলা আনন্দিত।
সকল দেবতা হৈলা পুলকে পূরিত ॥
মেধসে কহিছে কথা সুরথের স্থানে।
রাজা সঙ্গে কথা সেহি বৈশ্যবর শুনে ॥
অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।

* । বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভবানীপ্রসাদ বোলে বন্দিয়া অভয়া।
অন্তকালে দীনহীনে দেহ পদছায়া ॥

[তবে মুনিস্থানে জিজ্ঞাসিলা পুনি।
কহ কহ মুনিবর পুন কহ শুনি॥
তদন্তর দেবগণ কি কর্ম্ম করিলা।
বিস্তার করিয়া কহ ভবানীর লীলা]*
মুনি বোলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
যেমতে করিলা স্তব যত দেবগণ॥
অসুর করিলা হত দেবী ভগবতী।[১]
একত্রে হইয়া সব দেবে করে স্তুতি॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন।
[নৈঋ‌র্ত ঈশান যম ভাস্কর তপন॥
যেহি সব স্তবে তুষ্ট হয় কাত্যায়নী।
সেহি স্তব উচ্চারিয়া স্তব করি আমি ॥]†
হরের প্রসঙ্গে হবে জগত ঈশ্বরি।[২]
যার পাদপদ্ম হৃদে ধরে ত্রিপুরারি॥

---

* বৰ্দ্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
১। নিশুম্ভ শুম্ভের বধ কৈলা ভগবতী ... পাঠান্তর।
† বৰ্দ্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কুবের ঈশান যম নৈঋ‌র্ত পবন॥
এহি সব দেবগণ একত্র হইয়া।
কাত্যায়নী স্তব করে মনাবিষ্ট হৈয়া॥
যেহি স্তবে ভগবতী তুষ্ট হয়ে মন।
সেহি গুণ উচ্চারিয়া করয়ে স্তবন॥
২। জগতজননী তুমি জগত-ঈশ্বরী ... পাঠান্তর।

[চরাচর-গতি তুমি জগত-আধার।
প্রসন্ন হইয়া কর জগত নিস্তার॥
প্রতিবিম্বরূপ * * *।
দয়া-ধর্ম্মরূপে তুমি আত্মা সনাতনী॥
সকলের বল-বীর্য্য অনন্তরূপিণী।
বিশ্ববীজরূপে তুমি মায়াপ্রকাশিনী॥]*
সকল সংসার মোহে তোমার মায়ায়।
সংসারে প্রসন্ন দেবী হও মহামায়॥
তোমার মায়ার মোহে প্রাণী যত ইতি।
সকল বিত্তার মূল তুমি ভগবতী॥
ভেদাভেদরূপে তুমি অনন্তরূপিণী।
তুমি পরে সংসারেতে অন্য নাহি জানি॥
তোমা না চিনিয়া লোক অন্য পথে ধায়।
এ সব তোমার মায়া বুঝন না যায়॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চরাচর জীবে তুমি আধাররূপিণী।
প্রসন্ন হইয়া রক্ষা কর গো জননি॥
বিশ্বমাতা বিশ্ব রক্ষ অপাঙ্গ নয়ানে।
দয়াধর্ম্মরূপ তুমি কে তোমারে জানে॥
অনন্তমূরতি তুমি অনন্তরূপিণী।
বিশ্ববীজরূপে মহামায়াপ্রকাশিনী॥

তুমি বিনা পৃথিবীতে কিছু সত্য নয়।
অনিত্য সংসার সব নিত্য কেহ নয়॥
বুদ্ধিরূপে সকল জীবের হৃদে বাস।
স্বর্গ অপবর্গ আদি তোমাতে বিলাস॥
সুখ মোক্ষ গণে জীব ইচ্ছায় তোমার।[১]
নারায়ণি তোমার চরণে নমস্কার॥
নিমিষ পলেতে হয় মুহূর্ত্ত প্রমাণ।
কলা কাষ্ঠা আদি হয় দণ্ডের প্রমাণ॥
[ই সবার মূল তুমি পরিণাম আর।
ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব ইচ্ছায় তোমার॥
বিশ্বের পরম শক্তি আনন্দরূপিণী।
প্রণাম করিয়ে পদে তুমি নারায়ণী॥
সর্ব্বমঙ্গলারূপে তুমি কল্যাণদায়িনী।
শিবারূপে চতুর্ব্বর্গফল-প্রদায়িনী॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি হয়।
তোমাকে ভজিলে ফল পায় সুনিশ্চয়॥
গৌরী অম্বিকা তুমি শিবারূপা আর।
নারায়ণি তোমার চরণে নমস্কার॥
শরণাগতের দুঃখ খণ্ডন কারণ।
পরিত্রাণ কর তুমি হৈয়া পরায়ণ॥

১। সুখ দুঃখ ভোগে জীব ইচ্ছায় তোমার … পাঠান্তর

সকল শক্তির তুমি কর আকর্ষণ।
নারায়ণি প্রণমোহ তোমার চরণ ॥]*
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি পালন যাহার।[১]
শক্তিরূপে রচ তুমি মূল সবাকার ॥
সগুণ নির্গুণ তুমি আদ্যা সনাতনী।
প্রণাম করিয়ে পদে তুমি নারায়ণী ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সবাকার মূল তুমি কহিছে বেদেতে।
ভূত ভবিষ্যত যত তোমার ইচ্ছাতে ॥
বিশ্বের পরম গতি তুমি ভগবতী।
নম নম নারায়ণি চরণে প্রণতি ॥
সর্ব্বমঙ্গলারূপে রূপে সর্ব্বত্রসাধিনী। (সর্ব্বার্থসাধিনী)
শিবারূপে চতুর্ব্বর্গফল-প্রদায়িনী ॥
ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ চারিফল দাতা।
তুমি বাঞ্ছাসিদ্ধি কল্পতরু জগৎমাতা ॥
গিরিজা অম্বিকা আদ্যা শিবারূপা আর।
প্রণমহ নারায়ণি চরণে তোমার ॥
শরণাগতের দুঃখ করিতে খণ্ডন।
দীনহীন অকিঞ্চন তারণ কারণ ॥
শক্তিগণ আকর্ষণ কর অবহেলে।
প্রণমহ নারায়ণী চরণকমলে ॥

১। সংহার ... ... পাঠান্তর।

[হংসযুক্ত বিমানেতে করিয়া আসন।
* * * *
* * হৈলা অবতার।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥]*
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধারণ।
[এহি চারি অস্ত্র যেহি করেছে ধারণ ॥
প্রসন্ন হইবা তুমি হইয়া বৈষ্ণবী।
প্রণমোহ নারায়ণী পদযুগ সেবি ॥
বৃহৎ দন্ত চক্রাকার যাহার বদন।
দন্তাঘাতে করিয়াছ পৃথিবী বিদারণ ॥
বারাহী হইয়া যেহি করিছে বিহার।
প্রণমোহ নারায়ণী চরণে তোমার ॥
নরসিংহরূপে তুমি নখ খরধারে।
নখে বিদারিয়া তুমি করিছ সংহারে ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
হংসযুক্ত রথে দেবী ব্রহ্মার মূরতি।
করে কমণ্ডলু গলে যজ্ঞসূত্র অতি ॥
লোহিত বসন অঙ্গে ভূষণ যাহার।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥
ময়ুর উপরে যেহি করে আরোহণ।
মহাশক্তি হাতে করি করয় মহারণ ॥
কৌমারী রূপেতে দেবী কৈলা অবতার।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥

মনুষ্যের কায় হৈলা সিংহের বদন ।
প্রণমোহ নারায়ণি তোমার চরণ ॥]*
[কিরীট কুণ্ডল মাথে ইন্দ্রের মূরতি ।
* * তে বারণ ঐরাবতে স্থিতি ॥
দেবরাজমূর্ত্তি দেবী ধরিছ আপনি ।
প্রণাম করিয়ে পদে তুমি নারায়ণী ॥
রুধির বদন যার বিকট দশন ।
রুধির খাইয়া অস্থি করিছে চর্ব্বণ ॥
চামুণ্ডা করিলা চণ্ড-মুণ্ডের সংহার ।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

গরুড়বাহনে দেবী কস্তুভ ভূষণ ।
বৈষ্ণবী মূরতি দেবী করে ঘোর রণ ।
প্রণমোহ নারায়ণী কমল-চরণ ॥
বারাহী মূরিতি দেবী বরাহের কায় ।
দন্তের প্রহারে দৈত্য করয়ে অপায় ॥
তুণ্ডের প্রহারে সৈন্য করিল নিধন ।
নম নম নারায়ণি দুখানি চরণ ॥
আর এক মূর্ত্তি দেবী করিলা ধারণ ।
মনুষ্যের কায় হৈলা সিংহের বদন ॥
নারসিংহী মূর্ত্তি দেবী নখে খুব ধার ।
প্রণমহ নারায়ণি চরণে তোমার ॥

সরস্বতীরূপে কর দৈত্যের সংহার।
উঠিল আনল রণে হাসিতে যাহার ॥]*
মহারণে কর রণ ঘোর অবতার।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥
লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বভূতে করিছ বিহার।[১]
লজ্জারূপে ব্যক্ত তুমি জগত সংসার ॥[২]
মহাবিদ্যারূপে তুমি তুষ্টি-পুষ্টি আর।
নারায়ণী তোমার চরণে নমস্কার ॥
সাবিত্রী গায়ত্রী বট আর সরস্বতী।
মেধারূপে শুভাশুভ তোমার বিভূতি ॥[৩]

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
সহস্রলোচন দেবী ইন্দ্রের মূরতি।
কিরীট-কুণ্ডলধারী ঐরাবতে স্থিতি ॥
বজ্র হাতে করি দেবী করিলা সংগ্রাম।
প্রণমহ নারায়ণি চরণে প্রণাম ॥
চামুণ্ডা মূরতি দেবী বিস্তার বদন।
কেশ মুণ্ড খায়ে রক্ত বিকটদর্শন ॥
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড কৈলা যেহি রণে।
প্রণমহ নারায়ণী যুগল চরণে ॥
শিবদূতী অট্টহাসে আনল প্রকাশে।
অসুরের সৈন্য পুড়ি করিলা বিনাশে ॥

১। সর্ব্বজীবে করহ বসতি ... ... পাঠান্তর।
২। জগতের গতি ... ... "
৩। শুভাশুভ কর যত ইতি ... ... "

সাত্বিক তামসিক আপনে নিশ্চিত।
উৎপত্তি পালন তমোগুণে[১] অধিষ্ঠিত ॥
ঈশ্বর * * আমাকে।[২]
নারায়ণীরূপে দেবী প্রণাম তোমাকে ॥[৩]
সর্ব্বস্বরূপা তুমি সর্ব্বদেবময়ী।
আত্মারূপা[৪] জীবে বাস করহ নিশ্চএ ॥
সর্ব্বশক্তিময়ী তুমি সর্ব্বত্র সমান।
সেহি মায়া-মোহে[৫] জীব নাহি অন্য জ্ঞান ॥
[বিষম সঙ্কট ভয়ে কর গো নিস্তার।
দুর্গা দেবী তোমার চরণে নমস্কার ॥
রক্তাক্ত বদন সম শোভে ত্রিনয়ন।
বরদা হইয়া সবার করহ কল্যাণ ॥
যাহার জ্বালায় আমি * * ভয়ঙ্কর।
বিনাশ করিলা কত অসুরের দল ॥]*

১। তিন গুণে ... ... পাঠান্তর।
২। ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড দেবী কে জানে তোমারে „
৩। তোমারে ... ... „
৪। আত্মারূপে ... ... „
৫। তোমার মায়াতে ... ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বিষম সঙ্কট ঘোর কর গো জননি।
প্রণমহ দুর্গা দেবী তোমার চরণে ॥

ত্রিশূলে করহ রক্ষা সতত আমারে ।[১]
[ভদ্রকালী তব পদে করি নমস্কারে ॥
অসুরের রণে যেহি করিলা হনন ।
জগতে পূজিত সেহি ঘণ্টার বাদন ॥]*
যাহার ধ্বনিতে[২] তুষ্ট জগত সংসার ।
ঘণ্টায় করহ রক্ষা আমা সবাকার ॥
[করেতে উজ্জ্বল যেহি হয় তীক্ষ্ণধার ।
রক্ত মাংসে শোভা করে শরীর যাহার ॥]†

স্থিররূপে সর্ব্বভূতে যার অধিষ্ঠান ।
কাত্যায়নী রূপ তব চরণে প্রণাম ॥
ত্রিশূল লইয়া হাতে যে করে প্রহার ।
অসুরের সৈন্য যত করিলা সংহার ॥

১। ভগবতী ... ... পাঠান্তর ।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
নম নম ভদ্রকালী-পদে করি নতি ॥
গম্ভীর শবদ ঘোর ঘণ্টার বাদন ।
অসুরের বল-দর্প যাহাতে হরণ ॥

২। লীলাতে ... ... পাঠান্তর ।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
করেতে উজ্জ্বল যেহি চন্দ্রকান্তি অসি ।
অসুর বিনাশ কৈলা সমরেত পশি ॥
তাহাতে খড়্গিনী নাম হইল তোমায় ।

দৈত্য-মুণ্ড-ছেদ করে তেজেতে যাহার।
খড়্গধারে রক্ষা করে সদায়[১] আমার ॥
অরণ্য-প্রান্তরে কিংবা অগ্নিভয় হয়।[২]
মহা উৎপাতে রক্ষা করিবে নিশ্চয় ॥
শত্রুভয়ে দস্যু[৩] ভয়ে নিগূঢ় বন্ধনে।
মহৎ সঙ্কটে কিংবা দুঃস্বপ্ন-দর্শনে ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে অস্ত্রাঘাতে আর।
রণে বনে যুদ্ধে রক্ষা কর সভাকার ॥
সমস্ত বিদ্যার মূল তুমি সর্ব্বশক্তি।
নৈরাকার রূপ তুমি সাকার মূর্ত্তি ॥[৪]
সকল তোমার মায়া তুমি সর্ব্বময়।
সংসারে প্রসন্ন দেবী হইবা নিশ্চয় ॥[৫]
এহি রূপে স্তব করে যত দেবগণ।
প্রসন্ন হইয়া দেবী কি বলে তখন ॥[৬]
[ভগবতী বলে শুন দেবতা সকল।
আমি তুষ্ট হইলাম মাগিয়া লহ বর ॥

১। সদা করহ ... ... পাঠান্তর।
২। দাবাগ্নির ভয়ে .. ... „
৩। দুষ্ট ... ... „
৪। মুরতি ... ... „
৫। তোমাতে উৎপত্তি জীব তোমাতে প্রলয় ... „
৬। মাতা বোলেন তখন ... „

যেহি ইচ্ছা সেহি বর মাগ দেবগণ।
মনের বাঞ্ছিত বর দিব সেই ক্ষণ॥
দেবগণে বলে এই মাগিলাম বর।
সংসারে প্রসন্ন দেবী হইবা সত্বর॥
আমা সবার যত বাধা শত্রু করি ভয়।
প্রসন্ন হইবা তাতে নাহিক সংশয়॥]*
দেবগণমুখে শুনি এতেক বচন।
পরিতুষ্ট হইয়া দেবী কি বলে তখন॥[১]
[শুন শুন দেবগণ সবার সংশয়।
মনের অভীষ্ট বর পাইবা নিশ্চয়॥
যুগে যুগে আমার সব হয় অবতার।
দুষ্ট মারি শিষ্ট রক্ষা করি অনিবার॥]†

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তুষ্ট হইয়া কহিছেন জগতের মাতা।
মনের অভীষ্ট বর মাগহ দেবতা॥
বোলেন করুণাময়ী হইয়া সদয়।
মনের বাঞ্ছিত বর পাইবা নিশ্চয়॥
দেবগণে বলে মাতা করি নিবেদন।
সংসারে প্রসন্ন মাতা থাক সর্ব্বক্ষণ॥
দেবতার বিঘ্ন নাশি শত্রু কর ক্ষয়।

১। তুষ্ট হইয়া ভগবতী কহিলা তখন ··· পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
শুন শুন দেবগণ বচন আমার।
সবার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোমার॥

[যখনে যে দৈত্য উপজএ দুর্নিবার।
অবতার হৈয়া তারে করিব সংহার ॥
কথদিনে হবে বৈবস্বত মন্বন্তর।
অষ্টমবিংশতি যুগ তাহার অন্তর ॥]*
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে জন্মিবে অসুর।
[সদায় প্রাণীর হিংসা করিবে প্রচুর ॥
তখন জন্মিব আমি * * গোকুলে।
নন্দঘোষ ঘরে জন্ম যশোদার উদরে ॥
এ দুই অসুর তবে করিব বিনাশ।
সেই কালে বৃন্দাবনে করিব নিবাস ॥
বিন্ধ্যাচলবাসী নাম হইবে তখন।
আর এক কথা কহি শুন দেবগণ ॥
পুনরপি মহীতলে রুদ্র অবতার।
ঘোররূপে করিব কত অসুর সংহার ॥
বিপ্রচিত্তি নামে দানব জন্মিবে তখন।
বিক্রম করিয়া আমি করিব ভোজন ॥
সেই কালে রক্তদন্ত হইবে আমার।
দাড়িম্ব-পুষ্পের সম হইবে আকার ॥]†

যুগে যুগে আমি সব অবতার হৈয়া।
সংসার করিব রক্ষা দুষ্ট নিবারিয়া ॥
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অনেক জীবের হিংসা করিবে প্রচুর ॥

মর্ত্ত্যেতে মানব আর স্বর্গেতে দেবতা।
সকলে করিবে স্তব রক্তদন্তিকা॥
তাহাতে হইবে এহি নামের প্রচার।
রক্তদন্তী নাম তাহে হইবে আমার॥
অনাবৃষ্টি হবে তাহে[1] শতেক বৎসর।
আমারে করিবে স্তব দেবতা সকল॥[2]
দেবগণে মুনিগণে করিবে স্তবন।
শতাক্ষী হইয়া আমি দিব দরশন॥

এই দুই অসুর আমি করিব বিনাশ।
সেহি কালে বিন্ধ্যাচলে করিব নিবাস॥
তখনে জনম আমি নিব গোপঘরে।
নন্দগোপ ঘরে জন্ম যশোদা-উদরে॥
বিন্ধ্যাচলবাসা আমি হইব তখন।
আর এক কথা কহি শুন দেবগণ॥
পুনরপি মহীতলে রুদ্র অবতার।
ঘোররূপে অসুরেক করিব সংহার॥
বিপ্রচিত্ত নামে এক দানব জন্মিব।
পরাক্রম করি তারে ভোজন করিব॥
লোহিত আকার মোর হইবে দশন।
দাড়িম্বের পুষ্প জিনি দন্তের শোভন॥

১। তবে অনাবৃষ্টি হৈবে ... পাঠান্তর।
২। যতেক অমর ... ... ”

অযোনিসম্ভবা আমি হইব তখন।
শত চক্ষু হইয়া আমি দিব দরশন॥
শতাক্ষী আমার নাম হবে তে কারণ।
স্তবন করিবে তাতে যত[1] মুনিগণ॥
আপনার অঙ্গ হইতে শাক জন্মাইয়া।
জগত পালিব আমি সেই শাক দিয়া॥
শত বৃষ্টি[2] করি শাক করিব রক্ষণ।
দেবতা মনুষ্য তাহা করিবে ভক্ষণ॥
এইরূপে করিব আমি জগত পালন।
শাকম্ভরী নাম আমার হইবে তখন॥
[ভয়ঙ্কর রূপে আমি জন্মিব হিমাচলে।
মুনিগণে সদা স্তব করিবে আমারে॥]*
দুর্গা নামে হইবেক অসুর একজন।
যুদ্ধ করি আমি তার লইব জীবন॥
[সমর করিয়া দুষ্ট করিব সংহার।
সেই কালে দুর্গা নাম হইবে আমার॥]†

১। ঋষি ... ... পাঠান্তর।
২। সদাবৃষ্টি ... ...

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভয়ঙ্করা রূপ আমি করিব বিস্তার।
ভীমা নাম সেহি কালে হইবে আমার॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
মারিব বিষম দৈত্য করিয়া সংগ্রাম।
দুর্গাসুর বধে মোর হবে দুর্গা নাম॥

আর কত দিনে দুষ্ট অসুর জন্মিব।
ষট্‌পদ হৈয়া আমি অসুর বধিব॥
ভ্রমরী হইয়া নিব তাহার জীবন।
ভ্রামরী আমার নাম হইবে তখন॥
স্বর্গেতে করিবে স্তব যত দেবগণ।
মর্ত্তেতে মনুষ্য আর যত মুনিগণ॥
এইরূপে যত বৈরী উপস্থিত হয়।
যুদ্ধ করি বিনষ্ট তাকে করিব নিশ্চয়॥[১]
দেবতা মনুষ্য আর যত মুনিগণ।
শত্রু বিনাশিয়া আমি করিব পালন॥
মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
দেবতার স্তুতি কহি মার্কণ্ড পুরাণ॥
দেবীর মাহাত্ম্য এই শুন নরেশ্বর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
[ভবানীপ্রসাদ রায় কাঠালিয়াবাসী।
অভয়ার পাদপদ্মে সদা অভিলাষী॥
দিবস রজনী ভাবি চরণ-কমল।
পুরাণপ্রণীত ভণে দুর্গার মঙ্গল॥]*

ইতি দেবস্তুতি

১। তাহাকে করিব নষ্ট কহিল নিশ্চয় ... পাঠান্তর।

* বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভবানীপ্রসাদে বোলে কালীপদতলে।
দুর্গা বৈল্যা মরি যেন জাহ্নবীর জলে॥

মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি বিচিত্র ব্যাখ্যান ॥[১]
ভগবতী বলেন শুনহ দেবগণ।
আমার এহি স্তব পড়িবে যেহি জন ॥
নাশিয়া সকল বাধা পরাজয়।[২]
ধন-ধান্য দারা-সুত পাইবে নিশ্চয় ॥
সৃষ্টির প্রচার[৩] মধু কৈটভ বিনাশ।
মহিষাসুর বধ সেহি কীর্ত্তির প্রকাশ ॥
দূতের সংবাদ শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন।
[ভক্তি করি পাঠ এহি করেন শ্রবণ ॥
অষ্টমী নবমী কিবা চতুর্দ্দশী আর।
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে পঞ্চ পর্ব্ব আর ॥
পুণ্যাহ দিবসে পাঠ করিবে স্মরণ।
অন্তের কৈবল্য পদ পাবে দরশন ॥
বলি পূজা মহোৎসব হয় দেবার্চ্চন।
যজ্ঞ হোম করে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ ॥
তাহার যে ফল হয় না যায় কহন।
সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি হয় তার সেহি ক্ষণ ॥

১। মার্কণ্ডপুরাণ ... ... পাঠান্তর।
২। বিঘ্ননাশ হয় তার শত্রু পরাজয় ... ,,
৩। সৃষ্টির পত্তন ... ... ,,

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য যে আর।
ষোড়শ উপচার কিবা দশ উপচার॥
এমতে করিলে পূজা যত ফল হয়।
এহি সব পাঠে ফল পায় সমুচ্চয়॥
শরৎকালে মহাপূজা করে যেহি নরে।
বার্ষিক করিয়া আমা পূজয়ে বৎসরে॥
আমার মাহাত্ম্য তাহে পড়ে যেহি জন।
ভক্তিভাবে পড়ে যেহি মাহাত্ম্য উত্তম॥
যে জনে পড়ায় কিংবা করয়ে শ্রবণ।
আপদ্ নহিবে দুঃখ নহে কদাচন॥
নাশিবে সকল বাধা শত্রু হবে ক্ষয়।
ইহ লোকে সুখ-ভোগ অন্তে মুক্ত হয়॥
দুঃখ দারিদ্র্য নাশ হইবে তাহার।
দস্যুভয় রাজভয় না হইবে তার॥
অরণ্য প্রান্তর কিংবা দাহন হুতাশন।
মহৎ সঙ্কট কিংবা দুঃস্বপ্ন দরশন॥
মহামারী-সমুদ্ভূত উপসর্গ হয়।
অন্নকষ্ট দুঃখ কিংবা ধনহীন হয়॥
দারা সুত কামনা করয়ে যেহি জন।
মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ তার হইবে তখন॥
সিংহ ব্যাঘ্র পক্ষিভয় হয় উপস্থিত।
পিশাচ রাক্ষস-ভয় নহে কদাচিত॥

চোরভয় অগ্নিভয় না হইবে তার।
কোন কালে গ্রহপীড়া না হইবে তার॥
বলি পূজা মহোৎসব যজ্ঞকার্য্য হয়।
দানযজ্ঞ বিপ্রসেবা করয়ে নিশ্চয়॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজা যেহি করে।
তাহার অধিক ফল পাঠ যেহি করে॥
স্থিররূপে লক্ষ্মী পুরে থাকয়ে তাহার।
আপদ্ নাহিক তার আজ্ঞা যে আমার॥
জাতিধ্বংস আদি যার কুলনাশ হয়।
বিষম সঙ্কট ঘোরে পড়ে যে নিশ্চয়॥
বিপত্তে পড়য়ে কিংবা নিগূঢ় বন্ধন।
সপ্তম * * তাতে * * করয়ে স্মরণ॥
তখনি হইবে তার বন্ধন মোচন।
পড়িতে না পারে যদি করিবে স্মরণ॥
জ্বরাস্তক হয় যদি * * বিমুক্ত নর।
স্মরণেতে রোগ শান্তি হইবে সকল॥
বিষয় কামনা যে বা মুক্তিপদ চায়।
মনস্থির হৈয়া পড়ে সেহি ফল পায়॥]*

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে এইরূপ আছে,—
ভক্তি করি পড়ে যেবা করয়ে শ্রবণ।
ভক্তি করি মোর পূজা করে যেহি জন॥

শুন শুন দেবগণ বচন আমার।
ইহাতে কিঞ্চিৎ সন্দে না ভাবিহ আর।
যে জনে পড়িবে তারে হইব সদয়।
সত্য সত্য কহিলাম জানিবা নিশ্চয়॥
যার যেহি অধিকারে চল দেবগণ।
দেবরাজ চলি যাহ আপন ভুবন॥
[যার যেহি বিষয় দিলাম অধিকার।
যজ্ঞভাগ লহ যাইয়া যত দেবতার॥]*

বারষিক করি পূজে বৎছরে বৎছরে।
* * * *॥
আমার মাহিত্ম্য তাথে পাঠে যেই জন।
রোগ শোক দুঃখ সেহি হয় বিমোচন॥
ঐহিকে পরম সুখ সেহি ভোগ করে।
অন্তেত কৈবল্য পায় সেহি নরে॥
স্থিররূপে লক্ষ্মী তার ঘরেতে বসতি।
আমার আজ্ঞায় তার খণ্ডিবে দুর্গতি॥
সপ্তশতি শ্লোক যেহি করয়ে স্মরণ।
মহৎ উৎপাতে সেহি হয় বিমোচন॥
জাতিনাশ ধননাশ নিগড়-বন্ধনে।
রাজভয়ে দৈত্যভয়ে দুঃস্বপ্ন দর্শনে॥
পড়িতে না পারে যদি করিবে শ্রবণ।
সকল দুর্গতি মুক্ত হইবে সেহি জন॥
বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
আপন পুরেতে দেব করহ গমন।
যার যার যেহি কাজে হও নিয়োজন॥

শুম্ভ-ভয় কোন কালে নহিবে তোমার।
সতত করিব আমি রক্ষা সবাকার ॥
সত্য সত্য কহিলাম না ভাবিহ আন।
এ বলিয়া দেবমধ্যে হৈলা অন্তর্ধান ॥
[দেখিয়া বিস্ময় হৈল যত দেবগণ।
প্রণাম করিয়া করে অনেক স্তবন ॥]*
যার যেহি বিষয় হইল অধিকার।
যজ্ঞভাগ পাইল যত দেবতার ॥
[মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
এই যে কহিল আমি বিচিত্র-ব্যাখ্যান ॥
এহিরূপে ভগবতী করি অবতার।
দুষ্ট নিবারিয়া রক্ষা করেন সংসার ॥
সাধু জন পালি দুষ্ট করেন সংহার।
মহাকালে হয় মহা ঘোর অবতার ॥
স্থিররূপে করে দেবী পৃথিবী পালন।
যতেক বিঘ্ন তাহা করে নিবারণ ॥
এহি রূপে করে শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন।
অপর আছিল তাহে যত সৈন্যগণ ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেখিয়া দেবতাগণ বিস্মিত হইয়া।
প্রণাম করিলা গলে বসন-বান্ধিয়া ॥

অস্থির হইয়া সবে ভাবিয়া বেড়ায়।
শিবাতঙ্ক হৈল তার নাহিক আশ্রয়॥]*
স্থিররূপে রাজ্য করে যত দেবগণ।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি শুনহ রাজন॥[১]
[মেধসে কহেন কথা শুন নরনাথে।
ভবানীমাহাত্ম্য এহি কহিনু তোমাতে॥
এহি ভগবতী দেবী শক্তিরূপ ধরি।
সকল জীবেত বাস করে মহেশ্বরী॥]†
স্থাবর জঙ্গম মোহে দেবীর মায়ায়।
পশু পক্ষী আদি করি অস্থির সদায়॥
[এহি মতে মায়ামোহে আছে দেবগণ।
মনুষ্যের মোহ নহে কিসের কারণ॥
মনুষ্য শরীর তুমি করিছ ধারণ।
মায়াতে মোহিত রাজা আছে তব মন॥
ইহাতে অস্থির রাজা না হইবা আর।
কহিলাম সত্য ভাষা সন্দে আছে কার॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অবশিষ্ট দৈত্যসেনা আছিল বিশাল।
অস্থির হইয়া তারা পশিল পাতাল॥

১। ভবানী-মহিমাগুণ করিয়া কীর্ত্তন ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ ॥
কহিছে অগস্ত্য মুনি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি দেবতার স্তুতি।
শুম্ভ নিশুম্ভ বধ মধুর ভারতী ॥
শ্রীগুরু-চরণ ভাবি রায় ভবানী বোলে।
অন্তকালে প্রাণ যায় যেন জাহ্নবীর জলে ॥
মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
বিষ্ণুমায়া কহিলাম তোমা বিদ্যমান ॥
কহিলাম দুই মত সাকার নিরাকার।
প্রকৃতি-পুরুষরূপে করেন বিহার ॥]*

* বন্দনীর অংশ ২য় পুঁথিতে এইরূপ আছে,—
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরীগণ।
বিধি বিষ্ণু আদি করি যত ঋষিগণ ॥
অসুর কিন্নর নর আদি সমুদায়ে।
মায়াতে মোহিত হইয়া ভ্রমিঞা বেড়ায়ে ॥
মনুষ্যশরীর রাজা করিছ ধারণ।
মদে মত্ত হইয়া জীব না চিনে আপন ॥
মায়াতে মোহিত হইয়া আছ বন্দী হৈয়া।
তেকারণে কান্দে প্রাণ বান্ধব লাগিয়া ॥
মুনি বোলে মহারাজ শুন মন দিয়া।
করহ ভবানী-পূজা একান্তিক হৈয়া ॥

অস্থির হইয়া সবে ভাবিয়া বেড়ায়।
শিবাতঙ্ক হৈল তার নাহিক আশ্রয় ॥]*
স্থিররূপে রাজ্য করে যত দেবগণ।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি শুনহ রাজন ॥[১]
[মেধসে কহেন কথা শুন নরনাথে।
ভবানীমাহাত্ম্য এহি কহিনু তোমাতে ॥
এহি ভগবতী দেবী শক্তিরূপ ধরি।
সকল জীবেত বাস করে মহেশ্বরী ॥]†
স্থাবর জঙ্গম মোহে দেবীর মায়ায়।
পশু পক্ষী আদি করি অস্থির সদায় ॥
[এহি মতে মায়ামোহে আছে দেবগণ।
মনুষ্যের মোহ নহে কিসের কারণ ॥
মনুষ্য শরীর তুমি করিছ ধারণ।
মায়াতে মোহিত রাজা আছে তব মন ॥
ইহাতে অস্থির রাজা না হইবা আর।
কহিলাম সত্য ভাষা সন্দে আছে কার ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অবশিষ্ট দৈত্যসেনা আছিল বিশাল।
অস্থির হইয়া তারা পশিল পাতাল ॥

১। ভবানী-মহিমাগুণ করিয়া কীর্ত্তন ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ ॥
কহিছে অগস্ত্য মুনি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর ॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি দেবতার স্তুতি।
শুম্ভ নিশুম্ভ বধ মধুর ভারতী ॥
শ্রীগুরু-চরণ ভাবি রায় ভবানী বোলে।
অন্তকালে প্রাণ যায় যেন জাহ্নবীর জলে ॥
মুনি বোলে মহারাজ কর অবধান।
বিষ্ণুমায়া কহিলাম তোমা বিদ্যমান ॥
কহিলাম দুই মত সাকার নিরাকার।
প্রকৃতি-পুরুষরূপে করেন বিহার ॥]*

বন্দনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরীগণ।
বিধি বিষ্ণু আদি করি যত ঋষিগণ ॥
অসুর কিন্নর নর আদি সমুদায়ে।
মায়াতে মোহিত হইয়া ভ্রমিঞা বেড়ায়ে ॥
মনুষ্যশরীর রাজা করিছ ধারণ।
মদে মত্ত হইয়া জীব না চিনে আপন ॥
মায়াতে মোহিত হইয়া আছ বন্দী হৈয়া।
তেকারণে কান্দে প্রাণ বান্ধব লাগিয়া ॥
মুনি বোলে মহারাজ শুন মন দিয়া।
করহ ভবানী-পূজা একান্তিক হৈয়া ॥

পরদলে নিল তোমার রাজ্য-অধিকার।
নিরাতঙ্ক হৈয়া আইলা বনের মাঝার॥
[অমাত্যকারণে প্রাণ কান্দে অনুক্ষণ।
কহিলাম মহারাজ তাহার কারণ॥
আমার বচন রাজা অবধান কর।
ভক্তিভাবে দেবী পূজা করে যেহি নর॥
বিষম আপদ্ তরি পায় রাজ্যভার।
শত্রুপরাজয়ী হৈয়া বিজয় সংসার॥]*
বৈশ্যবর লও তুমি দেবীর শরণ।
বিপদ্ তরিয়া তুমি পাবে বহু ধন॥[1]
মুনির মুখেতে[2] শুনি এতেক বচন।
মুনিরে প্রণাম করি সুরথ রাজন॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অমাত্য সকল যত হইল বিপক্ষ।
সংসারেত নাহি তব কেহ নিজপক্ষ॥
ভাবহ ভবানীপদ দড় করি মনে।
পুন রাজ্য লাভ হবে শুনহ রাজনে॥
অমাত্য সকলে যত হইছে প্রবীণ।
দেবীর কৃপায় তারা হইবে অধীন॥

১। নিজধন ... ... পাঠান্তর।
২। মেধসের মুখে ... ...

হিত উপদেশ রাজা শুনি মুনি স্থানে।
করেন অম্বিকা পূজা সেহি ত কাননে ॥[১]
[বসন্তের শুক্লপক্ষে নবমী দিবসে।
পূজা আরম্ভিলা রাজা মুনির আশ্বাসে ॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী-রূপধারী।
সেহি মূর্ত্তি পূজা * * অধিকারী ॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী দিনে।
তিন দিন বিধিমতে পূজেন রাজনে ॥
পুনশ্চ মার্কণ্ড মুনি লাগিলা কহিতে।
বৈশ্যবর করে পূজা বনে সেহি মতে ॥
চণ্ডী পাঠ করে তথা লক্ষ মুনিগণে।
সুরথ করেন তবে পূজা সমাপনে ॥
ছাগ মেষ মহিষ বলি দিছেন রাজন।
* * * *
যজ্ঞ পূর্ণ করি তবে সুরথ রাজন।
মূলমন্ত্র জপ রাজা করেন তখন ॥
যেহি মন্ত্র মুনি স্থানে পাইলা উপদেশ।
সেহি মন্ত্র জপে রাজা করিয়া বিশেষ ॥

১। আরম্ভে অম্বিকাপূজা সেহি ঘোর বনে ··· পাঠান্তর।

কহিছে মার্কণ্ড মুনি সব মুনি শুনে।
বৈশ্যবর মন্ত্র জপে সেহি সে কাননে ॥]*
সঙ্কল্প করিয়া রাজা জপ আরম্ভিলা।
পূর্ব্বরূপ ভগবতী দরশন দিলা ॥
মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে হইয়া অধিষ্ঠান।
দেবী বোলে মহারাজ ভঙ্গ কর ধ্যান ॥
তোমার সেবাতে প্রীতি জন্মিল আমার।
মনোবাঞ্ছা ফল আজি হইবে তোমার ॥

বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—

বসন্ত সময়ে শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী তিথি।
আরম্ভ করিল পূজা সুরথ নৃপতি ॥
যেহি মতে করে পূজা সুরথ রাজন।
সেহি মতে করে পূজা বৈশ্যের নন্দন ॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী অবধি।
পূজা করে ভগবতী যথা বেদবিধি ॥
চণ্ডী পাঠ করি করে হোম সমাপন।
মূলমন্ত্র জপে রাজা একান্তিক মন ॥
বৈশ্যবর করে পূজা একান্তিক হৈয়া।
ভাবিছে ভবানীপদ নঞান মুদিয়া ॥
বিধিমতে করে স্তব সুরথ রাজন।
তুষ্ট হইয়া ভগবতী দিলা দরশন ॥
দেবী বোলে বচন শুনহ নৃপবর।
আমি তুষ্ট হইলাঙ মাগি লহ বর ॥

বর লহ মহারাজ যেহি লয় মন।
রাজা বোলে সত্য বাণী কহ মোর স্থান ॥
রাজা বোলে এহি কথা সত্য নাহি মানি।
হৃৎপদ্মে দেখা দেহ তবে আমি চিনি ॥[১]
[বুঝিয়া রাজার মন দেবী ভগবতী।
হৃৎপদ্মে দরশন দিলা শীঘ্রগতি ॥
যেহি রূপ ধ্যানযোগে ভাবিছে রাজন।
সেহি রূপ হৃৎপদ্মে দিলা দরশন ॥
মনের আঁধার রাজার সব দূরে গেল।
পুলকিত হৈয়া রাজা নয়ন মেলিল ॥
যেহি রূপে হৃৎপদ্মে দিলা দরশন।
সেহি রূপ চক্ষু মেলি দেখিলা রাজন ॥
অশেষ বিশেষ রাজা সকল করিয়া।
বর মাগে মহারাজ সচকিত হৈয়া ॥
যদি বর দিতে আজ্ঞা করিলা আপনি।
পরদলে নিল রাজ্য শুন গো জননি ॥]*

১। দেখা যদি দেওগ জননি ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তখনে রাজার ভাব বুঝিয়া অম্বিকা।
সুরথের হৃদে আসি দেবী দিলে দেখা ॥
যেহি মতে হৃদে রাজা করিছে ভাবন।
সেহি রূপ হইয়া মাতা দিলা দরশন ॥

এহি বর মাগিলাম[১] চরণে তোমার।
পূর্ণরূপ হউক মোর[২] রাজ্য অধিকার॥
দেবী বোলে হবে তোমার রাজ্য-অধিকার[৩]।
ইহ লোকে সুখ-ভোগ অন্তেতে নিস্তার[৪]॥
হয় দীপ্ত মন্বন্তর সাবর্ণিক নাম।
সাবর্ণিক মনু করি হইবে আখ্যান॥
জন্মান্তরে হবে তুমি সূর্য্যের কুমার।
সাবর্ণিক মন্বন্তরে হবে অধিকার॥
তুমি যে করিলা এহি পূজার প্রচার।
ব্যক্ত হবে তিন লোকে জগতসংসার॥
[ভক্তিভাবে এহি পূজা করে যে রাজন।
বিষম আপদ্ তার হয় বিমোচন॥]*

চক্ষু মেলি ভগবতী দেখিলা রাজন।
অশেষ বিশেষে রাজা করিছে স্তবন॥
যুড়িয়া উভয় পাণি বোলে নৃপমণি।

১। মাগি মাগ ... ... পাঠান্তর।
২। পুনরপি দেহ সেহি ... ... „
৩। মনোভীষ্ট সিদ্ধি ... ... „
৪। ঐহিকে ভুগিয়া সুখ অন্তে হবা মুক্তি ... „

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
ভক্তি করি এহি পূজা করিবে যেহি জন।
বিষম দুস্তরে তার হইবে মোচন॥

ইহাতে কিঞ্চিত সন্দে না ভাবিহ আর।
গমন করহ রাজা পুরে আপনার ॥
[বৈশ্যবর এহি রূপে ধ্যান আরম্ভিলা।
প্রসন্ন হইয়া দেবী দরশন দিলা ॥
ভগবতী বোলে বৈশ্য অবধান কর।
আমি তুস্ট হইলাম মাগিয়া লহ বর ॥
তাহা শুনি বৈশ্যবর যোড় করি পাণি।
বর দিতে অঙ্গীকার করিলা ভবানি ॥]*
আর বর নিয়া মোর কোন কর্ম্ম নাই ।[১]
চরণেতে স্থান দেহ এহি বর চাই ॥
[যদি অঙ্গীকার মোরে কর ভগবতি।
চরণেতে স্থান দেহ * * * ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
বৈশ্যবরে ভগবতী করে আরাধন।
কৃপা করি জগদম্বা দিলা দরশন ॥
বোলেন করুণাময়ী শুন বৈশ্যবর।
মনের বাঞ্ছিত যেহি লও সেহি বর ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী বৈশ্যের নন্দন।
প্রণাম করিলা গলে বান্ধিয়া বসন ॥
প্রেমে গদ গদ অঙ্গ অশ্রুপূর্ণ হৈল।
চক্ষু মেলি ভগবতী সাক্ষাতে দেখিল ॥

১। বৈশ্য বলে আর বর কিছু কার্য্য নাই ... পাঠান্তর।

সেহি বর তাহাকে দিলেন ভগবতী।
কর্ম্মবন্ধ ঘুচিল তার পাইল মুকতি ॥
এহি মতে মুক্ত যদি হৈল বৈশ্যবর।
সুরথের তরে দেবী করেন উত্তর ॥]*
ভগবতী বোলে রাজা শুন সমাচার।
আপনার পুরে যাইয়া কর অধিকার ॥
যখনে বিপদে পড় করিবা স্মরণ।
[সেহি কালে আমার পাইবা দরশন ॥
ই বলিয়া অন্তধান হইলা ভগবতী।
পূজা সাঙ্গ করিলেন সুরথ নৃপতি ॥
মৃণ্ময়ী প্রতিমা করিয়া বিসর্জ্জনা।
মুনির চরণে রাজা করিলা প্রণামা ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
পুন যেন নহে মোর জঠরযন্ত্রণা।
অপাঙ্গ নঞানকোণে কর গ করুণা ॥
কৃপা কর ভগবতি অকিঞ্চন প্রতি।
স্থান দেহ রাঙ্গা পদে কৈবল্য মুরতি ॥
বৈশ্যের মনের ভাব বুঝিয়া তখন।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিলা তখন ॥
হেন মতে নিস্তার করিয়া বৈশ্যবরে।
সুরথেরে মাতা তবে কহে তদন্তরে ॥

কহিছে মার্কণ্ড মুনি শুন মুনিগণ ।]*
নিজ পুরে চলি গেল সুরথ রাজন ॥
পরদলে নিয়াছিল রাজ্য অধিকার ।
[ভগবতীর কৃপাতে পাইল আর বার ॥
অমাত্য সকল যত শত্রুপক্ষ ছিল ।
দেবীর কৃপায় সবে সহায় হইল ॥]†
পুত্রের সমান প্রজা করিছে পালন ।
মহাসুখে আছে রাজা আপন ভুবন ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
তখনে পাইবা তুমি মোর দরশন ॥
জন্মান্তরে হবা তুমি সূর্য্যের কুমার ।
সাবর্ণিক মন্বন্তরে হবে অধিকার ॥
এত বলি ভগবতী হৈলা অন্তর্ধান ।
পূজা সাঙ্গ করি রাজা করিলা পয়ান ॥
মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জিয়া জলে ।
প্রণাম করিল মুনির চরণকমলে ॥
মুনিতে বিদায় হৈয়া করিলা গমন ।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
দেবীর কৃপায়ে রাজ্য পাইল পুনর্ব্বার ॥
শত্রুপক্ষ ছিল তার বন্ধুবর্গ যত ।
দেবীর কৃপায় তারা হৈল অনুগত ॥

[এহি মতে মহাসুখে ছিল কত কাল।
অপরেতে দেহত্যাগ হইল তাহার ॥]*
জন্মান্তরে হৈল সেহি সূর্য্যের কুমার।
অষ্টম মন্বন্তরে সেহি পাইল[১] অধিকার ॥
[দেবীর কৃপায় হৈল সাবর্ণিক নাম।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি বিচিত্র আখ্যান ॥
ভক্তিভাবে বসি পাঠ করে যেহি জন।
তাহার এহি ফল হয় শুন দিয়া মন ॥]†
বিষয় কামনা করি করয়ে স্তবন।
স্থিরতর বিষয় পাইবে সেহি জন ॥
দরিদ্র হইয়া যদি করয়ে স্মরণ।
ধনলাভ হয় তার শুন মুনিগণ ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কতকাল রাজ্যসুখ ভুঞ্জিয়া নৃপতি।
দুর্গা বৈল্যা প্রাণ ত্যাগ করিলেন তথি ॥

১। তার হৈল ... ... পাঠান্তর।

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
কহিছে মার্কণ্ড মুনিগণের স্থান ॥
ভক্তি করি এহি পাঠ করে যেহি জনা।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়ে তার মনের কামনা ॥

সমন্ত্রে স্বরেতে পড়ে[১] সপ্তশতী শ্লোক।
তার বন্ধ মুক্ত হয় পায় মহাসুখ॥
কহিছে অগস্ত্য মুনি শুনহ শ্রীরাম।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ড পুরাণ॥
কহিছে মার্কণ্ড মুনি মুনিগণ স্থানে।
সেহি কথা কহিলাম তোমা বিদ্যমানে॥
[রজতের আভা জিনি কৈলাস-শিখর।
তাহাতে বিরাজে সদা ভবানী শঙ্কর॥
রামচন্দ্র বোলে কথা শুন মহামুনি।
দেবীগুণ কার স্থানে শুনিলা আপনি॥
সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীর আখ্যান।
মেধসে কহিলা কথা সুরথের স্থান॥
ই কথা শুনিয়া মুনি কাহার মুখেতে।
তাহার বিস্তার মুনি কহ সাবহিতে॥
মুনি বোলে রঘুনাথ কর অবধান।
মেধসে কহিল যবে সুরথের স্থান॥
বৃক্ষে বসি সেহি কথা ধর্ম্মপক্ষী শুনে।
প্রকাশ হইল সেহি পক্ষীর বদনে॥
পক্ষীর উক্তিতে হইল মার্কণ্ডপুরাণ।
পুরাণ পুনি ত আমি কবিনু বাখান॥

১। সমগ্র স্তব হয় ... ... পাঠান্তর।

একদিন শিবস্থানে জিজ্ঞাসে ভবানী।
কহ চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য শূলপাণি॥
যথাবৃত্তি পাঠ কৈলে যত ফল হয়ে।
শুনিতে আমার ইচ্ছা কহ মহাশয়ে॥
শঙ্কর কহেন চণ্ডীপাঠের মহিমা।
যত বৃত্তি যত গুণ শুন প্রিয়োত্তমা॥]*
সঙ্কল্প করিয়া পূজা করে যেহি জন।
যতেক আবৃত্তিফল শুন নারায়ণ॥
বলি পূজা মহোৎসব ব্রাহ্মণ ভোজন।
অন্ন দান করে কিবা করে যজ্ঞ হোম॥
তাহাতে মাহাত্ম্য এহি করিবে স্মরণ।
পার্ব্বতীর স্থানে কহিছে পঞ্চানন॥
[একাবৃত্তি কামসিদ্ধি বৈরী হয় নাশ।
তৃতীয় আবৃত্তি হৈলে পূরে মন আশ॥
উপসর্গ আদি করি হইবে বিনাশ।
মনোরথ সিদ্ধি হবে শুন শ্রীনিবাস॥
তিন মত উপসর্গ বিনাশ কারণ।
পঞ্চম আবৃত্তি পাঠ করিবে সে জন॥
কহিছেন সদাশিব পার্ব্বতীর স্থানে।
গ্রহপীড়া শান্তি করে পঞ্চবার গানে॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

মহাভয় আদি যদি উপস্থিত হয়।
সপ্তম আবৃত্তি হৈলে খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
নবম আবৃত্তি শান্তি রাজভয় হয়।
এহি কহি ভগবতী না কর সংশয়॥]*
একাদশ আবৃত্তি চণ্ডীর পূরে মন আশ।
বশ হয় নরপতি হয় তার দাস॥
দ্বাদশ আবৃত্তি চণ্ডী পড়ে যেহি জন।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তখন॥
[চতুর্দ্দশ বার যদি আবৃত্তি করয়।
নারী বশ হবে তার অন্যথা না হয়॥]†
পঞ্চদশ বার যদি করয়ে[১] আবৃত্তি।
স্থির লক্ষ্মী দুঃখ নাশ শুন ভগবতি॥[২]

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
একাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি।
তৃতীয়ে বিনাশ শত্রু বাড়য়ে যশ বৃদ্ধি॥
পঞ্চবার চণ্ডী পাঠে গ্রহপীড়া নাশ।
সপ্তম আবৃত্তি কৈলে না থাকে হুতাশ॥
রাজভয়ে নাশ হয় নবম আবৃত্তি।
নাহিক সংশয় ইথে শুন ভগবতি॥

† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
চতুর্দ্দশাবৃত্তি চণ্ডী পাঠে যেহি জনা।
নারী বশ হয়ে তার শুন বরাঙ্গনা॥

১। চণ্ডী যে করে ... ... পাঠান্তর
২। স্থিররূপে লক্ষ্মী তার ঘরে সদা স্থিতি ... "

ষোড়শ আবৃত্তি তাহে করে[১] যেহি জন।
পুত্র পৌত্রে সুখী হয় পায় বহু ধন ॥
[রাজভয় শত্রুভয় উপস্থিত হয়।
বৈরী উচ্চাটন তাহে হইবে নিশ্চয় ॥]*
সপ্তদশ বার কিবা অষ্টাদশ বার।
আবৃত্তি করিলে ফল হইবে তাহার ॥
শঙ্কর বোলেন দেবি শুন সমাচার।
মহা অস্ত্র আদি ভয় বিনাশে তাহার ॥
বিংশতি আবৃত্তি তাহে করে যেহি জন।
মহৎ সঙ্কটে রক্ষা পায় সেহি জন ॥
[পঞ্চমবিংশতি যদি আবৃত্তি করয়।
নিগূঢ় বন্ধন হৈতে পরিত্রাণ পায় ॥
বিষম সঙ্কট ঘোরে পড়ে যেই জন।
অরণ্য প্রান্তরে কিবা দাব হুতাশন ॥
জাতিধ্বংস আদি করি কুলোচ্ছেদ হয়।
বিষম আপদে যদি পড়য়ে নিশ্চয় ॥
বৈরী বিঘ্ন হয় কিবা ধননাশ হয়।
ব্যাধিতে পাড়িত যদি লোক অতিশয় ॥

১। চণ্ডী পাঠ ... ... পাঠান্তর।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
রাজভয় হয়ে কিবা হয়ে উচ্চাটন।
অষ্টাদশ বার পাঠে তাহার খণ্ডন ॥

ত্রিবিধ উৎপাত যদি উপস্থিত হয়।
পঞ্চ মহাপাপ যদি বৈরী দোষ হয়॥
যত্ন করি সদাবৃত্তি (শতাবৃত্তি) পড়ে যেহি জন।
ই সব উৎপাত তার হয় বিমোচন॥]*
লক্ষাবৃত্তি মহাসুখ রাজ্যবৃদ্ধি হয়।
* * কুশল তার সর্ব্বদা থাকয়॥
কামনা করিয়া যেবা পড়িছে নিশ্চয়।
ই তিন ভুবনে তার নাহি পরাজয়॥
†অষ্টোত্তরশতাবৃত্তি পড়ে যত্ন করি।
শত অশ্বমেধ তার শুনহ সুন্দরি॥

---

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
পঞ্চমবিংশতি চণ্ডী পড়ে যেহি জন।
নিগূঢ় বন্ধন হৈতে হয়ে বিমোচন॥
রাজ্যনাশ ধননাশ শত্রুবৃদ্ধি হয়।
জাতিধ্বংস আদি যদি কুলক্ষয় হয়॥
* * মহাপাপ যদি যাহার ঘটয়ে।
বধ উৎপাত কিবা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে॥
মহামারী মহারোগ মহাদুঃখ আর।
রাজভয়ে অগ্নি চোর দৈত্য দুর্নিবার॥
এ সব উৎপাতে সেহি হয়ে বিমোচন।
ভক্তি করি শতাবৃত্তি পড়ে যেহি জন॥

† এই স্থান হইতে গ্রন্থশেষ পর্য্যন্ত ২য় পুথিতে এইরূপ আছে,—
অষ্টোত্তরশত বার যে করে স্তবন।
স্থির লক্ষ্মী বংশবৃদ্ধি নির্দ্ধনের ধন॥

শঙ্খ আবৃত্তি তাহে যে জন করয়।
সদাকাল লক্ষ্মী থাকে তাহার আলয় ॥
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি অন্যথা না হয়।
ইহলোকে সুখ-ভোগ অন্তে মুক্ত হয় ॥
অযুত অযুত যেবা পড়ে লক্ষবার।
জীবন্মুক্ত হয় সেহি ই ভব নিস্তার ॥
পুনরপি ভবে জন্ম না হয় তাহার।
গর্ভবাস দুঃখ-পীড়া না পাইবে আর ॥
সতত তাহার বশ আছে ভগবতী।
সত্য সর্ত্য কহিলাম শুন রঘুপতি ॥

অপুত্রের পুত্রলাভ হয়ে তার বৃদ্ধি।
অন্তে মুক্তি হয়ে তার মনস্কাম সিদ্ধি ॥
সহস্র আবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করে যেহি।
প্রজা বৃদ্ধি হয়ে তার নরপতি সেহি ॥
দশম সহস্র কিবা পড়ে লক্ষ বার।
ঐহিকে পরম সুখ অন্তে মুক্তি তার ॥
চণ্ডীপাঠ-মাহাত্ম্য কহিল এহি সার।
সপ্তশত শ্লোক এহি সার হইতে সার ॥
দেবেতে যে মনু বিষ্ণু জ্যোতিতে ভাস্কর।
নক্ষত্রে যেমন চন্দ্র রুদ্রে মহেশ্বর ॥
মুনিতে যেমন ব্যাস নারদ ঋষিতে।
বেদে যেন সামবেদ বৃক্ষতে অশ্বথে ॥

গঙ্গার সমান তীর্থ নাহিক সংসার।
* * সম যজ্ঞ ব্রত নাহি আর॥
তীর্থমধ্যে গঙ্গা যেন দেবমধ্যে হরি।
পুষ্পমধ্যে দূর্ব্বা যেন নারীমধ্যে গৌরী॥
মাসমধ্যে মাধবি মাস তিথি একাদশী।
বাদ্যমধ্যে ঘণ্টা যেন পত্রমধ্যে তুলসী॥
মুনিমধ্যে ব্যাসদেব ঋষিতে নারদ।
তেমতি জানিয় এই সপ্তশতী শ্লোক॥
নীতিমত কহিলাম শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি মার্কণ্ডপুরাণ।
ভবানীপ্রসাদ বোলে ভাবি তুয়া চরণ॥

তীর্থমধ্যে গঙ্গা যেন কপিল সিদ্ধায়।
মৃগেত মৃগেন্দ্র যেন ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নরেত নরেন্দ্র যেন বিরাজিত লোক।
মার্কণ্ড পুরাণে এহি সপ্তশতী শ্লোক॥
দেবীর মাহাত্ম্য এহি শুন রঘুবর।
উপস্থিত তাহাতে সাবর্ণি মন্বন্তর॥
অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি হইতে সমাধান॥

দেবীর মাহাত্ম্য শুনি করিলা স্মরণ।
প্রণাম করিলা রাম মুনির চরণ॥
যোড়হাতে পুছে রাম মুনির গোচর।
কি কার্য্য করিব এখন কহ মুনিবর॥
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি কৃপায় তোমার।
শুনিতে হইল ইচ্ছা হরিষ অন্তর॥
কিরূপে হইবে এহি সমুদ্রবন্ধন।
কোন মতে পার হইব জিনিব রাবণ॥
ইহার উপায় মোরে কহ যোগেশ্বর।
কিমতে হইবে এহি কার্য্যের বন্ধন॥
রামের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
পুনরপি কহে মুনি রাম বিত্তমান॥
মুনি বোলে রামচন্দ্র কর অবধান।
তোমাকে কহিব আমি মার্কণ্ড পুরাণ॥

পণ্ডিত জনার পদে মোর নিবেদন।
অতি মূর্খ রচি আমি নাহি কোন গুণ॥
মূর্খ হইয়া কবি জানা সাধ্য কারে।
স্বপনে কহিলা মাতা ভাষা রচিবারে॥
সদাকাল ভাবি কালী হাতে করি মসী।
যার লীলা ভগবতী জিহ্বাগ্রেতে বসি॥
তাহা প্রকাশিল আমি নাহি জানি আর।
ইহাতে কিঞ্চিত শক্তি নাহিক আমার॥

সুরথ করিয়া পূজা পাইল রাজ্যভার।
অপরে হইল সেহি মনু অধিকার॥
বৈশ্যবর কৈল পূজা দেবী ভগবতী।
অপরে হইল সেহি * * ॥
সেহি পূজা কর তুমি শুন মহাশয়।
হেলায় বান্ধিবা সেতু লঙ্কা হবে জয়॥
কহিয়াছি তিন মঁত পূজার বিধান।
যাহা মনে লয় সেহি করহ রাজন॥
ভজহ ভবানীপদ একান্তিক করিয়া।
ভকতবৎসলা দেবী করিবেন দয়া॥
রাম বোলে মহামুনি শুন সমাচার।
করিব দেবীর পূজা আজ্ঞায় তোমার॥
কিন্তু এক কথা মুনি করহ শ্রবণ।
কিরূপে করিব আমি প্রতিমা গঠন॥
অগস্ত্য বোলেন রাম শুন সমাচার।
কনক প্রতিমা হয় ইচ্ছায় তোমার॥

ভবানীপ্রসাদ বোলে করি পরিহার।
অন্তকালে নিজ দাসে কর মা নিস্তার॥
অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
কহিনু তোমাকে যেহি পূজার বিধান॥
মৃণ্ময়ী দশভুজা করিয়া নির্ম্মাণ।
ভক্তিতে করহ পূজা সিদ্ধি হবে কাম॥

কনক রজত কিবা মৃণ্ময়ী হয় ।
সেহি মত কর কিংবা যাহা মনে লয় ॥
তুমি প্রভু নারায়ণ বিষ্ণু অবতার ।
কনক রজতে কর প্রতিমা সঞ্চার ॥
রাম বোলে যে কহিলা মুনি মহাশয় ।
কনকপ্রতিমা আমি করিব নিশ্চয় ॥
তবে না হইবে মুনি পূজার প্রচার ।
কোন জনে করিবেক প্রতিমা সুন্দর ॥
মুনি বোলে গৃহ তুমি করহ শ্রীরাম ।
শীঘ্র মত আছে কহি তাহার বিধান ॥
মুনির মুখেত শুনি এতেক বচন ।
লক্ষ্মণকে আদেশিলা কমললোচন ॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা করহ পূজন ।
এ ঘোর দুর্যোর হইতে হইবে মোচন ॥
সমুদ্র হইবে বান্ধা রাবণ সংহার ।
হেলায় করিবা রাম সীতার উদ্ধার ॥
মুনি বোলে রঘুনাথ কর অবগতি ।
ঐকান্তিক হইয়া মনে পূজ ভগবতী ॥
উপায় কহিনু যেহি করিতে বিজয়ে ।
ভাবহ ভবানীপদ শুন মহাশয়ে ॥
অগস্ত্যের মুখে শুনি এতেক বচন ।
করিতে অম্বিকা পূজা ইচ্ছা হৈল মন ॥

রাম বোলে প্রাণের ভাই ঠাকুর লক্ষ্মণ।
প্রতিমা গঠিয়া কর পূজার আয়োজন॥
রামের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বানরেরে আজ্ঞা দিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বোলেন শুন যত বানরগণ।
প্রতিমা গড়িতে তোরা পার কোন্ জন॥
বানরে বোলে নীল বিশ্বকর্ম্মার কুমার।
সেহি বিনে গঠিতে না পারে কেহ আর॥
নল নীল বোলে মূর্ত্তি না দেখি নয়ানে।
মূর্ত্তি না দেখিলে আমি গঠিব কেমনে॥
এত শুনি আগু হৈয়া বোলে জাম্বুবান।
নিবেদন করি আমি শুনহ শ্রীরাম॥
বিশ্বকর্ম্মা স্মরণ করহ শ্রীহরি।
নির্ম্মাইবে দশভুজা মহা যত্ন করি॥
জাম্বুবান মুখে শুনি এতেক বচন।
বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলা নারায়ণ॥

রাম বোলে নিবেদন শুন হে আমার।
পূজা করিবার কিছু নাহিক সম্ভার॥
সুগ্রীবেরে তবে রাম কহেন বচন।
অম্বিকা পূজার মিতা কর আয়োজন॥
নাহি মোর ধন-জন নাহি ঘরদ্বার।
নাহিক আশ্রয় কিছু নাহি পরিবার॥

বিশ্বকর্ম্মা জানিলেন ডাকে রঘুনাথ।
আসিলেন বিশ্বকর্ম্মা শিষ্যগণ সাথ॥
যোড়হস্তে রামপদে করিলা প্রণাম।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব শ্রীরাম॥
আজি কেন হইল মোর ভাগ্যের উদয়।
কি কারণে স্মরণ করিলা দয়াময়॥
যেহি পাদপদ্ম ধ্যান কার রাত্রি দিনে।
চর্ম্মচক্ষুতে সে পাদপদ্ম দেখিল নয়ানে॥
কি আজ্ঞা করহ মোরে কহ গদাধর।
সে কর্ম্ম সাধিয়া করি জন্মের সফল॥
রাম বোলে বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
দশভুজা মূর্ত্তি তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
পুরী নির্ম্মাইয়া কর প্রতিমা গঠন।
সেহি সে কারণে তোমা করিল স্মরণ॥

মৃণ্ময়ী প্রতিমা কে করিবে নির্ম্মাণ।
কি মতে হইবে মিতা পূজা সমাধান॥
সুগ্রীবে কহিছে কথা জোড় করি কর।
নিবেদন কহি শুন প্রভু গদাধর॥
প্রতিমা গঠন করা আয়োজন যতে।
আনি দিব সব দ্রব্য পুজ রঘুনাথে॥
কিন্তু মোর নিবেদন সুন রঘুবর।
পুরোহিত হবে এহি মুনি যোগেশ্বর॥

আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল বিশ্বকর্ম্মা।
শিষ্যগণ সঙ্গে করি আরাধিলা ব্রহ্মা॥
সমুদ্রের তীরে করে পুরীর নির্ম্মাণ।
চিত্র বিচিত্র পুরী গঠে স্থানে স্থান॥
তবে দশভুজা মূর্ত্তি করিলা গঠন।
এথাতে করিছে রাম পূজার আয়োজন॥

সুগ্রীবের মুখে শুনি এতেক বচন।
মুনিকে কহেন তবে রাম নারায়ণ॥
পুরোহিত হইয়া যদি করহ পূজন।
তবে সে করিতে পারি পূজার আয়োজন॥
মুনি বোলে রামচন্দ্র শুন সমাচার।
অবশ্য করিব পূজা সন্দে নাহি তার॥
তবে রাম সুগ্রীবকে কহিল বচন।
প্রতিমা গঠন মিতা করে কোন জন॥
জোড় হাতে কহিছে সুগ্রীব রাজ্যেশ্বর।
নল নীল আছেন বিশ্বকর্ম্মার কোঙর॥
তাহারা করিতে পারে প্রতিমা গঠন।
আমি সবে করি অন্য দ্রব্যের আয়োজন॥
এত বলি নল নীল ডাকিয়া আনিল।
মৃণ্ময়ী দশভুজা গঠিতে কহিল॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল নল নীল বীর।
প্রতিমা গঠিতে তারা হইল সুস্থির॥

রাম বোলে শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
নিমন্ত্রণ করি আন যত মুনিগণ ॥
রামের আজ্ঞায় চলে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
নিমন্ত্রণ করিলেন যত মুনিগণ ॥
শ্রীরাম সাক্ষাৎ আইল যত মুনিগণ।
করিলেন রামচন্দ্র পূজার আয়োজন ॥
স্বর্গেতে সানন্দ হইল যত দেবগণ।
পুরোহিত হইয়া ব্রহ্মা আসিল তখন ॥
কৃষ্ণপক্ষ নবমীর পঞ্চদশ দিনে।
পূজা আরম্ভিলা রাম অকাল বোধনে ॥
তবে বিশ্বকর্ম্মা করে প্রতিমা নির্ম্মাণ।
দেখি আনন্দিত হইল রাজা শ্রীরাম ॥

নল নীলে প্রতিমা করিলা নির্ম্মাণ।
ভুবনমোহন মূর্ত্তি নাহিক উপমা ॥
বদন শারদইন্দু কি মোহন শোভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের আভা ॥
মৃগমদচর্চ্চিত তিলক বিন্দু বিন্দু।
হেরিয়া লজ্জিত তাহে শরতের ইন্দু ॥
খগচঞ্চু নাসাতে বেসর মুক্তাফল।
রতন-নূপুর পদে করে ঝলমল ॥
শ্রুতিমূলে কর্ণফুলে তপ্ত হেমচাকি।
নীলপদ্মে স্বর্ণ-ভৃঙ্গ করে ঝিকিমিকি ॥

নির্ম্মাইলা দশভুজা অতি সুললিত।
সহস্র বিদ্যুত আভা অতি সুবলিত॥
বক্ষের উপরে শোভে বিচিত্র কাঁচলি।
বিম্ব * * * ঝলমলি॥
বদন পূর্ণিমা-শশী কি মোহন আভা।
সহস্র বিদ্যুৎ জিনি শ্রীঅঙ্গের শোভা॥
তিলফুল জিনি নাশা রতন-বেশর।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি যেন জ্যোতি মনোহর॥
দশনে দামিনী জ্বলে ধনু জিনি ভুরু।
রামরম্ভা জিনি দুই সুকুমার উরু॥
গৃধিনী জিনিয়া দুই সুন্দর শ্রবণ।
কপালে অলকাবলী অতি সুশোভন॥

চাচর কেশের বেণী পবনে দোলায়।
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
তাহাতে শোভন জটাজুট মনোহর।
বিলোল কপোলে লোল আরক্ত অধর॥
অনঙ্গের ধনু যিনি ভূরুর নির্ম্মাণ।
অধর সুধার গন্ধে ভৃঙ্গ আমোদিত॥
চিবুকে ত মৃগমদ রেণুবিন্দ তায়।
নঞানে অঞ্জন যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
অতসী কুসুম যিনি অঙ্গের বরণ।
নির্ম্মাইল দশ ভুজ মৃণাল যেমন॥

তার কঙ্কণ তাহে শোভিয়াছে ভাল ।

* * * *

কোকনদদর্পহারী বেষ্টিত যাবক ।
কত পুষ্পদল জিনি অঙ্গুলি চম্পক ॥
দশ হাতে শোভা করে মাণিক-অঙ্গুরী ।
চিত্র বিচিত্র দিল বাহুলতা ভরি ॥
করী অরি জিনি মধ্য দেখি মনোহর ।
নিতম্ব মেদিনী জিনি দেখিতে সুন্দর ॥

গলাতে রতন-হার ইন্দ্র-নীলমণি ।
বাহুতে বিচিত্র শঙ্খ ইন্দু বিন্দু জিনি ॥
স্বর্ণ চুড়ি জড়াও করি দিল পরাইয়া ।
লক্ষে লক্ষে ইন্দু দিল বিদ্যুতে মিশাইয়া ॥
তাড় কঙ্কণ বাজুবন্দ শোভে দশ ভুজে ।
দশদিক্ প্রকাশিত কঙ্কণের তেজে ॥
তড়িত জড়িত যেন অঙ্গুলে অঙ্গুরি ।
সুললিত দশ ভুজে দশ অস্ত্রধারী ॥
গজমতি হার গলে অতি মনোহর ।
কদম্ব চুপরি (?) গুণ (?) বৃক্ষের উপর ॥
বিচিত্র কাচুলি নির্ম্মাইল বক্ষোদেশে ।
হীরায় জড়িত পাটা স্তনের সমপাশে ॥
করিশুণ্ড জিনিয়া জানু মনোহর ।
কাঞ্চনে জড়িত পরিধান পাটাম্বর ॥

রামরম্ভা জিনি উরু দেখিতে সুছাঁদ।

*　　*　　*　　*

ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরণ।
মহিষের স্কন্ধে বামপদ আরোহণ॥
সিংহের পৃষ্ঠেতে দিল দক্ষিণ চরণ।

*　　*　　*　　*

বাম হাতে ধরে দেবী অসুরের চুল।
দক্ষিণ হস্তেতে বুকে হানিছে ত্রিশূল॥
দশ হস্তে দশ বাণ দেখিতে সুন্দর।
পাশ খট্টাঙ্গ আর ঘণ্টা মনোহর॥

মৃগ জিনি নয়ান মৃগেন্দ্র মধ্যদেশে।
ক্ষীণ কটিতটে হেমকিঙ্কিণী প্রকাশে॥
স্থলপদ্মে জিনি পাদপদ্ম সুকোমল।
বাঁকমল ঘুঙ্গুর শোভিত পাতামল॥
চন্দ্রের কিরণে নখচন্দ্র করে দূর।
রুণু ঝুণু বাজে পদে সোনার নূপুর॥
সিংহের পৃষ্ঠেত দিল দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোহণ॥
বাম হাতে অসুরের ধরিলেন চুল।
দক্ষিণ হস্তেত বুকে হানিলেন ত্রিশূল॥
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষভবাহনে হর মাথার উপর॥

দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
মস্তক উপরে নিলা বৃষে পশুপতি ॥
ডাহিনেতে গণপতি বামে ষড়ানন।
ময়ূরবাহনে অতি দেখিতে শোভন ॥
এহি মতে করিলেন প্রতিমা গঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ ॥

দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
জয়া বিজয়া আদি তাহার সঙ্গতি ॥
নির্ম্মাইল শম্ভুনাথ অতি সুমোহন।
রজতগিরির আভা বৃষভবাহন ॥
গলে দোলে হাড়মালা ভূষণ বিভূতি।
শিরেতে পিঙ্গল জটা ভালে নিশাপতি ॥
শিঙ্গা ডুম্বরু করে ডগমগ অঙ্গ।
ঢুলুঢুলু তিন নেত্র গলায় ভুজঙ্গ ॥
পরিধান বাঘাম্বর শিরে শোভে গঙ্গা।
ধুস্তুর বিজয়া পানে চক্ষু হৈল রাঙ্গা ॥
হেন মতে যত দেব নির্ম্মাইল আর।
পটীতে লিখিয়া দিল দশ অবতার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আর নৃসিংহ বামন।
তিন রাম বৈদ (বুদ্ধ) কল্কী এহি দশ জন ॥
হেন মতে মৃণ্ময়ী করিল গঠন।
দেখিয়া আনন্দ হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

ত্রিভুবনে জয় জয় পড়িবে রাবণ।
সুরপুরে বাজিলেক দুমদুমি বাজন॥
বানরেরে আজ্ঞা দিলা কমললোচন।
আনিল পূজার দ্রব্য করি আয়োজন॥

সুগ্রীবেরে তবে বোলে রাম নারায়ণ।
আনহ পূজার দ্রব্য করি আয়োজন॥
তখনে সুগ্রীব রাজা লইয়া বানর।
দক্ষিণ জলধিকুলে বান্দিলেন ঘর॥
বিচিত্র চান্দোয়া দিল ঘরেতে বাঁন্ধিয়া।
ধ্বজ পতাকা দিল সব উড়াইয়া॥
কদলীর বৃক্ষ সব রোপে সারি সারি।
স্থানে স্থানে রাখিলেন পুণ্য কুর্ম্মপুরী॥
নানাবিধ ফল মূল করি আয়োজন।
স্তরে স্তরে রচনা বান্ধয় বসায় দর্পণ॥
রসাল প্লক্ষ কলা গুয়া নারিকেল।
খজুর পিয়েলা শশা আদি পা(?) বল॥
কমলা দাড়িম্ব আতা ফল যত আর।

* * * *

তবে যত বানরগণ হইয়া আনন্দিত।
সুগন্ধিত পুষ্প যত আনএ ত্বরিত॥
জাতি যুথী মালতী বকুল নাগেশ্বর।
কৃষ্ণচুড়া স্থলপদ্ম রঙ্গন টগর॥

তবে পূজা আরম্ভিলা রাম নরহরি।
পুরোহিত হৈলা ব্রহ্মা হাতে কুশ করি॥
ষষ্ঠীতে বোধন করি দেবীকে জানায়।
স্তবন করিয়া রাম চৈতন্য করায়॥

পলাস কাঞ্চন বক মাধবীর লতা।
করবী রজনীগন্ধা কৃষ্ণাপরাজিতা॥
গন্ধরাজ চাপা দ্রোণ ও চন্দ্রমল্লিকা।
কস্তুরী কেতকী বেলি কুন্দ শেফালিকা॥
গোলাপ গুলচি শ্বেত শতদল আর।
রক্তবর্ণ জবা পুষ্প আনে লক্ষ ভার॥
আনিল অখণ্ড নবীন বিল্বদল।
কোন কোন বানর আনএ দুর্ব্বাদল॥
হেনমতে ফল ফুল করি আয়োজন।
বানরে আনিয়া দিল যথা নারায়ণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি বসন-ভূষণ।
সিন্দুর সারঙ্গ ধূপ সুগন্ধি চন্দন॥
কোষাকুষি কুশাসন শঙ্খ ঘণ্টা যতে।
সুগ্রীবে আনিয়া দিলা রামের সাক্ষাতে॥
তখনে অগস্ত্য মুনি লৈয়া শিষ্যগণ।
লক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ কৈলা আরম্ভণ॥
আপনে সুসজ্জ তবে হৈলা রঘুবরে।
পূজা আরম্ভিল রাম অনেক সম্ভারে॥

বিল্ব বরণ করি করে অধিবাস।
আসিলেন ভগবতী রামের উল্লাস॥
রজনী প্রভাত হৈল উদিত ভাস্কর।
পত্রিকা প্রবেশে রাম সপ্তমী বাসর॥
ব্রহ্মা ধরিয়াছে পুথি পূজা করে রাম।
আসিলেন পূজাস্থলে আর ভৃগুরাম॥
সহস্র মুনিগণ হৈলা অধিষ্ঠান।
প্রথমেতে মাসভক্ত বলির বিধান॥

ষষ্ঠী আদি কল্প কৈলা পূজার বিধান।
অগস্ত্যে ধরেন পুথি পূজা করে রাম॥
সন্ধ্যাতে বোধন করি দেবাকে জাগাএ।
বিবিধ প্রকারে রাম স্তব কৈলা তাএ॥
সুগন্ধি চন্দনে কৈলা গন্ধ অধিবাস।
বহুবিধ নৃত্য গীত পরম উল্লাস॥
হেনমতে রজনী বঞ্চিয়া রঘুবর।
পোহাইল বিভাবরী উদয়ে ভাস্কর॥
প্রাতে উঠি প্রাতঃক্রিয়া করিয়া শ্রীরাম।
সমুদ্রের কূলে যাইয়া কৈলা স্নানদান॥
তখনে আসিয়া ব্রহ্মা হইল অধিষ্ঠান।
আচার্য্য হইয়া করে পূজার বিধান॥
ব্রহ্মা যার পুরোহিত পূজা করে রাম।

* * * *

স্নান করাইলা রাম নবম অম্বিকা॥

সুরেত (?) প্রদীপ দিলা দেখিতে শোভন।

*   *   *   *

সূত্র ধরি ফলযুক্ত প্রতিমা বেড়িয়া।
আরম্ভিলা পূজা রাম সঙ্কল্প করিয়া॥
স্নানমন্ত্রে রামচন্দ্র করে মহাস্নান।
প্রতিষ্ঠা করিল রাম প্রতিমার প্রাণ॥
সামান্য অর্ঘ্য দিয়া করিলা স্থাপন।
গণপতি আদি করি যত দেবগণ॥

তদন্তরে রামচন্দ্র আসনে বসিয়া।
ব্রাহ্মণ বরণ কৈলা গন্ধপুষ্প দিয়া॥
গণপতি পঞ্চ দেব পূজিলা সাদরে।
আদিত্যাদি নবগ্রহ পূজে তদন্তরে॥
শিব আদি পঞ্চ দেব করিয়া বিস্তার।
মৎস্য আদি পূজিলেন দশ অবতার॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল করিয়া পূজন।
পুনরপি রামচন্দ্র করে আচমন॥
মাসভক্ত-বলি রাম দিলা প্রথমেতে।
দ্বার-দেব পূজা কৈলা বেদ-বিধিমতে॥
স্নানমন্ত্রে রঘুনাথ করি মহাস্নান।
প্রতিষ্ঠা করিলা তবে প্রতিমার প্রাণ॥
বিধিমতে সামান্যার্ঘ করিয়া স্থাপন।
আসন শোধন কৈলা দিগের বন্দন॥

গ্রহগণ করি পূজা আর * * ।
গণপতি আদি করি যত দেবগণ ॥
একে একে করে পূজা দশ অবতার।
অঙ্গন্যাস করন্যাস বীজন্যাস আর ॥
* * * *
ধ্যান ধরি রহিলেন রঘুর কুমার ॥
তদন্তরে পূজার করিয়া আরম্ভন।
মানস উপচারে পূজা করেন শ্রীরাম ॥
পুনর্ব্বার করি ধ্যান রাম নারায়ণ।
পুষ্প জলে দিয়া রাম করে আরাধন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক গন্ধ পুষ্প আর।
আসন বসন যান বস্ত্র অলঙ্কার ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আর বহুতর।
পানার্থক দিয়া করে মার্জ্জন * * ॥

ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম অঙ্গন্যাস আর।
করন্যাস পীঠন্যাস বর্ণন্যাস আর ॥
কাত্যায়নী-ধ্যান রাম কৈলা তদন্তরে।
নয়ান বুজিয়া মানসোপচারে ॥
শঙ্খ স্থাপন কৈলা বিশেষার্ঘ্য করি।
পুনরপি ধ্যান তবে কৈলা নরহরি ॥
ধ্যান করি সেহি পুষ্প যন্ত্রমধ্যে দিয়া।
আবাহন করে রাম জোড়হাত হইয়া ॥

ষোড়শ উপচারে আর দশ উপচারে।
পঞ্চ উপচারে পূজা চৌষট্টি উপচারে

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করি রঘুমণি।
ষোল উপচারে পূজা করে নারায়ণী॥
রজত আসন পূর্ব্বে দিলা রঘুনাথ।
স্বাগত বচন কহে করি প্রণিপাত॥
পুন আচমনী দিয়া করাইলা স্নান।
বিচিত্র বসন দিলা কাঞ্চনে নির্ম্মাণ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত জত দিলা আভরণ।
সুগন্ধি চন্দন রাম কৈলা সমর্পণ॥
লক্ষ লক্ষ নীলপদ্ম চন্দনে মাখিয়া।
অভয়ার পদে রাম দিলা সমর্পিয়া।
সুরঙ্গ সারঙ্গ ধূপে কৈলা আমোদন।
ঘৃতের প্রদীপ নিবেদয়ে নারায়ণ॥
আমান্ন বিবিধ রম্য নানা ফল তাথে।
মূলমন্ত্রে নিবেদন কৈলা রঘুনাথে॥
সুবাসিত গঙ্গাজল ভৃঙ্গার পূরিয়া।
নিবেদন করে রাম শর্করা মিশাইয়া॥
অপরে তাম্বুল দিলা কর্পূর সহিতে।
বন্দনা করিলা রাম ভক্তিচিত্তমতে॥
দশ উপচার আর পঞ্চ উপচার।
পূজিলেন রামচন্দ্র বিবিধ প্রকার॥

এহি মতে করে রাম পূজা সমর্পণ।
সপ্তমীর দিনে পূজা করে নারায়ণ ॥
চণ্ডী পাঠ করিছেন লক্ষেক ব্রাহ্মণ।

* * * *

নানাবিধ বলিদান দিলেন অপার।
সপ্তমী প্রভাত হৈল অষ্টমী সঞ্চার ॥
পূজা আরম্ভিলা রাম অষ্টমী বিহানে।
মণ্ডল করিয়া পূজা করে নারায়ণে ॥

প্রতিমাস্থ দেবতা পূজিলা রঘুমণি।
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজে দেশনিবাসিনী ॥
আর যত আবরণ পূজিয়া বিধানে।
পূজা সমাপিলা রাম সপ্তমীর দিনে ॥
পরদিন রঘুনাথ করি প্রাতঃস্নান।
মহা অষ্টমী পূজা আরম্ভিলা রাম ॥
মহাস্নান-দ্রব্য যত করে আয়োজন।
পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য আনে বানরগণ ॥
অনন্ত শ্রীফল উথ আদি নারিকল।
আনিলেন রঘুনাথ নানা তীর্থ-জল ॥
প্রথমে শিশির-জল দিলা নারায়ণ।
উষ্ণ জল দিয়া কৈলা শরীর মার্জ্জন ॥
তৈল হরিদ্রা দিলা শরীরে মাখিয়া।
অষ্ট কলসী গঙ্গাজল দিলেন ঢালিয়া ॥

*　*　*

অষ্ট দ্বার পূজা করে অষ্ট ব্রাহ্মণ ॥
যেন মত সপ্তমীতে পূজার বিধান।
সেহি মত অষ্টমীতে পূজা করে রাম ॥

রাজদ্বার বেশ্যাদ্বার অবনি মৃত্তিকা।
হেন মতে মহাস্নান করাইলা অম্বিকা ॥
পঞ্চবর্ণ করি কৈলা মণ্ডল স্থাপন।
পূর্ব্বমত ধ্যান আদি কৈলা নারায়ণ ॥
ষোড়শোপচার আর দশ উপচার।
পঞ্চ উপচারে পূজা কৈলা বারে বার ॥
অষ্টদলপদ্ম রাম করিয়া স্থাপন।
অষ্টদ্বারে পূজা করে দেবী অষ্ট জন ॥
অষ্ট ভৈরবের পূজা করিলা তাহাতে।
আবরণ-দেবতা পূজিলা রঘুনাথে ॥
প্রতিমাস্থ দেবতা পূজিলা রঘুমণি।
একেবারে পূজে রাম চৌষট্টি যোগিনী ॥
পীঠস্থ দেবতা আর দেশনিবাসিনী।
নবপত্রিকার পূজা কৈলা রঘুমণি ॥
হেনমতে মহা অষ্টমী পূজা সমাপিয়া।
সন্ধিপূজা করে রাম সংকল্প করিয়া ॥
ষোল উপচারে পূজা করে কাত্যায়নী।
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজে চৌষট্টি যোগিনী ॥

সঙ্কল্প করিয়া রাম পূজা সমর্পিলা।
নবমী বিহানে রাম পূজা আরম্ভিলা॥
মৎস্যপুরাণে আছে যেমত বিধান।
দেবী পুরাণের মত করিলা শ্রীরাম॥
ষোল উপচারে আর পঞ্চ উপচারে।
দশ উপচারে পূজে রঘুর কুমারে॥

আর যত আবরণ গন্ধ পুষ্প দিয়া।
পূজা কৈলা রঘুনাথ ঐকান্তিক হইয়া॥
দীপমালা রঘুপতি করিলা তখন।
আঠারো অক্ষৌহিণী বাজে দুন্দুভি বাজন॥
মহানন্দে বানরে করয়ে মহানাদ।
পরম আনন্দ মনে হইলা রঘুনাথ॥
হেন মতে সন্ধিপূজা করি সমাপন।
মহানবমীতে পূজা কৈলা আরম্ভণ॥
চতুঃষষ্টি উপচারে পূজে জগতমাতা।
বিধিমতে কৈলা পূজা অন্যান্য দেবতা॥
চৌষট্টি যোগিনী পূজা করিলা তখন।
নানান সম্ভারে পূজে আবরণগণ॥
হেনমতে নবমীর পূজা সমর্পণ।
ছাগ পশু ধরিয়া আনয়ে বানরগণ॥
বলবন্ত বীরগণ অরণ্যেত গিয়া।
বড় বড় মহিষেক আনিছে ধরিয়া॥

পূজা সমাপন করি রাম নারায়ণ।
ছাগ মহিষ মেষ বলি দিলা বানরগণ ॥
বড় বড় পশু ধরি যুতেতে ফেলায়।
অসির ঘাতনে শির ছেদন করয় ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া শির দেবীর পায় দেয়।
সমাংস রুধির আনি সুগ্রীব যোগায় ॥
মহামহোৎসব তবে হৈল পৃথিবীতে।
সকল বানর হৈলা রুধির ভূষিতে ॥

সমুদ্রের জলে নিয়া করাইল স্নান।
দেবীর সাক্ষাতে নিয়া কৈল অধিষ্ঠান ॥
মূলমন্ত্র পড়ি রাম উৎসর্গ করি দিলা।
বানরে ধরিয়া পশু বাহিরে আনিলা ॥
কেহ ধরে পশুশৃঙ্গে কেহ ধরে পায়ে।
হনুমানের ঘাতনে মস্তক কাটা যায়ে ॥
সকল বানরগণ হইয়া কৌতুকে।
প্রচণ্ড মহিষ আনি কাটে লক্ষে লক্ষে ॥
বড় বড় পশু আনি যুগেত ফেলায়ে।
হনুমানের ঘাতনে মস্তক কাটা যায়ে ॥
চণ্ডী-পদে পশু-শির লক্ষ্মণে জোগায়ে।

* * * *

সমাংস রুধির লৈয়া সুগ্রীব পয়ান ॥
অঙ্গদে জোগায়ে বলি হইয়া আনন্দিত।
সকল বানর হইলা রুধিরে ভ্রক্ষিত ॥

এহি মতে আনন্দিত হৈলা বানরগণ।
সমাংস রুধির রাম করে সমর্পণ ॥
পশুশিরে প্রদীপ জ্বালিয়া সারি সারি।
মূলমন্ত্রে রামচন্দ্র নিবেদন করি ॥
তবে রাম করিলেন যজ্ঞ আরম্ভণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিলেন রাম নারায়ণ ॥
লক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করে মুনিগণ।
মন্ত্রজপ আরম্ভিলা কমললোচন ॥
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপে নারায়ণ।
পূর্ণরূপে ভগবতী দিলা দরশন ॥

রুধিরে কল্লোল হইয়া স্রোত বহিয়া যায়।
আনন্দে বানরগণে দুন্দুভি বাজায় ॥
ঘৃতের প্রদীপ আনিঞা দিল পশুশিরে।
মূলমন্ত্র পড়ি রাম নিবেদন করে ॥
পঞ্চাঙ্গেতে দুর্গা পূজা করে নারায়ণ।
পূজা সাঙ্গ করি রাম আরম্ভিল হোম ॥
বিষ্ণুরূপ নামে রাম পূজে হুতাশন।
* * * বর্ণ করিয়া স্থাপন ॥
যজ্ঞকুণ্ডে সর্ব্বদেব পূজে রঘুপতি।
মূলমন্ত্রে দিলা রাম সহস্র আহুতি ॥
নবীন শ্রীফল-পত্র ঘৃতেতে মাখিয়া।
অগ্নিমধ্যে দিলা তাক মূল উচ্চারিয়া ॥

মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে হৈলা অধিষ্ঠান।
কহিতে লাগিলা দেবী রাম বিদ্যমান ॥
দেবী বোলে তপস্যা ছাড়হ রঘুবর।
আমি তুষ্ট হইলাম মাগিয়া লহ বর ॥
যেহি মাগ সেহি আমি করি অঙ্গীকার।
বর মাগ রামচন্দ্র যে ইচ্ছা তোমার ॥

লাচারী—দীর্ঘছন্দ।

শুনিয়া দেবীর বাণী যোড়হাতে রঘুমণি
করিয়াছে অনেক স্তবন।
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি তুমি দেবী ভগবতী
মায়া প্রকাশিলে ত্রিভুবন ॥

দক্ষিণা করিয়া কৈলা হোম সমাপন।
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপে নারায়ণ ॥
লক্ষ মন্ত্রে জপি রাম সমর্পণ কৈলা।
জপ সাঙ্গ করি রাম স্তব আরম্ভিলা ॥
নম নম ভগবতি নম গ অম্বিকা।
ত্রিগুণজননি মাতা ত্রিগুণপালিকা ॥
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি ইচ্ছায়ে তোমার।
নিরাকার ব্রহ্মা তুমি আপনে সাকার ॥
সগুণ ত্রিগুণ তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ড তুমি অনন্তরূপিণী ॥

পরাৎপর পরব্রহ্ম কে জানে তোমার মর্ম্ম
তুমি দেবী সংহার-কারণ।

* * * *

জলময় ত্রিভুবন নাহি ছিল কোন জন
তাহাতে তুমি করিলা প্রচার।
স্থাবর জঙ্গম তুমি আকাশ পাতাল ভূমি
তুমি বিনে অনিত্য সংসার॥

এক লোমকূপে স্থত জগত-সংসার।
ভূরুভঙ্গক্রমে কর সকল সংহার॥
বালকে বালকে খেলি করএ যেমন।
উৎপত্তি পালন নাশ তোমার তেমন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জত চরাচর।
শক্তিরূপে বাস কর সভার অন্তর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মাতা তুমি সে পালিকা।
কখন বিরাটরূপ কখন বালিকা॥
ভয়ঙ্করা রূপ কভু কখন রূপসী।
জগতজননী তুমি অথচ ষোড়শী॥
জগতের শক্তিরূপে করহ বিহার।
প্রকৃতিপুরুষ রূপে মূল সভাকার॥
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর না জানয় অন্ত।
আগমে পুরাণে বেদে বোলএ অনন্ত॥
কিঞ্চিত তোমার গুণ জানে ত্রিলোচন।
হৃৎপদ্মে পাদপদ্ম করিল ধারণ॥

সেবি দুর্গা নিরন্তর মুক্ত হৈল বৈশ্যবর
স্থরথ পাইল রাজ্যখণ্ড।
যুগে যুগে অবতার দেবে করি নিস্তার
বধি অরি অসুর প্রচণ্ড॥

তব পাদপদ্ম-রেণু পাইয়া কিঞ্চিত।
তাহাতে করিলা ব্রহ্মা পৃথিবী স্থাপিত॥
তাহা দেখি অনন্ত-মুরতি নারায়ণ।
মস্তকেত সেই রেণু করিলা ধারণ॥
তাহা দেখি কোন কর্ম্ম কৈল পঞ্চানন।
বিভূতি করিয়া রেণু অঙ্গেত ধারণ॥
নানারূপে নানা যুগে করে অবতার।
কি বলিতে পারি আমি মহিমা তোমার॥
স্থমেরু কলম হএ পত্র হএ ক্ষিতি।
সমুদ্র কজ্জলপাত্র লিখে গণপতি॥
সারদা সর্ব্বদা যদি করএ লিখন।
তথাচ তোমার গুণ না যায় কহন॥
প্রতিবিম্বরূপে তব যত দেবগণ।
মূর্ত্তিমতী হৈয়া কর দেবতা রক্ষণ॥
মধু-কৈটভের যুদ্ধে ব্রহ্মা পাইলা ভয়ে।
প্রসন্ন হইয়া কৈলা অসুর প্রলয়ে॥
মহিষাসুর সংহার করিলা নারায়ণি।
তাহাতে হইলা রূপ মহিষমর্দ্দিনী॥

কে বুঝে তোমার মায়া ক্ষণে ক্রোধ ক্ষণে দয়া
এ সব তোমার অধিকার।
রাজা হয় দুষ্ট জন কর তাকে নিধন
এহিরূপে করেন বিহার॥
যদি বর দিবা তুমি নিবেদন করি আমি
বর দেহ কাটি দশস্কন্ধ।
পার হইয়া যাই তথা উদ্ধার করিব সীতা
হেলায় সাগর হয় বন্ধ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য অতি দুরাচার।
মহাযুদ্ধ করি তারে করিলা সংহার॥
যখনে যে বিঘ্নে পড়ে দেবতা সকল।
বিঘ্ন বিনাশিয়া মাতা করহ মঙ্গল॥
বেদাগমে বোলে তুমি বিপদনাশিনী।
দুস্তরে নিস্তার কর শুন গ জননি॥
লজ্জানিবারিণি তুমি শুন মহামায়া।
অপাঙ্গনঞানে কর দীনহীনে দয়া॥
দুর্গতি নাশি দুর্গা দুরিত ভঞ্জনে।
রক্ষ ভগবতি দীনহীন জনে॥
হেনমতে রামচন্দ্র স্তবন করিলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী দরশন দিলা॥
মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে করি অধিষ্ঠান।
তুষ্ট হইয়া বোলে দেবী শুন গ শ্রীরাম॥

এহি মতে স্তব যদি করিলেন রঘুপতি
ভগবতী কি বোলে বচন।
আমার বচন শুন তুমি দেব নারায়ণ
কার্য্যসিদ্ধি করিব বিধান ॥

পদ।

এহিমতে স্তব যদি করিলা নারায়ণ।
দেবী বোলে বর লও কমললোচন ॥
রামচন্দ্র বোলে মাতা শুন সমাচার।
রাবণ ব্রাহ্মণ হয় ব্রহ্মার কুমার ॥
বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাজা * *।
চুরী করি নিয়া গেল আমার সুন্দরী ॥
যদি তুষ্ট হইলা আমাকে দিবা বর।
সাগর বান্ধিয়া আমি জিনি লঙ্কেশ্বর ॥
তোমার চরণে এহি মাগি পরিহার।
রাবণ মারিয়া করি সীতার উদ্ধার ॥

কি কারণে স্তব তুমি করিছ অতীত।
তুমি মোর গণপতি সমান উচিত ॥
বর মাগ রঘুনাথ মনের বাঞ্ছিত।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ত্বরিত ॥
* * * *
যেমতে করিতে পারি সমুদ্র বন্ধন।
সবংশে রাবণ রাজা যেমতে নিধন ॥

দেবী বোলে শুন রাম বচন আমার।
প্রিয় পুত্র হয় দেখ রাবণ আমার॥
কঠোর তপস্যা করি আমা আরাধিল।
আমার বরেতে দিগ্‌বিজয়ী হইল॥
এমত সেবক হয় রাজা লঙ্কেশ্বর।
তাহাকে জিনিতে আমি কিমতে দিব বর॥
রাম বোলে আর বরে নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় বধিবা রাম লঙ্কার রাবণ॥
দেবীর মুখেতে শুনি এতেক বচন।
পুনরপি রামচন্দ্র করে নিবেদন॥
আর নিবেদন করি তোমার চরণে।
এহি যে করিলাম পূজা অকালে আশ্বিনে॥
ভক্তি করি এহি পূজা করিবে যেহি জন।
যার যেহি বাঞ্ছা সিদ্ধি হইবে তখন॥
অরণ্য প্রান্তর কিবা দাব হুতাশন।
রাজা বৈরী হয় পীড়া দুঃস্বপ্ন দরশন॥

যেমতে করিতে পারি সীতার উদ্ধার।
সেই বর দেও মোরে জগত-আধার॥
রামচন্দ্র-মুখে শুনি এতেক বচন।
মনোভীষ্ট সিদ্ধি বর দিলা ততক্ষণ॥
শুন শুন রঘুনাথ বচন আমার।
সমুদ্র বান্ধিয়া কর রাবণ সংহার॥

জাতিধ্বংস পীড়া আদি উপস্থিত হয় ।
করিলে তোমার পূজা খণ্ডিবে নিশ্চয় ॥
এহি বর মাগিলাম চরণে তোমার ।
দেবী বোলে শুন রাম বচন আমার ॥
যে বর মাগিলা রাম হবে সেহি ফল ।
আর যে হইবে তাহা শুন রঘুবর ॥
শরৎকালে পূজা যেহি করিবেক নর ।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহার ॥
অপুত্রের পুত্র হবে নির্দ্ধনের ধন ।
নিগূঢ় বন্ধন তার হইবে বিমোচন ॥
তুমি যে করিলা পূজা অকালে আশ্বিনে ।
ভক্তিভাবে এহি পূজা করে যেহি জনে ॥
ইহকালে সুখভোগ বাঞ্ছাসিদ্ধি তার ।
কৈবল্য মুকতি পরে হইবে তাহার ॥
শুন শুন রামচন্দ্র বচন আমার ।
অবশ্য হইবে কার্য্যসিদ্ধি যে তোমার ॥
তোমার স্তবনে প্রীতি হইল আমার ।
তুষ্ট হৈয়া দিলাম বর লঙ্কা জিনিবার ॥

সীতা উদ্ধারিয়া কর দেশেত গমন ।
সুখে রাজ্য কর রাম অযোধ্যাভুবন ॥
নল নীল আছে বিশ্বকর্ম্মার কুঙর ।
তাহারা রাখিলে জলে ভাসয়ে পাথর ॥

আর কথা কহি শুন কমললোচন।
আপদে পড়িলে তুমি করিবা স্মরণ ॥
তখনে নিকটে আমি আসিব তোমার।
রাবণ মারিয়া কর সীতার উদ্ধার ॥
এহি বলি ভগবতী হৈলা অন্তধান।
পূজার দক্ষিণা পাছে করিলা শ্রীরাম ॥
দশমী বিহানে স্নান করিলা নারায়ণ।
নির্ম্মাল্যবাসিনী পূজা করিলা তখন ॥
পূজা সাঙ্গ করি কুম্ভ টানিলা নারায়ণ।
নিরানন্দ হৈল রাম দশমী বিহান ॥

তারে দিয়া সমুদ্র বান্ধিয়া হও পার।
রাবণ বধিয়া কর দেবতা উদ্ধার ॥
এ বলিয়া ভগবতী হৈলা অন্তর্ধান।
নবমীতে পূজা সাঙ্গ করিলেন রাম ॥
দক্ষিণা দিলেন রাম যতেক ব্রাহ্মণে।
শান্তি-তিলক কৈলা যত বানরগণে ॥
মহী গন্ধ শিলা শঙ্খ স্বস্তিক সিন্দুর।
রজত কাঞ্চন ধান্য প্রবাল প্রচুর ॥
এহিমতে নানা দ্রব্য ডালাতে ভরিয়া।
ভরা নিলা রঘুনাথ মঙ্গল করিয়া ॥
ভরা রাখি রামচন্দ্র বসিলা তখন।
প্রশস্তি বন্দনা কৈলা লৈয়া বানরগণ ॥

অপরাজিতা * * ধারণ করিল।
মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিল ॥
তদবধি হৈল পূজা অকালে আশ্বিনে ।
প্রচার হৈল পূজা ই তিন ভুবনে ॥
প্রদীপের জ্যোতি যে হইলা অধিষ্ঠান।
বরদা হইয়া * * * ক্ষণ ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভবানীপ্রসাদ বোলে দুর্গার মঙ্গল॥
তবে পুন রামচন্দ্র করি যোড় কর।
ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর ॥
কৈলাস ছাড়িয়া দেবী আসিলা হিমালয় ।
কিমতে চলিয়া গেলা শিবের আলয় ॥

বিধিমতে দশমীতে দেবীকে পূজিলা ।
পূজা সাঙ্গ করি রাম ঘট চালাইলা ॥
অপরাজিতাকে রাম করিলা পূজন ।
দেবীর চরণ ধরি করে নিবেদন॥
গচ্ছ গচ্ছ নিজ স্থানে শুন ভগবতি ।
তোমার চরণে যেন থাকয়ে ভকতি ॥
দীনহীন নিজ * * করি মা গো দয়া।
পুনরাগমন যেন হয় মহামায়া ॥
অগস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিলা বাণী।
তদন্তরে কি হইল কহ মহামুনি॥

কৃপা করি সেহি কথা কহিবা আরবার।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি কৃপায় তোমার॥
শ্রীরামের মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিছে অগস্ত্য মুনি রামের সদন॥
মুনি বোলে রামচন্দ্র শুন সমাচার।
ভবানীর মাহাত্ম্য কহি আজ্ঞায় তোমার॥
এহি মতে আছে দেবী বাপের বাসর।
পূজা প্রকাশিয়া দেবী চলিলা নিজ ঘর॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীর দিন।
তিন দিন ছিলা দেবী বাপের ভুবন॥
দশমী বহিয়া যায় এই ত সময়।
শঙ্করের মন তথা উচ্চাটন হয়॥

গিরিপুরে থাকি নিলা ত্রিলক্ষের পূজা।
কোন মতে কৈলাসেতে গেলা দশভুজা॥
বিস্তার করিয়া কহ মুনি তপোধন।
তোমার কৃপায় শুনি ভরিয়া শ্রবণ॥
রামচন্দ্র-মুখেতে শুনিয়া হেন বাণী।
কহিতে লাগিলা মুনি সে সব কাহিনী॥
হিমালয়-শিখরে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রিলক্ষের পূজা॥
সপ্তমী অষ্টমী সন্ধি হৈলা সমাপন।
নবমীতে মহাপূজা লৈলা ত্রিভুবন॥

কহিতে লাগিলা শিব নন্দীকে ডাকিয়া।
বৃষ-রথ লৈয়া শীঘ্র গৌরী আন যাইয়া ॥
তিন দিন মানিলাম তিন মন্বন্তর।
গৌরী বিনে সকলি হইছে অন্ধকার ॥
প্রাণ ছাড়া দেহ যেন থাকে শূন্যময়।
হেন মতে থাকি আমি অবশের প্রায় ॥
গৌরী সে আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়।
যথা গৌরী আছে তথা চলিব নিশ্চয় ॥
শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বৃষ সাজাইয়া নন্দী আনিল তখন ॥

নবমী যামিনী যদি হৈল অবসান।
কৈলাসেতে উচ্চাটন শঙ্করের প্রাণ ॥
কহিলেন মহাদেব নন্দীকে ডাকিয়া।
হিমালয় হৈতে তুমি গৌরী আন গিয়া ॥
গৌরী বিনে স্বচ্ছন্দ শকতি মোর নয়ে।
কত কাল গেলা গৌরী বাপের আলয়ে ॥
তিন দিন মানি যেন তিন মন্বন্তর।
শূন্য হই আছে মোর কৈলাস-শিখর ॥
বৃষভ সাজায়া নন্দী আন শীঘ্র করি।
গৌরী আনিবারে যাব হেমন্তের বাড়ী ॥
শিবের বচন শুনি নন্দী মহাকাল।
বৃষভ সাজাইতে চলিলা তৎকাল ॥

সাজাইল বৃষ গোটা করি বড় ঠাট।
হুহুঙ্কার শব্দে লোকের লাগয়ে কপাট॥
সাজাইল বৃষ গোটা করি মহাঠাট।
কাণা কড়ি সঙ্গে নিলা পোণ সাত আট॥
স্বর্ণশৃঙ্গ রৌপ্যখুর চরণে নূপুর।
ঘণ্টা ঘুঙ্গুর শোভে দেখিতে মধুর॥
ফেলি দিল ব্যাঘ্রছাল বৃষের উপর।
সাজাইয়া আনে বৃষ শিবের গোচর॥
আপনার সাজ তবে করে কীর্ত্তিবাস।
যেনমতে চলিলেন শ্বশুরের বাস॥
বিভূতি ভূষণ আর অঙ্গে মাখে ছাই।
কটিদেশে বাঘছাল বস্ত্র অঙ্গে নাই॥
জটাভার বাঁধে শিরে গঙ্গা টলমল।
নাগ-যজ্ঞসূত্র শোভে গলার উপর॥

রজত-বরণ বৃষ সকল শরীর।
কপালে সিন্দুর যেন কিরণ রবির॥
পৃষ্ঠেত ফেলাইয়া দিলা দিব্য বাগাম্বর।
চরণে নূপুর দিলা গলায় ঘাগর॥
সুবর্ণের দুই শৃঙ্গ তুলি দিলা শিরে।
চারি পদে রূপাখুর অতি শোভা করে॥
ঠন ঠন বাজে ঘণ্টা বৃষের গলায়।
সারি সারি রজতের পাটা দিল তায়॥

আপনার মহিমা শিবের কে বর্ণিতে পারে।
যখন যে ইচ্ছা হয় সেহি কর্ম্ম করে॥
এহিমতে চলিলেন হিমের ভুবন।
নন্দী আদি ভূত সব চলে দানাগণ॥
হিমালয়ে যাইয়া তবে উত্তরে শঙ্কর।
দেখিয়া পলাইল হিম নগেশ্বর॥

মনোমত বৃষবর করিয়া সাজন।
শিবের নিকটে নন্দী আনিল তখন॥
চড়িলা বৃষের পৃষ্ঠে দেব মহেশ্বর।
গৌরীকে আনিতে যান হেমন্তনগর॥
সঙ্গতি চলিলা ভূত পিশাচ দানব।
নন্দী ভৃঙ্গী আদি চলে বেতাল ভৈরব॥
দানাগণ সাজিয়া চলিলা লক্ষে লক্ষে।
হর হর রব করে মনের কৌতুকে॥
হেনমতে গমন করিলা মহেশ্বর।
তুরিতগমনে গেলা হেমন্ত নগর॥
শিব দেখি গিরিরাজ কৈলা আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈলা মধুপর্ক দান॥
বসিতে আনিয়া দিলা রত্নসিংহাসন।
জিজ্ঞাসিলা গিরিরাজ কুশলবচন॥
শিব বোলেন গিরিরাজ সকলি কুশল।
কৈলাসেতে নাহি গৌরী এহি অমঙ্গল॥

মেনকায় দেখি শিব উড়িল জীবন।
গৌরী নিতে আইল শিব বুঝিলা তখন ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী করিছে ক্রন্দন।
গৌরী বিনে বাপ মা রহিবে কেমন ॥

শীঘ্র করি আন গৌরী আমার গোচরে।
অবিলম্বে যাব আমি কৈলাস নগরে ॥
এত শুনি গিরিরাজ করিলা গমন।
মেনকার নিকটে গিয়া কৈলা বিবরণ ॥
মেনকা শুনিলা যদি হেমন্তের বাত।
অকস্মাৎ বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত ॥

* * * *

কিমতে বাচিবে প্রাণ তোমা না দেখিয়া।
অঞ্চলের নিধি বিধি লইল হরিয়া ॥
ছাড়িয়া যাইবা গৌরী জনক জননী।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ তেজিব এখনি ॥
আশ্বিনের ষষ্ঠী তিথি হয়ে মোর সখী।
তাহার প্রসাদে দেখা পাই চন্দ্রমুখী ॥
সপ্তমী অষ্টমী সুখে বঞ্চিলা নবমী।
কাল হইয়া আইলা মোর বিজয়া দশমী ॥
গৌরী হাতে ধরি রাণী করয়ে রোদন।
কিমতে বঞ্চিবা মাতা হর-নিকেতন ॥
কৈলাসে যাইবা মাতা নিদয়া হইয়া।
কত দিনে আসি দেখা দিবা গ অভয়া ॥

বৎসর অতীত পরে আসিব আরবার।
এহি ভাবি মেনকা রাণী হইলা অস্থির ॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীর দিবসে।
অবশ্য আসিব আমি তোমার নিবাসে ॥
এহি বলি বাপ মাও করিয়া আশ্বাস।
শিবের সঙ্গেতে দেবী চলিলা কৈলাস ॥
দুঃখমনে রাজা রাণী রহিলা তথায়।
গৌরীর বিহনে রাণী অস্থির সদায় ॥
কৈলাসে আসিলা যদি দেবী ভগবতী।
ইন্দ্র আদি দেব আসি করিলা প্রণতি ॥
এহি মতে ত্রিভুবন করিতে পালন।
যখনে যে ইচ্ছা দেবী করেন ধারণ ॥

* * * * বচন।
শুন শুন জননি গো মা কর * * ॥
শুক্ল আশ্বিনের পক্ষ ষষ্ঠীর রজনী।
অবশ্য আসিব মা গ এহি সত্য বাণী ॥
* * * * বিদায়।
সিদ্ধরথে চড়ি দেবী কৈলাসেতে যায় ॥
শিব সঙ্গে কৈলাসে চলিলেন মহামাএ।
* * * *
জয়ধ্বনি কৈলা * *
* * * মেনকা সুন্দরী ॥
হর গৌরী একত্রেতে কৈলাসে মিলন।
জয়ধ্বনি কৈলাসেতে যত দেবগণ ॥

মুনি বোলে রামচন্দ্র কর অবধান।
কহিলাম মাহাত্ম্য এহি তোমা বিদ্যমান॥
যাহার ভবনে গায় ভবানীমঙ্গল।
স্থির লক্ষ্মী সদা থাকে সর্ব্বত্র কুশল॥
দান যজ্ঞ দেবার্চ্চন অতিথি ভোজন।
ইত্যাদি যতেক ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখন॥
বিপ্রসেবা আদি করি যত ফল হয়।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি তত ফল পায়॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে ভবানীমঙ্গল।
সর্ব্বাধর্ম্ম নাশ হয় অন্তেতে কুশল॥
যে যেহি কামনা করে সিদ্ধি হয় তার।
ইহাতে সংশয় কিছু না ভাবিও আর॥
ই বলিয়া মহামুনি করিল গমন।
এহিমতে সাঙ্গ হৈল ভবানীমঙ্গল॥

---

* * * রঘুনাথে।
দেবীর মাহাত্ম্য এহি কহিমু তোমাতে॥
যে জনে ভবানীগুণ করএ শ্রবণ।
* * * অভীষ্ট পূরণ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন।
সকল বিপদ্ নাশ হয় ততক্ষণ॥
* * * *
দেবীর প্রসাদে সোই হএ গর্ভবতী॥
এত বলি মুনিবর হইল বিদায়।
* * * তপোবনে যায়॥

হাতে তাল বাঁধিয়া ভবানীগুণ গায়।
অন্তকালে সেহি জন কৈলাসেতে যায়॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
রচিল ভবানী রায় দুর্গার মঙ্গল॥
চন্দ্র মুনি * * আর দিক্ নিয়া সাথে।
রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ করিতে॥
কাঁটালিয়া গ্রামে পরগণে আটিয়া।
তথায় বসতি করি * * ॥
নয়নকৃষ্ণ রায় নামে ছিল মহাশয়।
চক্ষুহীন আমি ছার তাঁহার তনয়॥
মাতা পিতা রহিত হইল অল্প কালে।
এহিমতে বিধি বড় ফেলিল জঞ্জালে॥

১২৪৬ সনের লিখিত পুস্তক দৃষ্টে মুদ্রিত হইল।

ভবানীপ্রসাদ বলে করি অভিলাষ।
অন্তকালে নিজদাসে কর না নৈরাশ॥

যথাদিষ্টং তথা লিখিতং
লিখকে দোষ নাস্তি
ভিমসাপি রণে ভঙ্গ
মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।

দুর্গামঙ্গল সমাপ্ত

দুর্গামঙ্গলের পরিশিষ্ট

-*-

[শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক
রঙ্গপুরে সংগৃহীত দুর্গামঙ্গলের
প্রথমাংশ] *

ওঁ নম গনেসায়।

নারায়নং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরতমং।
দেবি সরস্বোতি চৈব ততোঁ জয় মুদিরয়েত্ ॥

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

প্রনামহু শ্রীগুরু চরনে নমস্কার।
জাহার কৃপায়ে খণ্ডে ভব অন্ধকার ॥

---

* অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল ময়মনসিংহে প্রাপ্ত পুথিখানিকে আদর্শ করিয়া, কুচবিহারে প্রাপ্ত অপর একখানি পুথির সহিত মিলাইয়া কিছুদূর ছাপা হইয়া গেলে, এই পুথিখানি হস্তগত হয়। ইহা প্রাপ্তির পর তিনখানি পুথি মিলাইয়া ছাপা হইতে থাকে। প্রথমে যে পর্য্যন্ত ইহার সহিত মিলান হয় নাই, ইহার সেই অংশটুকু এখানে ছাপিয়া দেওয়া হইল। এখানে পুথির লিখিত বানান-বিকার অবিকল রাখা হইল। ইহা হইতে পাঠকেরা ভূমিকায় উল্লিখিত "পুথির পরিচয়" অংশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

গুরু সে পরম ব্রঁহ্ম অনাদিনিধন।
ভবসিন্ধু তোরিতে তরোনি য়ো চরন॥
পিতা মাতা জর্ম্মদাতা সংসারে জম্মায়ে।
কর্ম্ম পাপ ধংস্ব হয়ে গুরুর কৃপায়ে॥
জ্ঞানদাতা মুক্ষদাতা সংসারের পতি।
গুরু সে জগতের পতি অগোতির গোতি॥
অজ্ঞানের জ্ঞানঞ্জন সাস্ত্রেত প্রিতিক্ষা।
দিনহিন অকিঞ্চন করো প্রভ কৃপা॥
জ্ঞানহিন বুঁদ্ধিহিন না জানি ভোজন।
কেবল ভরসা মাত্র য়ো রাঙ্গা চরন॥
প্রনামহু গনপোতি বিঘ্নি বিনাসন।
একদন্ত লম্বোঁদর গোজেন্দ্রবদন॥
নম নম লক্ষিপতি নম পদ্দজোনি।
প্রনামহু অনাদীনিধন স্থুলপানি॥
নম নম ভগবোতি সিংহরথে স্থিতি।
প্রনামহু কমলা কৈল্যানি সরস্বোতি॥
নম নম সাবিত্রি গায়ত্রি বেদমাতা।
প্রনামহু য়িন্দ্র আদি জতেক দেবতা॥
পবন বোরুন আদি দেব হুতাসন।
দিনকর নিসাপতি জত দেবগন॥
গন্ধর্ব্ব কিনর্র আদি বিদ্দাধর আর।
একত্রে বন্দিব সিরে দস য়বতার॥

মস্ব কুর্ম্ম বরাহ নিংসিং বামন।
তিন রাম বদ্ধ কল্কি এহি দসজন॥
প্রনামহু রিষি মুনি আর জত সিদ্ধা।
একেবারে প্রনামহু দস মহাবিদ্ধা॥
কালি তারা ধুমাবতি সরস বগলা।
মাতঙ্গি ভুবনেস্বোরি ত্রিপুরা কমলা॥
ছিন্ন্যমস্তা মহাবিদ্দা এহি দসজন।
প্রনাম কোরিয়া গলে বান্ধিয়া বসন॥
পিতা মাতা সম গুরু নাহি বেদে বলে।
প্রনাম কোরিয়ে তার চরনকমলে॥
প্রনামহু ভুদেব ব্রাঁহ্মনগন জত।
প্রনতিপূর্ব্বকে বন্দি জতেক পণ্ডিত॥
অজেদ্ধা মথুরা মায়া কাসি অবন্তিকা।
দারাবতি কান্তি সপ্ত এ মুক্ষদারিকা॥
গোপ্ত কাসিপুর বন্দ শ্রীনাথ নগর।
শ্রীনাথ সতত জথা বাস নিরান্তর॥
দসভুজা চরণ বন্দিব সাবধানে।
মঙ্গল উদয় হয় জাহার চরনে॥
গোপ্ত বিন্দাবন বন্দ নবদিপ পুরি।
জথাবর্তির্ণরুপে হৈলা গৈরহরি॥
কোলির জিব নিস্তারিতে সোচির কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জগত উধ্যার॥

প্রনামহু রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার।
নররূপে খণ্ডাইল প্রিথিবির ভার॥
রামচন্দ্র ভরথ লক্ষন সত্রুঘন।
নররূপে চারি অংশ হৈলা নারায়ন॥
কৈসল্যা চরন বন্দ রামের জনোনি।
জোরহাত হৈয়া বন্দ জনকনন্দিনি॥
আদিকোবি বাল্মিকের বন্দিয়ে চরন।
স্লোক্লে রোচিলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম নাম দুই য়োক্ষর বেদে অগোচর।
নামেতে ব্বিভোল সদা ভবানি সঙ্কর॥
এক প্রানিবধ কৈলে জত পাপ হয়।
ব্রক্ষায়ে কোরিতে নারে কোরিয়া নিন্নয়॥
দস প্রানি বন্ধে জতো পাপের উদয়।
এক নারিবন্ধে তার সমান নিশ্চয়॥
দস নারি বন্ধে পাপ উপজয়ে জতো।
এক ব্রক্ষবধে সম কোহিচে বেদতো॥
সতে সতে ব্রাক্ষন বাল্মিকে বধিচিলো।
মরা মরা বৈলা মুনি ভবে তোরা গেলো॥
হেন রামনাম জার নিস্বরে বদনে।
অনায়াসে জায়ে সেই বৈকণ্ঠ ভুবনে॥
রাম রাম বুঁলো ভাই বারে য়েই বার।
মুনুস্য দুর্লভ জন্ম না হোইবে আর॥

ভবানিপ্রসাদে বলে বন্দিয় শ্রীরাম।
অন্তকালে মুক্ষে জেন য়াইবে রাম নাম ॥
বসিচেন রামচন্দ্র সমুদ্রের তিরে।
দক্ষিনে লক্ষন ভাই ধনুর্ব্বান করে ॥
বামপাসে বোসিয়াচে কোপি য়োধিপতি।
সমুক্ষেতে স্তুতি করে পবনসন্তোতি ॥
সুগ্রিবের নিকটে অঙ্গদ বলবান।
মন্ত্রির প্রধান বটে মন্ত্রি জাম্ব‍ুবান ॥
নল নিল কেসোরি কুমুদ সতবোলি।
গয় গবাক্ষ বির যুদ্ধেতে আকুলি ॥
প্রচণ্ড বানর সব মহা পরাক্রম।
যুদ্ধেতে পস্বিলে জেন কালান্তক যম ॥
জতেক বানরগন সব দেবতার।
দেবতার অংসে জন্ম বির বুঁলিয়ার ॥
নিল পিত রক্ত গৌর সুক্লবন্ন য়ার।
মহাপরাক্রম সব পর্ব্বত আকার ॥
রামচন্দ্র বেরিয়া বসিছে বিরগন।
আবাচে অবস্ত অঙ্গ রামগুন গান ॥
সুঠাম সুচন্দ রাগ রাগিনি মিঠায়া।
অনন্দে বিভোল কোপি রামগুন গায়া।
ছৌদিগে বানর মোধ্যে বৈসে রঘুবর।
নৈক্ষত্র বেষ্ঠিত জেন পুন্ন সসোধর ॥

রামচন্দ্র বসিয়াচে পাড়ি মৃর্গচাল।
বিরগন বোসিলা ভাঙ্গিয়া চূসভাল ॥
সুগ্রিবের স্থানে রাম জিজ্ঞাসে বচন।
সমুদ্র তোরিতে মিতা করহ জতন ॥
দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি কুল স্থল।
জথা দিস্তি চলে তথা দেখি মাত্র জল ॥
দেবরথ নাহি চলে জাহার উপর।
কিমতে তাহাতে পার হোইবে বানর ॥
সমুদ্র সুহিবে বান্ধা রাবন সংহার।
কোরিতে'না পারি আমি সিতার উদ্ধার ॥
রাবন বোধিয়া সিতা উদ্ধারিতে নারি।
অবস্য তেজিব প্রান আনলেতে পরি ॥
কুন মুক্ষে জাব আমি অজদ্ধা নগরে।
কি কথা কহিব গিয়া ভরত গোচরে ॥
লোকে মোরে জিজ্ঞাসিলে কি কথা কোহিব।
সিতার উদ্দিবে প্রান অবস্যে তেজিব ॥
সুনহ লক্ষন ভাই না কর অন্নথা।
অজদ্ধা চলহ ভাই ভরথের তথা ॥
জুবরাজ হোইয়া পালিবা বোসুমোতি।
ছিরজিবি থাক ভাই লক্ষন ধামুকি ॥
জনোনিকে কোহিয়ো আমার নিবেদন।
অপমানে রামচন্দ্র তেজিল জিবন ॥

সুনহ সুগ্রির মিতা বচন আমার।
দেসে চল লোইয়া বানর পাটআর॥
কুসলে থাকিহ মিতা কিস্কিন্ধ্যার দেসে।
আমিয়ো তেজিব প্রান সিতার উদ্দিসে॥
পুর্ব্বে সুর্য্যবংসে ছিল স্বগর রাজন।
সমুদ্র তাহার কৃতি জানে সর্ব্বজন॥
তদন্তরে জন্মিছিল ভোগিরথ রাম।
গঙ্গা আনি প্রিথিবি কোরিলা পরিত্রান॥
অপরে জন্মিলা গাধি রাজার নন্দন।
খেত্রিয় সোরিলে তেহু হইলা ব্রাঁহ্মন॥
প্রিথিবি বিক্ষাত সেই বিশ্বামিত্র রিষি।
তপোবলে ছণ্ডালিকে কৈলা স্বর্গবাসী॥
দসরথ মহারাজা বিক্ষাত ভুবনে।
সনিকে করিলা জয় নিজ বাহুবলে॥
সেহি বংশে জন্মিলাম মই কুলঙ্কার।
নারি রাখিবার সক্তি না হৈল আমার॥
এই কোহি রামের চোক্ষুর পরে ধারা।
মলয়া পর্ব্বতে জেন মুকুতা জরা॥
রামের বচন সুনি সুগ্রিব রাজন।
উদ্ধমুখ হইয়া চিন্তয়ে মনে মন॥
কি দিবে উতর রাজা না দেখে ভাবিয়া।
হেনকালে জম্বুবান কহে আগ হৈয়া॥

জোরহাত হৈয়া জম্ভুবান কহে বাদ ।
নিবেদন কোরি প্রভু স্থন রোঘুনাথ ॥
জেমতে সমুদ্র প্রভু হোইবে দমন ।
জেমতে হোইবে রাম রাবন নিধন ॥
জেমতে করিবা তুমি সিতার উদ্ধার ।
মন দিয়া স্থন প্রভু রোঘুর কুমার ॥
মিত্র বরুনের পুত্র অগস্ত মহামুনি ।
সিস্থকাল হৈতে তার গুনের বাখানি ॥
কুম্ভেতে জন্মিলা নাহি বলের বাখান ।
এহি ত সমুদ্র কৈল অঞ্জলিতে প্রান ॥
তাহাকে আনিয়া করো সমুদ্র দমন ।
অবহেলে লঙ্কা যায়া বধহ রাবন ॥
সিতার উদ্ধার প্রভু তবে বেল হয় ।
ছরন করহ মুনি আসিবে নিস্বয় ॥
তুমি প্রভু নারায়ন বিষ্ণু অবতার ।
ছরনে নিকটে মুনি আসিবে তুমার ॥
জম্ভুঁবান বচন স্থনিয়া রোঘবির ।
অন্তরে হোরিস্ব মানি এহি কৈল থির ॥
অগস্ত মুনিকে রাম কোরিলা স্বরন ।
অন্তরে জানিলা মুনি ডাকে নারায়ন ॥
হৃদিপদ্ম প্রফুল্য ভাস্কর হেন দেখি ।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হোয়া অস্রপুন্য আখি ॥

আপুনাকে ধোন্য মানি মুনি জোগেস্বর।
প্রেমে গদ গদ অঙ্গ চোলিলা সতর ॥
তেজপুন্‌জ মুনিবর সুর্য্যের সঙ্কাস।
সদায়ে জোপিচে মুখে ভবানি কৃত্তিবাস ॥
পোরিধান মৃগচর্ম্ম সিরে ধরে জটা।
ললাটে ফলকে দির্ব্বি অদ্ধচন্দ্র ফটা ॥
নিলকণ্ঠ বিরাজিত বিভুতি ভুষণ।
রুদ্রাক্ষ ভুসিত অঙ্গ গোলিত বসন ॥
রামের স্বরনে মুনি আইছে রামপথে।
মোধ্যন ভাস্কর জেন নামিল ভুমিতে ॥
মুনিকে দেখিয়া রাম সম্ভমে উঠিলা।
পাজ্য অর্ঘ দিয়া রাম প্রনাম কোরিলা ॥
মৃর্গচর্ম্ম পারি দিলা বোসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিলা রোঘুনাথ সাক্ষাত বচন ॥
মুনি বঁুলে রোঘুনাথ তুমা দরসনে।
সকোলি কুসল কিছু নাহি অবসনে ॥
আজি মোর হৈল বর ভাগ্যের উদয়ে।
কি কারনে স্বরন কোরিলা দয়ামেয়ে ॥
তুমি প্রভু নারায়ন বিষ্ণু অবতার।
বিরিঞ্চি না পায়ে অন্ত মোহিমা তুমার ॥
ছারি বেদ আগম পুরানে গুন গায়ে।
জোগে বোসি জুগিগনে সততে ধিয়ায়ে ॥

না পায়ে গুনের অন্ত সঙ্কর সঙ্কোরি।
জরবুঁদ্ধি তাতে আমি কি বুঁলিতে পারি॥
দেবের দেবতা তুমি দেব অবতার।
নররুপে খণ্ডাইলা প্রিথিবির ভার॥
আজি বর অসম্ভব দেখি কি কারন।
রাজার নন্দন তুমি ফির বুঁনে বুন॥
লোইয়া বানর সৈন্য সোমুদ্রের তিরে।
কি কারনে রোহিআচ কহ গদাধরে॥
রাম বুঁলে সুন মুনি মোর নিবেদ্দন।
বিধাতা কোরিলা মোর জত বিলম্বঁন॥
পালিতে পিতার সত্য আসিলাম বনে।
সঙ্গতি আসিলা সিতা অনুজ লক্ষনে॥
পঞ্চবোটি বনে জায় করিলেন ধাম।
কি কবো দুক্ষের কথা বিধি হৈল বাম॥
সুর্পনখা নামে এক রাবন ভোগিনী।
পুরুসের মন মুহে হোইয়া কামিনি॥
রোতিলাভে আসি চাহে খাইতে জানোকি।
নাক কান কাটে তার লক্ষন ধানকি॥
সেহিমতে গেল খর দুস্বনের স্থানে।
চৈদ্ধ সহস্র বির আসিলা তখনে॥
তাসবার সঙ্গে আমি কোরিলু সমর।
একেবারে সব বির গেল জমঘর॥

তবে সুর্পনখা গেল রাবন গোচর।
সুনিয়া জোলিলা তবে রাজা লঙ্কেস্বর ॥
মারিচ সহায়ে কোরি আসিল রাবন।
ছুরি করি নিল সিতা লঙ্কার ভুবন ॥
সিতার কারনে আমি বুনেঁ বুনেঁ ফিরি।
সিতাসোকে দুই ভাই হৈলু বনচারি ॥
রাত্রি দিবা ভ্রমি ফিরি ঘোর অরন্নেতে।
রিস্যমুক্ষে দেখা হৈল সুগ্রিবের স্বতে ॥
সুগ্রিবের সঙ্গে আমি করিয়া মিতালি।
কিস্কিন্ধাতে বোধিলু বানর রাজা বালি ॥
বালি মারি সুগ্রিবেরে দিলু রাজ্যভার।
সসোন্যে সাজিল মিতা লইয়া পাটয়ার ॥
প্রিথিবির বানর কোরিয়া একস্থান।
ভাল্লুকের য়োধিপতি মন্ত্রি জাম্বুবান ॥
মহা মহা বির সব রনে বলবান।
সিতাবাত্রা আনিল পাঠায়া হনুমান ॥
রাবন বোধিতে কিছু না দেখি উপাই।
সমুক্ষে সমুদ্র দেখি আকুল চিন্তাই ॥
দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি পারাপার।
বানরের সাদ্ধ কি সমুদ্র তোরিবার ॥
এক নিবেদন করি সুন জোগেস্বর।
প্রান কর একবার গণ্ডুসে সাগর ॥

পুর্ব্বে তুমি জলনিধি করিচিলা প্রান।
আজি নিধি কোরো প্রান হয়া সাবধান॥
অন্যথা না ভাব মুনি না করো সংসয়।
সিতার উদ্ধার মুনি তবে বেল হয়॥
শ্রীরামের মুক্ষে সুনি এতেক বচন।
কোহিতে লাগিলা তবে মুনি তপোধন॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্দ মত্যংমধুকর।
ভবানিপ্রসাদে কহে মধুর অক্ষর॥
মুনি বলে সুন রাম কমললোচন।
আমি কোহি জে কথা তাহাতে দেহ মন॥
উছিষ্ঠ সমুদ্রজল কিমতে ভুক্ষিবে।
বিনা অপরাধে পুন্য কিমতে দণ্ডিবে॥
উপদেস কহি সুন রাম দয়ামগ্ন।
জেমতে হোইবা তুমি লঙ্কাপুরি জয়॥
সমুদ্রবন্ধন হবে রাবন সংহার।
জেমতে কোরিবা তুমি সিতার উদ্ধার॥
পরাৎপর ব্রহ্মরুপ দেবি মহামায়া।
ভাবহ ভবানিপদ একান্তিক হয়া॥
তুমি প্রভু নারায়ন বীষ্ণ অবতার।
অল্প তপস্বাতে সিদ্ধি হোইবে তুমার॥
কোরিলে অম্বিকাপুজা সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
হেলায়ে বান্ধিবা সেতু লঙ্কা দুরাজয়॥

সিদ্ধেশ্যোরি সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি করে কাম।
ভাবিলে ভবানিপদ পুরে মনস্কাম॥
প্রাত্তেকে উঠিয়া দুর্গা জে করে স্মরন।
সর্ব্বকাজ সিদ্ধি হয়ে সুন নারায়ন॥
দুর্গানাম দরিদ্রভঞ্জ বেদে কয়।
লোইলে দুর্গার নাম সক্র হয়ে খয়॥
সুন রাম অভয়াচরন করো সার।
রাবন বোধিয়া করো সিতার উদ্ধার॥
রামচন্দ্র কহে কথা কহো মহামুনি।
কহো কহো ভবানি মহিমা গুন সুনি॥
ভবানিমাহেত্য সুনি শ্রধা বারে মনে।
কিমতে কোরিব পুজা কেমন বিধানে॥
মুনি বলে রঘুনাথ সুন সমাছার।
পুজার বিত্যান্ত কোহি কোরিয়া বিস্তার॥
বসন্তে কোরিল পুজা সুরথ রাজন।
সেহিমতে করো পুজা অকাল আস্বিন॥
দসভুজা মোহিসিমৰ্দ্দিনি রুপধারি।
সেহিমতে করো পুজা তুমি নরহোরি॥
পুজার বিধান কোহি তুমার গোচর।
আস্বিনের পুজা আছে তিন মতান্তর॥
কৃষ্ণপোক্ষ নবম্যাদি দস পঞ্চদিনে।
প্রতিবোদ আদি কোরি পুজে কুন জনে॥

সষ্টি আদি কল্প আচে পুজার বিধান।
তিনমত পুজা আচে সুনহ শ্রীরাম॥
প্রিতেমা করিয়া পুজা করে কুন জন।
কেহু কেহু করে পুজা কুম্ভেতে স্থাপন॥
পত্রিকা স্থাপিয়া কেহু পুজে নারায়নি।
তিন মত পুজা য়েহি সুন রোঘুমনি॥
মনির মুখেতে সুনি মধুর অক্ষর।
কহিতে লাগিল রাম জোর করি কর॥
রামচন্দ্র বুঁলে মুনি কর অবধান।
ভবানি মহিমা কথা অপুর্ব্ব আক্ষান॥
ভবানিমাহেত্য কহো মুনি তপোধন।
দুর্গার মাহেত্য সুনি জুরাবে স্রবন॥
মুনি বলে অবধান করো নৃপবরে।
দেবির মাহেত্য কেবা কোহিবারে পারে॥
ছারি বেদে আগমে পুরানে গুন গায়ে।
আপনে সঙ্কর জার অন্ত নাহি পায়ে॥
নাভিপদ্দে প্রজাপোতি ভাবয়ে জাহারে।
কিঞ্চিত কোহিবো কথা বুঁদ্ধি অনুসারে॥
দৈক্ষ অপমানে দেবি চারি নিজ কায়া।
হেমবন্ত ঘরে জায়া জন্মিলা মহামায়া॥
দিনে দিনে বারে দেবি উপযে জৈবন।
সিবেরে কোরিলা গিরি কন্যা সমর্পন॥

বিবাহ কোরিয়া সিব চোলিলা কোল্যাস।
তদবোধি আচে গৌরি ষিবের নিবাস ॥
একদিন নিসিসেসে মেনকা স্নুন্দোরি।
সপনে দেখিলা রানি সিয়রে প্রানগৌরি ॥
কাঞ্চনপ্রতিমা গৌরি সিয়রে বসিয়া।
বিদুমুখে আদস্বরে ডাকে মা বুঁলিয়া ॥
কেনে গো জনোনি আচ নিদয়া হোইয়া।
তনয়া বুলিয়া কিচু নাহি মায়া দয়া ॥
জত দুখ পাই আমি হরনিকেতনে।
খুধায়ে না মিলে অন্ন নাহিক বসনে ॥
বসন ভুসন বিনে হোয়াচি উলঙ্গো।
পিসাচ বেতাল ভুত দানবের সঙ্গো ॥
রাজার নন্দিনি হোয়া অেত দুক্ষ পাই।
তৈলের অভাবে মাগো অঙ্গে মাখি চাই ॥
বৎস্বর হোইল গত হরনিকেতনে।
মা বিনে সন্তানের্দুক্ষ জানে কুন জনে ॥
এতেক কোহিয়া গৌরি কোরিলা পয়ান।
সপনে দেখিলা রানি ঐ চান্দবদন ॥
মেলি আখি সসিমুখি না দেখি অভয়া।
পরয়ে চোক্ষুর জল পয়োধর বয়া ॥
অস্রপুন্ন আখি রানি সজল নয়ন।
ঘন স্বাছে ধরনিতে পোরিয়া অজ্ঞান ॥

পুন্নস্থ চৈতন্য রাতি পুন্ন অচেতন।
ছিরিল গলার হার ভাঙ্গিলা কঙ্কন ॥
বিগোলিত বসন গোলিত কেসপাস ॥
গৌরিনাম স্বড়ি রানি চারে ঘনস্বাস ॥
হায়ে গৌরি প্রান গৌরি গৌরি প্রানধন।
দেখা দিয়া কেনে মাগো হৈলা অদর্সন ॥
কৃপা করি এখনি সিয়রে চিলা বোসি।
না জানিয়া হৈলু আমি কিবা দোসে দুসি ॥
সপনে পাইয়া নিধি হারালু জাগিয়া।
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া ॥
বিধি বলেচিলো বাদ সে বাদ সাধিল।
নয়ানে পুতোলি গৌরি অদর্সন হৈল ॥
গৌরি প্রান গৌরি ধন গৌরি সে জিবন।
গৌরি সে গলার হার অঞ্জনে নয়ন ॥
বসন ভুসন গৌরি কন্নের কুণ্ডল।
গৌরি বিনা বসন ভুসনে কিবা ফল ॥
জনমে জনমে কতো কোরি দেবাশ্চন।
ব্রঙ্গানে গোলিত পত্র কোরিয়া ভোক্ষন ॥
খির নির ভুঞ্জি সেসে আহার মারুত।
হেনমতে কৈলু তপ বস্বর অযুত ॥
তার ফলে পায়াচিলু কন্যা গুননিধি।
পাচে কুন দোসে জানি হৈলু অপরাধি ॥

ঘিরেতে কঙ্কন হানি করয়ে রোদন।
কত্তো দিনে হবো দেখা ঐ চান্দবদন॥
গৌরি গৌরি বুঁলি রানি লোটায়ে ধরোনি।
হেনকালে চৈতন্য পাইল হেমমুনি॥
দেখে রানি গৌরি বুঁলি ধরোনি লোটায়ে।
কি হৈল কি হৈল বুঁলি ডাকে হেমরায়॥
মেনকার ক্রন্দনে কান্দয়ে হেমগিরি।
অবনি লোটায়ে কান্দে গৌরি মনে করি॥
রাজা রানি দুই জনে লোটায়ে ভুতলে।
বাত্রা পায়া মৈনাক আইলা হেনকালে॥
দেখে ভুমে পোরিআচে জনক জনোনি।
মৈনাকে পুচেন তবে জোর কোরি পানি॥
কি কারনে দুই জনে আচ ভুমিতলে।
কিসের অভাব তরা সংসার ভিতরে॥
আপুনি সঙ্কর হয়ে জাহার জামাতা।
সায়ং লক্ষি ভগবোতি তোমার দুহিতা॥
আমিহ মৈনাক পুত্র ভুবনবিজয়।
ত্রিভুবনে আমার নাহিকা পরাজয়॥
কি লাগিয়া অনুসুচ করো পিতামাতা।
জে আজ্ঞা করিবা তাহা পালিবা সর্ব্বথা॥
মেনকা বলেন পুত্র সুন বাস্বাধন।
প্রান বাহিরায়ে মোর গৌরির কারন॥

ধন জন জৌবন জিবন গৌরিধন।
কিমতে বাচিব প্রান গৌরি অদর্সন॥
বৎস্বর সম্পুন্ন হৈল গিয়াচেন গৌরি।
কিমতে বঞ্চয়ে বম্বা আহা মোরি মোরি॥
কোহিয়া গিয়াছে উমা আমার সাক্ষাতে।
বৎস্বর অন্তরে মাগো আসিব এথাতে॥
চলহ মৈনাক পুত্র আনিবারে গৌরি।
সিবেতে বিনয় কোরি আনিবা কুমারি॥
জবত আসিবা তুমি গৌরিকে লোয়িয়া।
তাবত থাকিব আমি পথ নিরোক্ষিয়া॥
জনোনিবচন স্থনি মৈনাক কুমার।
প্রিবির সোড়ির হৈলা দেস পোরিবার॥
গুরগুল্‌ফ লতা তরু আোতি মনুহর।
খেটবিটক বন বিছি এক বন্দর॥
মল্যিকা মালোতি পারিজাত পুষ্প আচে।
খুদ্র কতোগুলা গিরি তার সঙ্গে সাচে॥
দেখিয়া বুঁলেন তবে হেমগিরিরাজ।
ধরহ নাইকা বেস স্থন যুবরাজ॥
হেন বেসে যাবা জোদি সিবের কোল্যাস।
বলবির্য্য তুমার নাসিবে কৃত্তিবাস॥
জনকের মুখে স্থনি এতেক বচন।
লইলা কুমার বেস মদনমহন॥

প্রনাম কোরিয়া চলে জনক জনোনি।
জাত্রাস্থমঙ্গল কৈল্যা তুর্গানামেৰ্দ্ধোনি ॥
নদ নোদি এরাইলা দিগি সরোবর।
বাউবেগে চলি গেলা কৈল্যাসসিখর ॥
চারিদিগে স্থধাসিন্ধু পোরিক্ষারে স্থিত।
তাহার মৈদ্ধত গিরি রজতনির্ম্মিত ॥
কিবা সে কৈল্যাস গিরি রজতের আভা।
দেবেন্দ্র মহেন্দ জগেন্দ মনলোভা ॥
থির চায়া বৃক্ষ সব অতি মনোনিত।
ফলে মুলে নর্ম্মবান ধরোনি লোলিত ॥
মণ্ডাকিনি ভগবোতি ভাগিরোথি আর।
অলক্ষনে কৈল্যাসে বোহিচে তিন ধার ॥
জাতি যুতি মালোতি কুসুম নানা জাতি।
পারিজাত সেতপদ্দ বকুল মালোতি ॥
পুষ্পধাম মৈদ্ধে আচে নন্দনকানন।
জাহার রোক্ষক সদা উ(ন)মতগন ॥
অখণ্ড পুন্নিমা সোসি সতত উদয়ে।
সতত বসন্তকার জথা বিরাজয়ে ॥
কুহু কুহু কুকিলে ডাকয়ে ঘনে ঘন।
উরে পরে নিত করে খন্জনি খন্জন ॥
সারি শুক পিক সুক্ষে প্রিয়া মুক্ষ চায়ে।
ভমরা ভমরি তথা নাচিয়া বেরায়ে ॥

নন্দনকানন বটে আনন্দের ধাম।
নপুংসক জনের হৃদয়ে বারে কাম ॥
অলিমাদি অস্ত সিদ্ধা আচয়ে তথাতে।
অলক্ষন তুতি করে বেদবিধিমতে ॥
ইন্দ চন্দ পবন বোরুন হুতাসন।
অলক্ষন কৈল্যাসে বিরাজে সর্ব্বজন ॥
গিত গায়ে গন্ধর্ব্বে নারদে পুরে বেনি।
সুভেস কোরিয়া নাচে উর্ব্বেসি মালিনি ॥
ছই রাগ চোত্রিস রাগিনি মিচাইয়া।
আনন্দে বিভোল সদা হরগুন গায়া ॥
মদ্ধখনে বিরাজিত শ্রীমোনিমন্দির।
ছাইলেই দেখা জায়ে অন্তর বাহির ॥
মনিমই দর্পন সুভিত তদন্তর।
ফোটিকের স্তম্ভ তথা য়োতি মনুহর ॥
মনুহর বেদিকা সুভিত তার মাজে।
কমল সহস্রদল তাহাতে বিরাজে ॥
জন্ত্ররাজ বিরাজিত কমল উপর।
তাহাতে বিরাজে সদা ভবানিসঙ্কর ॥
দেখিয়া পর্ব্বতসুত চমকৃত মন।
বাহির দারেতে থাকি কোরিচে স্তবন ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্দ মত্ত মোধুকর।
ভবানিপ্রসাদে কহে মোধর য়োক্ষর ॥

সম্পুটে প্রনাম কোরি বোলয়ে মৈনাক গিরি
স্তুন প্রভু দেব মহেস্বর।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সে জগতেগুর্ক্রু
স্থাবর জঙ্গম মুহিধর॥
শ্রীস্তি স্থিতি সংহার তুমি ত্রিগুনের সার
তুমি প্রভু অনাদিনিধন।
তুমি প্রভু মহেস্বর বিধি বিষ্ণু য়গোস্বর
তুমি প্রভু তারন কারন॥
মৈনাক আমার নাম হিমগিরি সন্তান
গৌরি হয়ে মোর সহদোরি।
বিবাহের স্থত্র করে গৌরি অইালা তুমার্ঘরে
না দেখিয়া মরে হেমগিরি॥
না দেখিয়া চন্দমুখ মায়ের বিদরে বুঁক
গৌরি চারি দেহ স্থলপানি।
জোদি নাহি ক্র্পা করো স্তুন প্রভু মহেস্বরো
তবে মরে জনক জনোনি॥
স্বাসিরিকে ক্র্পা কোরি অভয়াকে দেহ চারে
অসন্তোস পুর মন আস।
সপ্তমি অষ্টমি দিনে নবমির অবসানে
দসমিতে আসিবে কৈলাস॥
স্তুন প্রভু গুনধাম পুন্ন করো মনকাম
ছারি দেহ জাই গৌরি লয়া।

জনক জনোনি জথা ধরোনি লোটায়ে মাথা
আচে মাত্র পথ নিরোক্ষিয়া ॥
ভবানি১রনজুগে ভবানিপ্রসাদ মাগে
পুরা মা গো এহি মনস্কাম ।
প্রান পয়ানের কালে মোরি জেন গঙ্গাজলে
মুক্ষে জেন আইচে দুর্গার্নাম ॥
মৈনাকের স্তবন স্থনিয়া মহেস্বর ।
মৌন হৈয়া রৈল কিচু না দিল উতর ॥
হেনকালে ভগবোতি মৈনাক দেখিয়া ।
কুষল জিজ্ঞাঁসে তার নিকটে বসায়া ॥
ভাই দেখি মনে পৈল জনক জনোনি ।
মৈনাকের হাতে ধোরি বলে প্রিয়বানি ॥
কহোরে মৈনাক ভাই কহো সমাচার ।
কুষলে কি আচে পিতা জনোনি আমার ॥
মৈনাক বুলেন দেবি কোহিবো কি আর ।
তুমা বিনা গিরিপুরি হৈয়াচে আন্ধার ॥
তুমি লোক্ষি বিহিনে হৈয়াচে লোক্ষিছারা ।
পর্ব্বতনিবাসি সব জিয়ন্তেই মরা ॥
তুমা লাগি জনক জনোনি হতজ্ঞান ।
কৃপা কোরি দেখা দিয়া রাখহ পরান ॥
জোদি তুমি না জাইবা আমার আলয় ।
জনোনি তেজিবে প্রান নাহিকা সংসয় ॥

মৈনাকের কথা সুনি কহে নারায়নি ।
আমার হোইল ইস্সা দেখিতে জনোনি ॥
সিব আজ্ঞা না হোইলে জাইব কিমতে ।
স্বরূপে মৈনাক ভাই কোহিলু তুমাতে ॥
মৈনাকে বুঁলেন আমি কোরিলু স্তবন ।
উতর না দিল কিচু দেব পঞ্চানন ॥
দেবী বুঁলে তুমি কিচু না বুঁলিহ আর ।
সিবের চরনে আমি কোরি পরিহার ॥
এহি বুলি জায়ে দেবি সিবের চরন ।
করজোর কোরিয়া করেন নিবেদন ॥
আজ্ঞা করো জাই নাথ পিতার আলয় ।
জনক জনোনি লাগি পুরয়ে হৃদয় ॥
আমা লাগি জনক জনোনি হতজ্ঞান ।
কেবল আচয়ে মাত্র কণ্ঠাগত প্রান ॥
মৈনাকে পঠায়া দিল চরনে তুমার ।
বিনা আজ্ঞা জাইবার সক্তি আচে কার ॥
অভয়া কহেন কথা জোর কোরি পানি ।
দয়া করো দয়ামই দেখিবো জনোনি ॥
বিদায়ে না দেয়ো জোদি আমারে জাইতে ।
স্বাছুরির বদ্ধ পাচে লাগিবে তুমাতে ॥
সঙ্কর বুঁলেন তুমা না দিব বিদায়ে ।
দক্ষ অপমানে দেবি মোর মনে ভয়ে ॥

আরবার জাইতে চাহ পিতার ভুবনে।
কৈলাস ছারিবে বুঁজি হেন লয়ে মনে॥

———